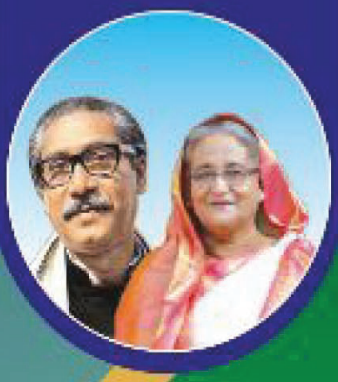

নিবিড় পরিবীক্ষণ
প্রতিবেদন

বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীর রক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জুন ২০২৩

সূচিপত্র

সূচিপত্র i
নির্বাহী সার-সংক্ষেপ iv
Acronym vi
Glossary vii
প্রথম অধ্যায়: প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা ১
১.১ প্রকল্পের পটভূমি ১
প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ২
১.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা ২
১.৩ প্রকল্পের অনুমোদন/ সংশোধন/ মেয়াদ বৃদ্ধি ২
১.৪ অর্থায়নের অবস্থা (মূল/ সংশোধন এর হ্রাস/ বৃদ্ধির হার) ৩
১.৫ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজসমূহ ৩
১.৬ অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ৪
১.৭ প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা ৬
১.৮ লগ ফ্রেম ২৭
১.৯ প্রকল্পের Exit Plan ৩২
১.১০ টেকসইকরণ পরিকল্পনা ৩৩
দ্বিতীয় অধ্যায়: নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালন পদ্ধতি ও সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা ৩৫
২.১ সমীক্ষার কার্যপরিধি (ToR) ৩৫
২.২ প্রতিবেদন প্রণয়নের কর্ম পরিকল্পনা ৩৬
২.৩ নিবিড় পরিবীক্ষণের গবেষণা পদ্ধতি ৩৬
২.৩.১ বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ (Content Analysis) ৪০
২.৩.২ এলাকা নির্বাচন ৪০
২.৩.৩ মাঠ গবেষণার মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ৪১
২.৩.৪ সংখ্যাগত গবেষণার নমুনা সমগ্রক নির্ধারণ ৪১
২.৩.৫ গুণগত তথ্য-উপাত্ত ৪৩
২.৩.৬ অবকাঠামোগত উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ ৪৪
২.৩.৭ কাজের গুণগতমান পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত মালামালের ল্যাবরেটরি পরীক্ষা ৪৫
২.৩.৮ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সবল ও দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ ৪৫
২.৩.৯ ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা ৪৫
২.৩.১০ স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা ৪৫
২.৩.১১ জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা ৪৬
২.৪ উপাত্ত ব্যবস্থাপনা কৌশল ৪৬
২.৫ তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ পরিকল্পনা ৪৬
২.৫.১ সংখ্যাগত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ৪৭
২.৫.২ গুণগত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ৪৭
২.৬ সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ৪৮
তৃতীয় অধ্যায়: ফলাফল পর্যালোচনা ৪৯
৩.১ প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা ৪৯

৩.১.১ প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ৪৯
৩.১.২ প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ৫০
৩.১.৩ অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ৫১
৩.১.৪ প্রকল্পের অনুমোদন ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি ৫৩
৩.১.৫ প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন ৫৪
৩.১.৬ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি ৫৬
৩.২ পূর্ত কাজের গুণগতমান ও ডিজাইন এর পর্যালোচনা ৭৯
৩.৩ ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ ৮০
৩.৩.১ ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা ৮০
৩.৩.২ পণ্য সরবরাহের ক্রয় কার্য এবং অগ্রগতি ৮৪
৩.৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন পর্যালোচনা (লগ ফ্রেম অনুযায়ী) ৮৭
৩.৫ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্যাদি ৯০
৩.৫.১ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ ৯০
৩.৫.২ প্রকল্পে নিয়োজিত জনবল ৯১
৩.৬ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মেয়াদ ও জনবল সংক্রান্ত তথ্যাদি ৯২
৩.৭ পরামর্শকগণের চলমান কাজ পরিদর্শন ও গুণগতমান যাচাইয়ের পদ্ধতি ৯৩
৩.৭.১ গুণগতমান যাচাই পদ্ধতি ৯৩
৩.৭.২ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাজের তদারকি সংক্রান্ত তথ্যাদি ৯৪
৩.৮ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC) এবং স্টিয়ারিং কমিটির (PSC) সভার সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা ৯৪
৩.৯ অডিট পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ ১০১
৩.১০ মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা কাজের ফলাফল পর্যালোচনা ১০৪
৩.১০.১ উত্তরদাতাগণের বয়স ১০৪
৩.১০.২ উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা ১০৪
৩.১০.৩ উত্তরদাতার পেশা ১০৫
৩.১০.৪ প্রকল্পের আওতাধীন কাজের স্থানে জনগণের উপস্থিতি ১০৫
৩.১০.৫ প্রকল্পের আওতাধীন কাজসমূহ সম্পর্কে ধারনা ১০৬
৩.১০.৬ ভৌত অবকাঠামোর গুণগতমান বিষয়ে উত্তরদাতার মতামত ১০৬
৩.১০.৭ প্রকল্পের ফলে জনগণের সুবিধাসমূহ ১০৭
৩.১০.৮ প্রকল্পের ফলে জনগণের সন্তুষ্টি ১০৭
৩.১০.৯ প্রকল্পের ব্যবহার উপযোগী সুবিধাসমূহ ১০৮
৩.১০.১০ প্রকল্পের ফলে এলাকার সার্বিক উন্নয়ন ১০৮
৩.১০.১১ প্রকল্পের সুবিধাদি টিকে থাকা বিষয়ক মতামত ১০৯
৩.১০.১২ প্রকল্প এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি বিষয়ক মতামত ১১০
৩.১০.১৩ প্রকল্প বাস্তবায়নে দরিদ্র মানুষের জীবন মানে সম্ভাব্য প্রভাব ১১০
৩.১০.১৪ প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ টেকসইকরণে পদক্ষেপ ১১১
৩.১০.১৫ প্রকল্পের কার্যক্রম টেকসইকরণে মতামত ১১১
৩.১১ গুণগত তথ্যের বিশ্লেষণ ১১২
৩.১১.১ মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার (Key Informant Interview-KII) ১১২
৩.১১.২ নিবিড় সাক্ষাৎকার (In Depth Interview- IDI) ১১৫
৩.১১.৩ দলগত আলোচনা (Focus Group Discussion- FGD) ১১৬
৩.১১.৪ স্থানীয় কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ ১১৭
চতুর্থ অধ্যায়: প্রকল্পের SWOT পর্যালোচনা ১২২
পঞ্চম অধ্যায়: সার্বিক পর্যবেক্ষণ ১৩০

৫.১ সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় না থাকা ১৩০
৫.২ প্রকল্পের অনুমোদন ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি ১৩০
৫.৩ পূর্ত কাজের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ ১৩০
৫.৪ সীমানা পিলারের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ১৩১
৫.৫ প্রকল্প এলাকায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ১৩১
৫.৬ প্রকল্প বাস্তবায়নে বিবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ১৩১
৫.৭ প্রকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্য ১৩২
৫.৮ প্রকল্পের মূল কার্যক্রমসমূহে স্থানীয় জনসাধারণের সম্পৃক্ততা ১৩২
৫.৯ পিএসসি ও পিআইসি সভা পর্যবেক্ষণ ১৩৩
৫.১০ ক্রয় কার্য পর্যবেক্ষণ ১৩৩
৫.১১ অডিট কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ১৩৩
৫.১২ প্রকল্পের SWOT পর্যবেক্ষণ ১৩৩
৫.১৩ এক্সিট প্লান ১৩৪
ষষ্ঠ অধ্যায়: উপসংহার ও সুপারিশ ১৩৬
৬.১ সুপারিশ ১৩৬
৬.২ উপসংহার ১৩৭
তথ্যপুঞ্জি ১৩৮
সংযোজন/ পরিশিষ্ট ১৩৯
সংযুক্তি ১: প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কিছু স্থির চিত্র ১৪০
সংযুক্তি ২: জরিপের প্রশ্নমালা ১৪৫
সংযুক্তি ৩: মূল তথ্যদাতার (KII) প্রশ্নমালা ১৪৯
সংযুক্তি ৪: নিবিড় সাক্ষাৎকারের (IDI) চেকলিস্ট ১৫৫
সংযুক্তি ৫: ফোকাস গ্রুপ বা দলগত (FGD) আলোচনার গাইডলাইন ১৫৬
সংযুক্তি ৬: ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র ১৫৭
সংযুক্তি ৭: কর্ম পরিকল্পনা ও বাস্তব অবস্থার তুলনামূলক চিত্র ১৫৮
সংযুক্তি ৮: বছর ভিত্তিক আর্থিক সংস্থান, ভৌত অগ্রগতি, প্রকৃত বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ১৫৯
সংযুক্তি ৯: ভৌত/ সরবরাহ কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন ১৬০
সংযুক্তি ১০: ক্রয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের চেকলিস্ট ১৬১
সংযুক্তি ১১: দরপত্র পরিবীক্ষণ চেকলিস্ট ১৬২
সংযুক্তি ১২: অডিট আপত্তি এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য ১৬৩
সংযুক্তি ১৩: পিএসসি, পিআইসি ও এডিপি সভা সংক্রান্ত তথ্য ১৬৪

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু, ধলেশ্বরী এবং শীতলক্ষ্যা নামক ৫টি নদী দ্বারা বেষ্টিত। অভ্যন্তরীণ নৌপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের জন্য উক্ত নদীগুলোর তীরে ঢাকা (সদরঘাট), নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গি ও মিরকাদিম এই ৪টি অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর রয়েছে। এসব নদীর তীরভূমির বিভিন্ন জায়গা অবৈধ দখলদারগণ তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অবৈধভাবে দখল করে রেখেছে। এমনকি অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা ব্যবসা পরিচালনার জন্য আরসিসি কাঠামো তৈরি করেছে। ফলে, নদীসমূহের প্রশস্ততা এবং নৌ চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় গভীরতা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। প্রশাসনিকভাবে তীরভূমির সংরক্ষণ এবং তদানুসারে নদী/ নৌপথ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বিআইডব্লিউটিএ পালন করে থাকে। স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় বিআইডব্লিউটিএ বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভূমিতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে এবং চলমান উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এরই ধারাবাহিকাতায় এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে ০৯ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে সভায় "ঢাকার চারপাশের নদীগুলোর দুপাশ অবৈধ দখলমুক্ত রাখার লক্ষ্যে তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ চলমান রাখা এবং ওয়াকওয়ে নির্মাণের পাশাপাশি তীরবর্তী জায়গায় জনগণের জন্য বসার বেঞ্চ, ইকোপার্ক, বৃক্ষরোপণ, ইত্যাদি কাজ হাতে নেয়া যেতে পারে মর্মে সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ৮৪৮৫৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আলোচ্য প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। পরবর্তীতে নদীর পাড় টেকসইভাবে দখলমুক্ত রাখার জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। প্রকল্পটির সংশোধিত মূল্য দাড়ায় ১১৮১১০.৩১ লক্ষ টাকা। সংশোধিত প্রকল্পটি জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করে।

উক্ত প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কার্যক্রমে মিশ্র (Mixed Method) গবেষণা পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। সে লক্ষ্যে প্রকল্প সংক্রান্ত সকল প্রতিবেদন ও দলিল-দস্তাবেজ পর্যালোচনা ও আধেয় (content) বিশ্লেষণ করা হয়। এ কাজে প্রকল্পের কর্মকর্তা, প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট বিভাগ, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ সুশীল সমাজের প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। মাঠ গবেষণায় প্রকল্পের উপকারভোগীদের নিকট থেকে প্রশ্নমালা জরিপের মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। সেই সাথে দলগত আলোচনা (FGD), নিবিড় সাক্ষাৎকার (IDI) গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও,, একটি স্থানীয় পর্যায়ে এবং একটি জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালাসমূহ থেকে প্রাপ্ত মতামতসমূহ নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের সামষ্টিক আর্থিক অগ্রগতি ২৮২.৮০ কোটি টাকা। উক্ত আর্থিক অগ্রগতি প্রকল্পের মোট ব্যয়ের ৪০%। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পটির লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ২৪৪.৫৪ কোটি টাকা এবং এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ২৪৪.৫০ কোটি টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৬১%।

প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পের ২৯টি প্যাকেজের মধ্যে সব কয়টি প্যাকেজের ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে ১২টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এই প্রকল্পের ৬টি প্যাকেজের ক্রয় কার্য পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।

ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬৫ ভাগ উত্তরদাতা জানেন প্রকল্পের শেষে প্রকল্পের সকল সুবিধা তারা ভোগ করতে পারবেন। অপরদিকে, ২৩ ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন যে, উন্নয়নমূলক বিবিধ কার্যক্রমের ফলে পরিবেশ উন্নত হয়েছে। ৩১ ভাগ মনে করেন উত্তরদাতা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে এবং ২৯ ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নত হবে।

প্রকল্পটির সকল কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়িত হলে প্রকল্পের সকল উদ্দেশ্য যথাযথ বলে প্রতীয়মান হবে। তবে "নদীর পানির দূষণ হ্রাস করা" বিষয়টি কেবলমাত্র এই প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়হীনতা এবং মামলাজনিত কারণে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ পাওয়া ছাড়াও নদীর পানি

বৃদ্ধি পাওয়া, নির্মাণ কাজের সময় অস্থায়ী হকার/ ক্ষুদ্র ব্যবসায়িদের উচ্ছেদ, স্থানীয় বাসিন্দাদের অসহযোগীতা, এবং ঘাট এলাকায় কাজ করার ক্ষেত্রে অস্থায়ী ঘাট নির্মাণজনিত কারণে অতিরিক্ত সময়ক্ষেপণের মত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

প্রকল্পটির সবল দিকগুলোর মধ্যে নদী তীরবর্তী দখলদার অপসারণ করা, সীমানা পিলার স্থাপনের মাধ্যমে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ এবং ওয়াকওয়ে নির্মাণকাজের ফলে এলাকার সব বয়সের মানুষের চলাফেরা, শ্রান্তি-বিনোদনের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে পরিবেশের প্রভূত উন্নয়ন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। দুর্বল দিকসমূহ হচ্ছে, প্রকল্পের কাজসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন না হওয়া, প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে সরকারি প্রতিষ্ঠানমূহের মধ্যে সমন্বয়হীনতা। সম্ভাবনার মধ্যে ঢাকার চারপাশে নদী কেন্দ্রিক যাতায়াত ও পর্যটন শিল্পের প্রসার ঘটা, পরিবেশের উত্তরোত্তর উন্নয়ন ঘটানোর সুযোগ তৈরী এবং বেসরকারি বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি। প্রকল্পটির ঝুঁকি হচ্ছে, তদারকি/ নজরদারি না থাকা, নিরাপত্তা ব্যবস্থার ঘাটতি এবং ময়লা ফেলার মাধ্যমে নতুনভাবে দখলের আশংকা সৃষ্টি।

প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে জড়িত সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে সমন্বয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আরডিপিপি'র অনুমোদিত সময়সীমার (৩০ জুন ২০২৩) মধ্যে প্রকল্পের শতভাগ কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। প্রকল্পের বাকি কাজ সমাপ্ত করার লক্ষ্যে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত অবকাঠামোসমূহ টেকসইকরণের ক্ষেত্রে নির্মাণ সামগ্রীর মান বজায় রাখার নিমিত্তে ল্যাবরেটরির মাধ্যমে নিয়মিত মান পরীক্ষা করা যেতে পারে। সীমানা পিলারের নিরাপত্তার জন্য সীমানা পিলারের জিপিএস কোঅর্ডিনেট বিআইডব্লিউটিএ তার নিজস্ব সার্ভারে সংরক্ষণ করতে পারে। প্রকল্প এলাকায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সোলারের মাধ্যমে স্ট্রিট লাইটিং-এর ব্যবস্থার সাথে সাথে পুলিশি টহলের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য রাস্তা থেকে হুইল চেয়ারে ওয়াকওয়েতে উঠার জন্য র‍্যাম্প স্থাপন করতে হবে। ওয়াকওয়ের উপর নির্মিত সিটিং বেঞ্চের উপর ছাতা বা ছাউনী স্থাপন করার পাশাপাশি নির্দিষ্ট দূরত্বে টয়লেট স্থাপন করাও একান্ত দরকার। নির্মিত অবকাঠামোর স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ওয়াকওয়ের পাশে নৌযান বার্দিং স্পটে মুরিং বোলার্ড স্থাপন করতে হবে। প্রকল্পে যেসকল অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে, তা যথাসময়ে নিষ্পত্তি করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত অবকাঠামোসমূহের কার্যকারিতা টেকসই রাখার লক্ষ্যে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করার নিমিত্তে বিআইডব্লিউটিএ-র রাজস্ব বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা যেতে পারে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে নদী কেন্দ্রিক পর্যটন, স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের পাশাপাশি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য, ভূমিকা রাখবে এবং নদীর জায়গা নদীকে ফিরিয়ে দেয়ার মাধ্যমে নদী তার আপন স্বত্বা ফিরে পাবে।

Abbreviations and Acronyms

BBS	:	Bangladesh Bureau of Statistics
BCR	:	Benefit-Cost Ratio
BoQ	:	Bill of Quantities
CCGP	:	Cabinet Committee on Government Purchase
CPTU	:	Central Procurement Technical Unit
DPM	:	Direct Procurement Method
DPP	:	Development Project Proposal
ERR	:	Economic Rate of Return
FGD	:	Focus Group Discussion
GoB	:	Government of Bangladesh
IA	:	Important Assumptions
IDI	:	In-depth Interview
ICT	:	Information and Communications Technology
IMED	:	Implementation Monitoring and Evaluation Division
IRR	:	Internal Rate of Return
KII	:	Key Informant Interview
MOV	:	Means of Verification
NGO	:	Non-Governmental Organization
NS	:	Narrative Summary
OTM	:	Open Tendering Method
OVI	:	Objectively Verifiable Indicators
PCR	:	Project Completion Report
PD	:	Project Director
PIU	:	Project Implementation Unit
PPR	:	Public Procurement Regulation
QCBS	:	Quality and Cost Based Selection
RDPP	:	Revised Development Project Proposal
SPSS	:	Statistical Package for Social Sciences
TAPP	:	Total Annual Procurement Plan
ToC	:	Tender Opening Committee
ToR	:	Terms of Reference
নৌপম	:	নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়

শব্দকোষ (Glossary)

ওয়াকওয়ে (Walkway): পথচারীদের জন্য হাঁটার একটি বিশেষ পথ। অনেক সময় একে প্যাসেজও বলা হয়। হাঁটার জন্য যেকোন প্যাসেজ, বিশেষ করে জাহাজ, কারখানা, পার্ক ইত্যাদি বিভিন্ন এলাকাকে সংযুক্ত করে। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় নদীর তীর ভূমিতে ওয়াকওয়ে এবং নদীর তীরভূমিতে কলামের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে।

জেটি (Jetty): জাহাজ ভিড়িবার ঘাট বা জাহাজ হতে মালপত্র ও যাত্রী উঠানামার মঞ্চ। **জেটি** হল নদী বা সমুদ্র তীরবর্তী জলবেষ্টিত এলাকা যেখানে বড় বড় নৌকা বা জাহাজ ভেড়ে। একে অনেক সময় **বন্দরের** সাথে তুলনা করা হয়, যেখানে জলযান হতে মালমাল কিংবা যাত্রী উঠানো ও নামানো হয়। তবে বন্দর সাধারণত এক বা একাধিক **জেটি** নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে।

স্পাড (Spud): স্টিল টিউবউলার পাইল যা জেটিতে রক্ষিত পন্টুনের সামনে পুতে রাখা হয়। যার ফলে জোয়ার-ভাটায় পানির উঠা-নামায় পন্টুন জেটির সাথে লেগে থাকতে পারে এবং বিভিন্ন নৌযানের ধাক্কা থেকে জেটি ও পন্টুনকে রক্ষা করতে পারে।

কী ওয়াল (Quay Wall): যে ওয়াল নিজস্ব অবস্থান বজায় রেখে, মাটি কিংবা অন্য পদার্থের পার্শ্বচাপ প্রতিরোধ করে তাকে কী ওয়াল বলে। কী-ওয়াল সাধারণত মাটি ধরে রাখার কাঠামো যেখানে জাহাজগুলি বার্থ করতে পারে। এগুলি সমুদ্র, হ্রদ বা নদীতে, পোতাশ্রয় বা খালের ভিতরে অবস্থিত হতে পারে।

ইকোপার্ক (Ecopark): ইকোপার্ক হলো 'ইকোলজিকাল পার্ক' (প্রাকৃতিক বাগান) এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এটি এক ধরনের বিনোদনমূলক এলাকা যা কোন প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝে তৈরি করা হয়। সাধরণত: বিনোদনের পাশাপাশি প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়ার জন্যই ইকোপার্কগুলো তৈরি করা হয়। ইকোপার্কগুলো সুন্দর পরিবেশ দেখেই বানানো হয়, যেখানে প্রাকৃতিক পরিবেশের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে। যেমন: বিশেষ প্রজাতির গাছ বা প্রাণী।

প্রথম অধ্যায়
প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা

১.১ প্রকল্পের পটভূমি

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। বাংলাদেশের মোট আয়তনের এক-তৃতীয়াংশ পানি সম্পদ। নদীমাতৃক বাংলাদেশের কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতি নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাওর ও অন্যান্য জলাশয়ের উপর নির্ভরশীল। দেশের অভ্যন্তরে ৪০৫টি নদীসহ ৫৭টি আন্তঃদেশীয় সংযোগ নদী রয়েছে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনসহ প্রাকৃতিক ও মনুষ্য কারণে নদীর নাব্যতা হ্রাস, দখল, দূষণ, এবং অবৈধ কাঠামো নির্মাণের ফলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নদী মানচিত্র থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে। পানি সম্পদের টেকসই উন্নয়ন এবং ও ব্যবস্থাপনার সাথে সাথে সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নদী দখল ও দূষণ রোধে বিশেষ অবদান রাখবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নদ-নদীকে মানবদেহের রক্ত সংবহনতন্ত্রের ধমনীর সাথে তুলনা করে তাকে বাঁধাহীন রেখে অনিবার্য বিপর্যয় থেকে দেশ ও সমাজকে রক্ষার প্রতি জোর তাগিদ দিয়েছেন।

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু এবং শীতলক্ষ্যা নামক ৪ (চার)টি নদী দ্বারা বেষ্টিত। অভ্যন্তরীণ নৌপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের জন্য উক্ত নদীগুলোর তীরে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গী-তে ৩ (তিন) টি অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর রয়েছে। কিন্তু এসব নদীর তীরভূমির বিভিন্ন জায়গা অবৈধ দখলদারদের কবলে রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা ব্যবসা পরিচালনার জন্য আরসিসি কাঠামো নির্মাণ করেছে। ফলে নদীসমূহের প্রশস্ততা এবং নৌ চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় গভীরতা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়াও,, অননুমোদিত ও অপরিকল্পিত স্থাপনা নির্মাণ পানির স্বাভাবিক প্রবাহে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। প্রশাসনিকভাবে তীরভূমির সংরক্ষণ এবং নদী/ নৌপথ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বিআইডব্লিউটিএ পালন করে থাকে। এই প্রেক্ষাপটে বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভূমিতে অবৈধ দখলমুক্ত করে সংরক্ষণ এবং নৌপথ রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে ০৯ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর উচ্ছেদকৃত তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীর রক্ষা, ওয়াকওয়ে এবং জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ৮৪৮৫৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গ্রহণ করা হয়। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি ৮৪৮.৫৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২২ মে ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।

"নদীর জায়গা নদীকে ফিরিয়ে দিতে হবে" মর্মে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে ২য় পর্যায়ে বিআইডব্লিউটিএ উচ্ছেদ কার্যক্রম শুরু হলে উচ্ছেদ পরবর্তী উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়সহ সরকারের অন্যান্য সংস্থা, সাংবাদিক, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং আপামর জনগণের ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রকল্পের বিভিন্ন অংঙ্গের কাজসমূহকে আরও আধুনিক, টেকসই ও যুগোপযোগী করার কারণে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রকল্পটিতে নতুন কিছু অঙ্গ অন্তর্ভূক্তি, কতিপয় অঙ্গের ব্যয় হ্রাস/ বৃদ্ধি এবং প্রকল্পের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পাদন করার লক্ষ্যে ১৮৮৬.১৭৬১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়। সংশোধিত আরডিপিপি'র উপর গত ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে ১ম এবং ১৫ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে ২য় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের একনেক সভায় প্রকল্পটি সংশোধনের প্রস্তাব পাশ করা হয়। পুনর্গঠিত প্রকল্প ব্যয় ১১৮১১০.৩১ লক্ষ টাকা, মেয়াদকাল জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত। অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় হতে প্রস্তাবিত সংশোধিত প্রকল্প ব্যয় ৩৩২.৫৫৩১ কোটি টাকা যা মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে ৩৯.১৯% বেশী।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

সারণি ১.১: প্রকল্প পরিচিতি

প্রকল্পের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

০১.	**প্রকল্পের নাম**	:	বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীর রক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)			
০২.	**উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ**	:	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়			
০৩.	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা**	:	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)			
০৪.	**প্রকল্প এলাকা**	:	**বিভাগ**	**জেলা**	**উপজেলা**	**সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা**
			ঢাকা	ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, ঢাকা মেট্রোপলিটন	কেরানীগঞ্জ, বন্দর, সোনারগাঁও	নারায়ণগঞ্জ সদর, গাজীপুর সদর, টঙ্গি, উত্তরখান, তুরাগ, মোহাম্মদপুর, কামরাঙ্গির চর, কোতোয়ালি, মিরপুর

সূত্র: ডিপিপি, ২০২১

১.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা

উদ্দেশ্য

- বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর অননুমোদিত অবৈধ দখল রোধ করা;
- বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর দখলমুক্ত অংশের সৌন্দর্যবর্ধন করা;
- নদীর উভয় তীরের পরিবেশগত উন্নয়ন সাধন করা;
- নদীর দখলমুক্ত তীরভূমিতে অবকাঠামো নির্মাণ করে ব্যবহার করা;
- নদীর নাব্যতা, গভীরতা ও প্রশস্ততা বৃদ্ধি করা; এবং
- নদীর পানির দূষণ হ্রাস করা।

লক্ষ্যমাত্রা

- বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভূমিতে ৫২.০০ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে (হাঁটার রাস্তা) নির্মাণ করা;
- জনসাধারণের জন্য উচ্ছেদকৃত ৫২.০০ কি.মি. তীরভূমি উন্মুক্তকরণ।
- নদীর নাব্যতা, গভীরতা ও প্রশস্ততা বৃদ্ধির মাধ্যমে নদীর উপযোগিতা বৃদ্ধি করা।
- নদীর দূষিত পানির দূষণ হ্রাস করা।

১.৩ প্রকল্পের অনুমোদন/ সংশোধন/ মেয়াদ বৃদ্ধি

বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীর রক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি ২২ মে ২০১৮ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। অনুরুপভাবে ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ ইং তারিখে প্রকল্পের ডিপিপি-এর ১ম

সংশোধন একনেক সভায় অনুমোদন করা হয়। উক্ত ডিপিপি সংশোধনের ফলে প্রক্কলিত ব্যয় (৮৪৮৫৫.০০– ১১৮১১০.৩১) = ৩৩২৫৫.৩১ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রকল্পের মেয়াদ ১ বৎসর অর্থাৎ জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২ এর পরিবর্তে জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল			প্রকল্প শুরুর তারিখ	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ
ক)	মূল		০১ জুলাই, ২০১৮	৩০ জুন, ২০২২
খ)	সংশোধিত		০১ জুলাই, ২০১৮	৩০ জুন, ২০২৩
ঘ)	সময় বৃদ্ধি (% মূল অনুমোদিত সময়ের তুলনায়)		১২ মাস (২৫% সময় বৃদ্ধি)	

সূত্র: বিআইডব্লিউটিএ, ২০২২

১.৪ অর্থায়নের অবস্থা (মূল/ সংশোধন-এর হ্রাস/ বৃদ্ধির হার)

সারণি ১.২: প্রকল্পের অর্থায়নের অবস্থা

(লক্ষ টাকায়)

প্রকল্পের অর্থায়ন			মূল ব্যয়	সর্বশেষ সংশোধিত	প্রকৃত অর্জন (এপ্রিল ২০২৩)
ক)	**মোট**		৮৪৮৫৫.০০	১১৮১১০.৩১	**৫২০২৮.১৩**
খ)	জিওবি		৮৪৮৫৫.০০	১১৮১১০.৩১	
গ)	নিজস্ব অর্থ		--	--	
ঘ)	অন্যান্য		--	--	
ঙ)	হ্রাস/ বৃদ্ধির পরিমাণ		--	(+) ৩৩২৫৫.৩১	
চ)	হ্রাস/ বৃদ্ধির হার		--	(+) ৩৯.১৯%	

সূত্র: বিআইডব্লিউটিএ, ২০২২

১.৫ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজসমূহ

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহ ও তার পরিমাণ নিম্নরূপ:

- নদীর ভরাটকৃত মাটি খনন ও অপসারণ-১৮২১০০০ ঘন মিটার;
- নদীর উঁচু তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ-৩৩.৮৫ কিলোমিটার;
- নদীর তীরভূমিতে কলামের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ-১৭.৭৫ কিলোমিটার;
- আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ- ৮০টি;
- কি ওয়াল নির্মাণ ১০.০৪ কিলোমিটার;
- বসার বেঞ্চ নির্মাণ-২৯১টি;
- সীমানা প্রাচীর নির্মাণ-৮৫০ মিটার;
- ঘাট নির্মাণ-৪টি
- ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন নির্মাণ-৩৫.৩৫ কিলোমিটার;
- Boulder Protection for Scour-২.৬৫ কিলোমিটার;
- পার্কিং ইয়ার্ড নির্মাণ-২১০০ বর্গ মিটার;
- পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা-৩.৫ কিলোমিটার;
- ১৪টি জেটি ও ২৮টি স্পাড নির্মাণ;
- সীমানা পিলার নির্মাণ-৭৫৬২ টি;
- মটরযান ক্রয়-১টি;
- ইকো-পার্ক নির্মাণ-৩টি।

১.৬ অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা

সারণি ১.৩: প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অঙ্গের বিবরণ	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্জন জুন ২০২২		২০২২-২০২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা		২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)
ক	**রাজস্ব উপাদান**							
১.	মূল বেতন (কর্মকর্তা)	৭৪.৪৫	২৪.১৮	-	১০.২২	-	৫.৩২	-
২.	মূল বেতন (কর্মচারি)	২৬.৮৪	২২.৮০	-	৪.০৪	-	৪.০৪	-
৩.	বাসা ভাড়া বরাদ্দ	৫৬.৩৯	২৭.৯৩	-	৮.৩৫	-	৫.৫৫	-
৪.	উৎসব ভাতা	১৮.৫৭	৯.৩৯	-	৩.৩০	-	২.০৯	-
৫.	স্বাস্থ্য ভাতা	৮.০০	৫.৩৬	-	১.৬৫	-	১.০৬	-
৬.	দৈনিক/ জীবিকা ভাতা	১০.০০	০০.৩২	-	০০.০০	-	০০.০০	-
৭.	শিক্ষা ভাতা	৬.৭০	০০.০০	-	০০.০০	-	০০.০০	-
৮.	ওভারটাইম ভাতা	৩.০০	০০.০০	-	০০.০০	-	০০.০০	-
৯.	অফিস বিল্ডিং এর ভাড়া	১৫.০০	০০.০০	-	৬.২৬	-	৬.২৬	-
১০.	ডাক	১.০০	০০.০০	-	০০.০০	-	০০.০০	-
১১.	টেলিফোন	১.০০	০০.০০	-	০০.০০	-	০০.০০	-
১২.	গ্যাস ও জ্বালানি	৩০.০০	৭.৯৪	-	৪.৮৫	-	৩.০২	-
১৩.	পেট্রোল, তেল এবং লুব্রিকেন্ট	১০.০০	১.৮৯	-	১.০০	-	০০.৭৪	-
১৪.	প্রিন্টিং, বাইন্ডিং এবং পাবলিকেশন	১০.০০	৩.০৩	-	১.০০	-	০০.১৮	-
১৫.	স্টাম্প এবং সিল	১০.০০	৩.৫৪	-	১.৫০	-	০০.৪৬	-
১৬.	অডিও, ভিডিও/ ফিল্ম প্রোডাকশন	১০.০০	০০.০০	-	৫.০০	-	০০.০০	-
১৭.	বিজ্ঞাপন খরচ	৪০.০০	১৯.৯৭	-	১২.০০	-	১১.৯৫	-
১৮.	ঘরোয়া প্রশিক্ষণ	২৫.০০	০০.০০	-	২৫.০০	-	০০.০০	-
১৯.	সেমিনার/ সভা খরচ	২৮.০০	০০.০০	-	২৮.০০	-	০০.০০	-
২০.	পরামর্শ	৫৯০.৯৩	৪১৬.০৫	-	১২৭.০০	-	১১১.১০	-
২১.	সম্মানি ভাতা	৮.০০	৭.৯৩	-	০০.০০	-	০০.০০	-
২২.	জরিপ	৭০.০০	৪৭.৪২	-	১১.১৯	-	০০.৯৭	-
২৩.	ভাড়ার মূল্য	৪৮.০০	২১.৩৯	-	১২.০০	-	৮.৫৯	-
২৪.	মোটরযান	৪.৫০	১.৯৮	-	১.৫০	-	০০.৩৪	-
২৫.	বিশেষ অপারেশন (উচ্ছেদসহ অন্যান্য উপাদান)	২০০.০০	৯৯.৯৬	-	২৯.৬৪	-	২৪.৭৪	-
	উপ-মোট- ক, টাকা=	**১৩০৫.৩৮**	**৭২১.০৯**	-	**২৫৩.০০**	-	**১৮৬.৪২**	**-**
খ	**মূলধনি কাজ:**							
২৬.	মোটরযান (১টি ডাবল কেবিন পিকআপ)	৪৬.৫০	৪৬.৫০	১০০%	০০.০০		০০.০০	-
২৭.	জলযান (পল্টুন)	৬০০.০০	৫৪৬.৭২	১০০%	০০.০০		০০.০০	-
২৮.	লং বুম এক্সকাভেটর	১৫০০.০০	১৪০১.১৯	১০০%	০০.০০	-	০০.০০	-
২৯.	কম্পিউটার এবং যন্ত্রপাতি (২টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ২টি	৬.০০	৫.৯৯	১০০%	০০.০০	-	০০.০০	-

ক্রমিক নং	অঙ্গের বিবরণ	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্জন জুন ২০২২		২০২২-২০২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা		২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)
	ল্যাপটপ, ০১ টি স্কানার, ০১ টি প্রিন্টার, ০১ টি ফটোকপিয়ার এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি)							
৩০.	প্রকৌশল এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি	৮.০০	৪.৯৯	৬৫%	৩.০০	-	০০.০০	-
৩১.	আসবাবপত্র	১২.০০	৪.৫১	৫০%	৭.৪৯	-	৪.৯৯	-
৩২.	অনাবাসিক বিল্ডিং নির্মাণ এবং সাধারণ কাজ	১১২৩৮৪.৭৪	২৫৫৪৯.১৩	৪০%	২৪১৯১.০১	২৫%	২৩৪৯২.৩২	১৯%
	উপ-মোট (মূলধন):	**১১৪৫.৫৭.২৪**	**২৭৫৫৯.০৩**	**-**	**২৪২০১.৫০**	-	**২৩৪৯৭.৩০**	-
৩৩.	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি (১%)	১১২৩.৮৫	-	-	-	-	-	-
৩৪.	প্রাইস কন্টিনজেন্সি (১%)	১১২৩.৮৪	-	-	-	-	-	-
	সর্বমোট:	**১১৮১১০.৩১**	**২৮২৮০.১২**	**৪০%**	**২৪৪৫৪.৫০**	**২৫%**	**২৩৬৮৩.৭২**	**১৯%**

সূত্র: বিআইডব্লিউটিএ, ২০২৩

১.৭ প্রকল্পের সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনা

সারণি ১. ৪: প্রকল্পের সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	: নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।	
সংস্থা	: বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)	
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	: বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)	৫২০৫
প্রকল্প/ কার্যক্রমের নাম ও কোড	: বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীররক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক কাঠামো নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)	২২৪২৪৫৭০০

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট :	১১৮১১০.৩১
জিওবি :	১১৮১১০.৩১
নিজস্ব অর্থ :	-----

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিএপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস		প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
									দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭		৮	১০	১১	১২
পণ্য-১	০১ (এক) টি ডাবল কেবিন পিক আপ ক্রয়	টি	০১	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (ওটিএম)	সংস্থা প্রধান	জিওবি		৪৬.৫০	ডিসেম্বর ২০১৮	ফেব্রুয়ারি ২০১৯	মার্চ ২০১৯
পণ্য -২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও স্থাপন। (২টি কম্পিউটার, ২টি ল্যাপটপ, ২টি স্কানার, ০১টি প্রিন্টার, ০১টি ফটোকপিয়ার, ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি	সেট	থোক	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (ওটিএম)	প্রকল্প পরিচালক			৬.০০	ফেব্রুয়ারি ২০১৯	এপ্রিল ২০১৯	মে ২০১৯
পণ্য -৩	০১টি টোটাল স্টেশন, ০১টি লেভেল মেশিন ও অন্যান্য জরিপ	সেট	থোক	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক			৮.০০	ফেব্রুয়ারি ২০১৯	এপ্রিল ২০১৯	মে ২০১৯

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিএপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস		প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
									দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭		৮	১০	১১	১২
	যন্ত্রপাতি ক্রয়। (একাধিক লট)										
পণ্য -৪	আসবাব পত্র ক্রয় (একাধিক লট)	থোক	থোক	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক			১২.০০	এপ্রিল ২০১৯	মে ২০১৯	জুলাই ২০১৯
পণ্য -৫	০৬টি লংবুম এক্সকাভেটর ক্রয়	টি	০৯	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	সংস্থা প্রধান			১৫০০.০০	জানুয়ারি ২০১৯	এপ্রিল ২০১৯	অক্টোবর ২০১৯
পণ্য -৬	লংবুম এক্সকাভেটর এর জন্য ০৬টি পল্টুন সরবরাহ ও স্থাপন।	টি	০৬	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	সংস্থা প্রধান			৬০০.০০	নভেম্বর ২০১৯	মার্চ ২০২০	সেপ্টেম্বর ২০২০
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য, টাকা=								**২১৭২.৫০**			

সূত্র: ডিপিপি, ২০২১

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	: নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।	
সংস্থা	: বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)	
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	: বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)	৫২০৫
প্রকল্প/ কার্যক্রমের নাম ও কোড	: বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীররক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক কাঠামো নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)	২২৪২৪৫৭০০

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট :	১১৮১১০.৩১
জিওবি :	১১৮১১০.৩১
নিজস্ব অর্থ :	-----

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
পূর্ত কাজ-১	তুরাগ নদীর রামচন্দ্রপুর হতে বসিলা পর্যন্ত অংশের ভরাটকৃত মাটি খনন, নদীর তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ, কলামের উপর ওয়াকওয়ে, আরসিসি সিড়ি, কি ওয়াল ও ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন, Boulder Protection for scour, পায়ে হাঁটার সেতু, রেলিং, বসার বেঞ্চ, সীমানা প্রাচীর, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ, বনায়নসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ কাজ (একাধিক লট)।	ঘনমিটার, মিটার, টি	ক) নদীর অভ্যন্তরের অননুমোদিত ভরাটকৃত মাটি খনন-৫৫২০০ঘনমিটার খ) নদীর তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ-১০০০মিটার গ) নদীর তীরভূমিতে কলামের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ-২৫৫০মিটার ঘ) আরসিসি সিড়ি-০৬টি ঙ) কি ওয়াল নির্মাণ-১০০০মিটার চ) ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন নির্মাণ-১০০০মিটার ছ) Boulder Protection for scour-১০০০মিটার	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	নৌপম	জিওবি	৬৪৮৯.৪৯	প্রযোজ্য নয়	এপ্রিল-২০১৯	আগস্ট-২০১৯	মার্চ-২০২১

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
			জ) পায়ে হাঁটার সেতু নির্মাণ-৯০মিটার ঝ) রেলিং নির্মাণ-৭০০০মিটার ঞ)বসার বেঞ্চ নির্মাণ-৩১টি ট) সীমানা প্রাচীর নির্মাণ-২০০মিটার ঠ) পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ-৩০০মিটার							
পূর্ত কাজ-২	তুরাগ নদীর রামচন্দ্রপুর হতে বসিলা পর্যন্ত অংশের ভরাটকৃত মাটি খনন কাজ।	ঘনমিটার	ক) নদীর অভ্যন্তরের অননুমোদিত ভরাটকৃত মাটি খনন-১৮০০০০ঘনমিটার	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫০০.৪০	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর-২০২০	ডিসেম্বর-২০২০	মার্চ-২০২১
পূর্ত কাজ-৩	বুড়িগঙ্গা নদীর বসিলা হতে কামরাঙ্গীরচর পর্যন্ত অংশের ভরাটকৃত মাটি খনন, নদীর তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ, নদীর তীরভূমিতে কলামের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ, তীররক্ষা কাজ, আরসিসি সিড়ি, কি ওয়াল নির্মাণ, ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন, রেলিং, বসার বেঞ্চ, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, বনায়নসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ কাজ ।	ঘনমিটার, মিটার, টি	ক) নদীর অভ্যন্তরের অননুমোদিত ভরাটকৃত মাটি খনন-১১০৮০০ঘনমিটার খ) নদীর তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ-৪৫০০মিটার গ)নদীর তীরভূমিতে কলামের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ-৪৫০মিটার ঘ) তীর রক্ষা কাজ-৩০০০ মিটার ঙ) আরসিসি সিড়ি-০৫টি চ) কি ওয়াল নির্মাণ-১৫০০ মিটার ছ) ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন নির্মাণ-৪৯৫০মিটার	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	নৌপম	জিওবি	৭৮৮৭.৩৯	প্রযোজ্য নয়	ডিসেম্বর-২০২০	ফেব্রুয়ারি-২০২১	মে-২০২৩

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
			জ) রেলিং নির্মাণ-৯৭৯৮ মিটার ঝ) বসার বেঞ্চ নির্মাণ-৩৫টি ঞ) পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ-৫০৫ মিটার								
পূর্ত কাজ-৪	কামরাঙ্গীরচর হতে খোলামোড়া ঘাট পর্যন্ত ০১ কিঃমিটার এলাকায় ভরাটকৃত মাটি খনন, নদীর তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ, কি ওয়াল, ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন, Boulder Protection for scour, রেলিং নির্মাণ কাজসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ কাজ (একাধিক লট)	ঘনমিটার, মিটার, টি	ক) নদীর অভ্যন্তরের অননুমোদিত ভরাটকৃত মাটি খনন-৮২৫০০ ঘনমিটার খ) নদীর তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ-১০০০ মিটার গ) আরসিসি সিড়ি-০৩টি ঘ) কি ওয়াল নির্মাণ-১০০০ মিটার ঙ) ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন নির্মাণ-১০০০ মিটার চ) Boulder Protection for scour-৫০০ মিটার ছ) রেলিং নির্মাণ-২০০০ মিটার	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	বোর্ড অব ডাইরেক্টরস	জিওবি	২৯৪০.১৩	প্রযোজ্য নয়	নভেম্বর - ২০২০	জানুয়ারি-২০২১	মে -২০২২
পূর্ত কাজ-৫	তুরাগ নদীর আমিন বাজার ব্রিজ হতে ইস্টার্ন হাউজিং(ঢাকা প্রান্ত) পর্যন্ত অংশের ভরাটকৃত মাটি খনন, নদীর তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ, কলামের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ,	ঘনমিটার, মিটার, টি	ক) নদীর অভ্যন্তরের অননুমোদিত ভরাটকৃত মাটি খনন-২৭৬০০০ ঘনমিটার খ) নদীর তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ-৩২৫০মিটার	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	নৌপম	জিওবি	৬৯৪৬.৭০	প্রযোজ্য নয়	ফেব্রুয়ারি-২০২১	মে- ২০২১	জুন-২০২৩

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	তীররক্ষা কাজ, আরসিসি সিড়ি, কি ওয়াল, ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন, রেলিং নির্মাণ, বসার বেঞ্চ, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, বনায়নসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ কাজ (একাধিক লট)।		গ)নদীর তীরভূমিতে কলামের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ-২০০০০ মিটার ঘ) তীররক্ষা কাজ-৩০০০ মিটার ঙ) আরসিসি সিড়ি-০৩টি চ)কি ওয়াল নির্মাণ-২৫০ মিটার ছ) ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন নির্মাণ-৩২৫০ মিটার জ) রেলিং নির্মাণ-১০৩৯০ মিটার ঝ) বসার বেঞ্চ নির্মাণ-২০টি ঞ) পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ-১৫০ মিটার							
পূর্ত কাজ-৬	তুরাগ নদীর আমিন বাজার ব্রিজ হতে ইস্টার্ন হাউজিং(সাভার প্রান্ত) পর্যন্ত অংশের ভরাটকৃত মাটি খনন, নদীর তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ, কলামের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ, তীররক্ষা কাজ, আরসিসি সিড়ি, কি ওয়াল নির্মাণ, ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন, রেলিং নির্মাণ, বসার বেঞ্চ, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ, বনায়নসহ অন্যান্য	ঘনমিটার, মিটার, টি	ক) নদীর অভ্যন্তরের অননুমোদিত ভরাটকৃত মাটি খনন-৮৩৭৫০ ঘনমিটার খ) নদীর তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ-১৫৯০ মিটার গ)নদীর তীরভূমিতে কলামের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ-৭২৫মিটার ঘ) তীর রক্ষা কাজ-১০০০ মিটার ঙ) আরসিসি সিড়ি-০২টি চ)কি ওয়াল নির্মাণ-৫৯০ মিটার	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	নৌপম	জিওবি	৩৬৬৬.১৭	প্রযোজ্য নয়	ফেব্রুয়ারি-২০২১	মে- ২০২১	ডিসেম্বর-২০২২

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ কাজ (একাধিক লট)।		ছ) ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন নির্মাণ-১৫৯০ মিটার জ) রেলিং নির্মাণ-৪৬০০ মিটার ঝ) বসার বেঞ্চ নির্মাণ-০৫টি ঞ) পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ-১৫০ মিটার								
পূর্ত কাজ-৭	বুড়িগঙ্গা নদীর সদরঘাট টার্মিনাল হতে বাবুবাজার ব্রিজ পর্যন্ত অংশের ভরাটকৃত মাটি খনন, ওয়াকওয়ে নির্মাণ, আরসিসি সিড়ি, কি ওয়াল নির্মাণ, ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন, রেলিং, বসার বেঞ্চ, সীমানা প্রাচীর, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ, বনায়নসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ কাজ (একাধিক লট)।	ঘনমিটার, মিটার, টি	ক) নদীর অভ্যন্তরের অননুমোদিত ভরাটকৃত মাটি খনন-৫০০০০ ঘনমিটার খ) নদীর তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ-৯৫০ মিটার গ) আরসিসি সিড়ি-০৭টি ঘ) কি ওয়াল নির্মাণ-৯৫০ মিটার ঙ) ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন নির্মাণ-৯৫০ মিটার চ) রেলিং নির্মাণ-১৮০০ মিটার ছ) বসার বেঞ্চ নির্মাণ-৪০টি জ) সীমানা প্রাচীর নির্মাণ-১০০ মিটার ঝ) পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ-২০০ মিটার	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস	জিওবি	২৮৪০.৭৫	প্রযোজ্য নয়	ফেব্রুয়ারি-২০২১	এপ্রিল- ২০২১	মে - ২০২৩

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
পূর্ত কাজ-৮	বুড়িগঙ্গা নদীর ফতুল্লা হতে ধর্মগঞ্জ পর্যন্ত অংশের ভরাটকৃত মাটি খনন, ওয়াকওয়ে নির্মাণ, কলামের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ, তীররক্ষা কাজ, আরসিসি সিড়ি, কি ওয়াল নির্মাণ, ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন, Boulder Protection for scour, রেলিং, বসার বেঞ্চ, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ, বনায়নসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ কাজ (একাধিক লট)।	ঘনমিটার, মিটার, টি	ক) নদীর অভ্যন্তরের অননুমোদিত ভরাটকৃত মাটি খনন-৬০০০০ ঘনমিটার খ) নদীর তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ-২২৫০ মিটার গ)নদীর তীরভূমিতে কলামের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ-৩০০মিটার ঘ) তীর রক্ষা কাজ-১৭৫০ মিটার ঙ) আরসিসি সিড়ি-১০টি চ)কি ওয়াল নির্মাণ-৫০০ মিটার ছ) ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন নির্মাণ-২৫৫০মিটার জ) Boulder Protection for scour-৫০০মিটার ঝ) রেলিং নির্মাণ-৫১০০ মিটার ঞ)বসার বেঞ্চ নির্মাণ-১৫টি ট) পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ-২৫০ মিটার	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	নৌপম	জিওবি	৪১১৭.৩৯	প্রযোজ্য নয়	ডিসেম্বর ২০২০	ফেব্রুয়ারি-২০২১	ডিসেম্বর - ২০২২
পূর্ত কাজ-৯	শীতলক্ষ্যা নদীর ডিইপিটিসি এলাকা (নেভী ডকইয়ার্ড হতে হাজীগঞ্জ গুদারাঘাট) পর্যন্ত অংশের ভরাটকৃত মাটি খনন, ওয়াকওয়ে নির্মাণ, কলামের উপর	ঘনমিটার, মিটার, টি	ক) নদীর অভ্যন্তরের অননুমোদিত ভরাটকৃত মাটি খনন-১০০০০০ ঘনমিটার খ) নদীর তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ-২২৫০ মিটার	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	নৌপম	জিওবি	৪০২৯.৭০	প্রযোজ্য নয়	ডিসেম্বর-২০২০	ফেব্রুয়ারি-২০২১	ডিসেম্বর-২০২২

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	ওয়াকওয়ে, তীররক্ষা কাজ, আরসিসি সিড়ি, কি ওয়াল নির্মাণ, ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন, রেলিং, পায়ে হাঁটার সেতু, বসার বেঞ্চ, সীমানা প্রাচীর, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ, বনায়নসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ কাজ (একাধিক লট)।		গ)নদীর তীরভূমিতে কলামের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ-২৫০মিটার ঘ) তীর রক্ষা কাজ-১৭৫০ মিটার ঙ) আরসিসি সিড়ি-০৬টি চ)কি ওয়াল নির্মাণ-৫০০ মিটার ছ) ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন নির্মাণ-২২৫০ মিটার জ) পায়ে হাঁটার সেতু নির্মাণ-৩০ মিটার ঝ) রেলিং নির্মাণ-৫০০০ মিটার ঞ)বসার বেঞ্চ নির্মাণ-২৫টি ট)সীমানা প্রাচীর নির্মাণ-৫৫০ মিটার ঠ)পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ-৩০০ মিটার							
পূর্ত কাজ-১০	শীতলক্ষ্যা নদীর নারায়ণগঞ্জ সাইলো হতে গোদনাইল পর্যন্ত তীরভূমিতে ভরাটকৃত মাটি খনন, ওয়াকওয়ে নির্মাণ, কলামের উপর ওয়াকওয়ে, তীররক্ষা কাজ, আরসিসি সিড়ি, কি ওয়াল নির্মাণ, ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন, Boulder Protection for scour,	ঘনমিটার, মিটার, টি	ক) নদীর অভ্যন্তরের অননুমোদিত ভরাটকৃত মাটি খনন-৫৫০০০ ঘনমিটার খ) নদীর তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ-২৫০০মিটার গ)নদীর তীরভূমিতে কলামের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ-২০০০ মিটার	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	নৌপম	জিওবি	৬৯৯৮.৫২	প্রযোজ্য নয়	ডিসেম্বর-২০২০	ফেব্রুয়ারি-২০২১	ডিসেম্বর-২০২২

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	পায়ে হাঁটার সেতু, রেলিং, বসার বেঞ্চ, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ, বনায়ন, বৈদ্যুতিক কাজসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ কাজ (একাধিক লট)।		ঘ) তীর রক্ষা কাজ-১৫০০ মিটার ঙ) আরসিসি সিড়ি-০৬টি চ)কি ওয়াল নির্মাণ-১০০০ মিটার ছ) ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন নির্মাণ-২৫০০মিটার জ) Boulder Protection for scour-৫০০ মিটার ঝ) পায়ে হাঁটার সেতু নির্মাণ-৩০ মিটার ঞ) রেলিং নির্মাণ-৮৯০০ মিটার ট) বসার বেঞ্চ নির্মাণ-১০টি ঠ)পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ-২০০ মিটার								
পূর্ত কাজ-১১	শীতলক্ষ্যা নদীর নারায়ণগঞ্জ গোদনাইল হতে কুমুদিনী পর্যন্ত অংশের ভরাটকৃত মাটি খনন, নদীর তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ, কলামের উপর ওয়াকওয়ে, তীররক্ষা কাজ, আরসিসি সিড়ি, ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন, পায়ে হাঁটার সেতু, রেলিং, বসার বেঞ্চ, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ, বনায়নসহ অন্যান্য		ক) নদীর অভ্যন্তরের অননুমোদিত ভরাটকৃত মাটি খনন-৪৫০০০ ঘনমিটার খ) নদীর তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ-৩০০০ মিটার গ)নদীর তীরভূমিতে কলামের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ-৮৩০ মিটার ঘ) তীররক্ষা কাজ-৩০০০ মিটার ঙ) আরসিসি সিড়ি-০৪টি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	নৌপম	জিওবি	৪৩৮৮.৮৬	প্রযোজ্য নয়	নভেম্বর-২০২০	ফেব্রুয়ারি-২০২১	ডিসেম্বর-২০২২

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ কাজ (একাধিক লট)।		চ) ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন নির্মাণ-৩০০০ মিটার ছ) পায়ে হাঁটার সেতু-৩০ মিটার জ) রেলিং নির্মাণ-৭৬০০ মিটার ঝ) বসার বেঞ্চ নির্মাণ-১০টি ঞ) পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ-১০০ মিটার								
পূর্ত কাজ-১২	শীতলক্ষ্যা নদীর নিতাইগঞ্জ খাল ঘাট হতে প্রিমিয়ার সিমেন্ট পর্যন্ত অংশের তীরভূমিতে ভরাটকৃত মাটি খনন, ওয়াকওয়ে নির্মাণ, কলামের উপর ওয়াকওয়ে, তীররক্ষা কাজ ,আরসিসি সিড়ি, ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন, পায়ে হাঁটার সেতু, রেলিং, বসার বেঞ্চ, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ, বনায়নসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ কাজ (একাধিক লট)।	ঘনমিটার, মিটার, টি	ক) নদীর অভ্যন্তরের অননুমোদিত ভরাটকৃত মাটি খনন-২৪৬০০০ ঘনমিটার খ) নদীর তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ-৩০০০ মিটার গ) তীর রক্ষা কাজ-৩০০০ মিটার ঘ) আরসিসি সিড়ি-০৫টি ঙ) ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন নির্মাণ-৩০০০ মিটার চ) পায়ে হাঁটার সেতু-১০০ মিটার ছ) রেলিং নির্মাণ-৬০০০মিটার জ) বসার বেঞ্চ নির্মাণ-২০টি ঝ) পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ-২০০ মিটার	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	নৌপম	জিওবি	৪১৯৫.২২	প্রযোজ্য নয়	নভেম্বর-২০২০	জানুয়ারি-২০২১	ডিসেম্বর-২০২২

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
পূর্ত কাজ-১৩	শীতলক্ষ্যা নদীর কাঁচপুর ও সুলতানা কামাল সেতু এলাকা অংশের তীরভূমিতে ভরাটকৃত মাটি খনন, নদীর তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ, কলামের উপর ওয়াকওয়ে, তীররক্ষা কাজ, আরসিসি সিড়ি, কি ওয়াল নির্মাণ, ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন, Boulder Protection for scour, পায়ে হাঁটার সেতু, রেলিং, বসার বেঞ্চ, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ, বনায়নসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ কাজ (একাধিক লট)।	ঘনমিটার, মিটার, টি	ক) নদীর অভ্যন্তরের অননুমোদিত ভরাটকৃত মাটি খনন-৮০০০০ ঘনমিটার খ) নদীর তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ-১৫০০ মিটার গ)নদীর তীরভূমিতে কলামের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ-১৫০০ মিটার ঘ) তীররক্ষা কাজ-১০০০ মিটার ঙ) আরসিসি সিড়ি-০৫টি চ)কি ওয়াল নির্মাণ-৫০০ মিটার ছ) ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন নির্মাণ-১৫০০মিটার জ) Boulder Protection for scour- ১৫০ মিটার ঝ) পায়ে হাঁটার সেতু -৩০ মিটার ঞ)রেলিং নির্মাণ-৬০০০ মিটার ট) বসার বেঞ্চ নির্মাণ-২০টি ঠ)পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ-২৭৫ মিটার	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	নৌপম	জিওবি	৪৬৩০.৭৪	প্রযোজ্য নয়	ডিসেম্বর-২০২০	ফেব্রুয়ারি-২০২১	জানুয়ারি-২০২৩
পূর্ত কাজ-১৪	তুরাগ নদীর ঢাকা প্রান্তে বাতুলিয়া হতে উজানপুর পর্যন্ত অংশের তীরভূমিতে ভরাটকৃত মাটি খনন, নদীর	ঘনমিটার, মিটার, টি	ক) নদীর অভ্যন্তরের অননুমোদিত ভরাটকৃত মাটি খনন-৭৫০০০ ঘনমিটার	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	নৌপম	জিওবি	৪৮৩২.৪১	প্রযোজ্য নয়	ডিসেম্বর-২০২০	ফেব্রুয়ারি-২০২১	ডিসেম্বর-২০২২

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ, কলামের উপর ওয়াকওয়ে, তীররক্ষা কাজ, আরসিসি সিড়ি, কি ওয়াল নির্মাণ, ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন, রেলিং, বসার বেঞ্চ, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ, বনায়নসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ কাজ (একাধিক লট)।		খ) নদীর তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ-১০০০মিটার গ) নদীর তীরভূমিতে কলামের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ-২৭২৫ মিটার ঘ) তীররক্ষা কাজ-৮৬৭ মিটার ঙ) আরসিসি সিড়ি-০৩টি চ) কি ওয়াল নির্মাণ-১৩৩ মিটার ছ) ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন নির্মাণ-১০০০ মিটার জ) রেলিং নির্মাণ-৭৪৫০মিটার ঝ) বসার বেঞ্চ নির্মাণ-১০টি ঞ) পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ-২০০মিটার								
পূর্ত কাজ-১৫	তুরাগ নদীর গাজীপুর প্রান্তে পাগার মৌজা হতে হারাবাইদ পর্যন্ত অংশের তীরভূমিতে ভরাটকৃত মাটি খনন, নদীর তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ, কলামের উপর ওয়াকওয়ে, তীররক্ষা কাজ, আরসিসি সিড়ি, ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন, পায়ে হাঁটার সেতু, রেলিং, বসার বেঞ্চ, পানি নিষ্কাশন	ঘনমিটার, মিটার, টি	ক) নদীর অভ্যন্তরের অননুমোদিত ভরাটকৃত মাটি খনন-১০৮০০০ ঘনমিটার খ) নদীর তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ-২০৬৮ মিটার গ)নদীর তীরভূমিতে কলামের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ-১০০০ মিটার ঘ) তীররক্ষা কাজ-২০৬৮ মিটার	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	নৌপম	জিওবি	৩৯১৩.৭৭	প্রযোজ্য নয়	ডিসেম্বর-২০২০	ফেব্রুয়ারি-২০২১	জুন- ২০২২

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	ব্যবস্থা নির্মাণ, বনায়নসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ কাজ (একাধিক লট)।		ঙ) আরসিসি সিড়ি-০৫টি চ) ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন নির্মাণ-২৫৬৮মিটার ছ) পায়ে হাঁটার সেতু - ৩০ মিটার জ) রেলিং নির্মাণ-৬১৩৬ মিটার ঝ) বসার বেঞ্চ নির্মাণ-১০টি ঞ) পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ-১৫০ মিটার								
পূর্ত কাজ-১৬	তুরাগ নদীর ঢাকা প্রান্তে আশুলিয়া হতে কামারপাড়া পর্যন্ত অংশের তীরভূমিতে ভরাটকৃত মাটি খনন, নদীর তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ, কলামের উপর ওয়াকওয়ে, তীররক্ষা কাজ, আরসিসি সিড়ি, কি ওয়াল নির্মাণ, ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন, রেলিং, বসার বেঞ্চ, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ, বনায়নসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ কাজ (একাধিক লট)।	ঘনমিটার, মিটার, টি	ক) নদীর অভ্যন্তরের অননুমোদিত ভরাটকৃত মাটি খনন-১২৩৭৫০ ঘনমিটার খ) নদীর তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ-২০০০মিটার গ)নদীর তীরভূমিতে কলামের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ-১৫০০মিটার ঘ) তীররক্ষা কাজ-১৫০০মিটার ঙ) আরসিসি সিড়ি-০৫টি চ)কি ওয়াল নির্মাণ-৫০০মিটার ছ) ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন নির্মাণ-১৫০০মিটার জ) রেলিং নির্মাণ-৭০০০মিটার ঝ) বসার বেঞ্চ নির্মাণ-২০টি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	নৌপম	জিওবি	৫১০৭.২৬	প্রযোজ্য নয়	ডিসেম্বর-২০২০	ফেব্রুয়ারি-২০২১	ডিসেম্বর-২০২২

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
			ঞ) পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ-২৫০মিটার								
পূর্ত কাজ-১৭	তুরাগ নদীর গাজীপুর প্রান্তে আশুলিয়া হতে কামারপাড়া পর্যন্ত অংশের তীরভূমিতে ভরাটকৃত মাটি খনন, নদীর তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ, কলামের উপর ওয়াকওয়ে, তীররক্ষা কাজ, আরসিসি সিড়ি, কি ওয়াল নির্মাণ, ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন, পায়ে হাঁটার সেতু, রেলিং, বসার বেঞ্চ, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ, বনায়নসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ কাজ (একাধিক লট)।	ঘনমিটার, মিটার, টি	ক) নদীর অভ্যন্তরে অননুমোদিত ভরাটকৃত মাটি খনন-৯০০০০ঘনমিটার খ) নদীর তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ-২০০০মিটার গ)নদীর তীরভূমিতে কলামের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ-১৯২০মিটার ঘ) তীর রক্ষা কাজ-১২৫০মিটার ঙ) আরসিসি সিড়ি-০৫টি চ)কি ওয়াল নির্মাণ-৫০০মিটার ছ) ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন নির্মাণ-২৭৫০মিটার জ) পায়ে হাঁটার সেতু - ৫৫ মিটার ঝ) রেলিং নির্মাণ-৭৭৫০ মিটার ঞ)বসার বেঞ্চ নির্মাণ-২০টি ট) পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ-২৭০ মিটার	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	নৌপম	জিওবি	৫৫৭৯.৬০	প্রযোজ্য নয়	ডিসেম্বর-২০২০	ফেব্রুয়ারি-২০২১	ডিসেম্বর-২০২২
পূর্ত কাজ-১৮	ঢাকা , টঙ্গী ও নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দরের নদীর তীরভূমিতে	টি	ঢাকা , টঙ্গী ও নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দরের নদীর তীরভূমিতে	LTM	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩৭.৭৯	প্রযোজ্য নয়	ফেব্রুয়ারি-২০২০	মার্চ- ২০২১	জুন- ২০২২

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	জনসচেতনতামূলক সাইনবোর্ড স্থাপন কাজ। (একাধিক লট)		জনসচেতনতামূলক সাইনবোর্ড স্থাপন কাজ-৭৬টি								
পূর্ত কাজ-১৮(ক)	রায়েরবাজার খাল হতে কামরাঙ্গীরচর পর্যন্ত অংশের শেখ জামাল স্কুল হতে খোলামোড়া গুদারাঘাট পর্যন্ত এলাকায় ০৪ (চার) টি সাইনবোর্ড স্থাপন কাজ।	টি	ঢাকা , টঙ্গী ও নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দরের নদীর তীরভূমিতে জনসচেতনতামূলক সাইনবোর্ড স্থাপন কাজ-০৪টি	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.২৫	প্রযোজ্য নয়	মার্চ- ২০১৯	মার্চ- ২০১৯	মার্চ- ২০১৯
পূর্ত কাজ-১৮(খ)	টঙ্গী এলাকায় ১০টি সাইনবোর্ড স্থাপন কাজ।	টি	ঢাকা , টঙ্গী ও নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দরের নদীর তীরভূমিতে জনসচেতনতামূলক সাইনবোর্ড স্থাপন কাজ-১০টি	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.৬২	প্রযোজ্য নয়	জুন- ২০১৯	জুন- ২০১৯	জুন- ২০১৯
পূর্ত কাজ-১৮(গ)	প্রকল্পের বিভিন্ন এলাকায় ১০টি সাইনবোর্ড স্থাপন কজ	টি	ঢাকা , টঙ্গী ও নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দরের নদীর তীরভূমিতে জনসচেতনতামূলক সাইনবোর্ড স্থাপন কাজ-১০টি	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.৬২	প্রযোজ্য নয়	জুন- ২০১৯	জুন- ২০১৯	জুন- ২০১৯
পূর্ত কাজ-১৯	তুরাগ নদীর আশুলিয়া হতে সিন্নিরটেকের মধ্যবর্তী অংশ / টঙ্গী নদী বন্দর, ঢাকা উদ্যান সিটির নিকটে/কাটাসুর এলাকা এবং নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দর এলাকা্র কাঁচপুর ল্যান্ডিং স্টেশন/ঋষি পল্লী/মদনগঞ্জ	বর্গমিটার	ক) ঢাকা উদ্যান সিটির নিকটে/কাটাসুর এলাকা-১০৪২ বর্গমিটার খ) টঙ্গী নদী বন্দর এলাকা-৫৫০০ বর্গমিটার গ) কাঁচপুর ল্যান্ডিং স্টেশন/ঋষি পল্লী/মদনগঞ্জ এলাকা- ২৫০০ বর্গমিটার	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৯৩৭.৩৭	প্রযোজ্য নয়	নভেম্বর-২০২০	ফেব্রুয়ারি-২০২১	জুন-২০২৩

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	এলাকা ০৩ টি ইকোপার্ক স্থাপন। (বিভিন্ন লটে)										
পূর্ত কাজ-২০	বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর বিভিন্ন অংশে জেটি নির্মাণসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক আবকাঠামো নির্মাণ। (ঢাকা ও টঙ্গী নদী বন্দর অংশে)	ঘনমিটার, টি্ বর্গমিটার,	ক) ভারী যানবাহনের জন্য জেটি নির্মাণ-০৬ টি খ) SPUD- ১২ টি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	বোর্ড অব ডাইরেক্টরস	জিওবি	২৮৩৮.০০	প্রযোজ্য নয়	নভেম্বর-২০১৯	ফেব্রুয়ারি-২০২০	মে- ২০২১
পূর্ত কাজ-২১	বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর বিভিন্ন অংশে ০৬টি জেটির জন্য ভূমি উন্নয়ন, জেটির জন্য কি-ওয়াল, জেটির জন্য রাস্তা, পার্কিং ইয়ার্ডসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ। (ঢাকা ও টঙ্গী নদী বন্দর অংশে)	ঘনমিটার, টি্ বর্গমিটার,	ক) রাস্তা নির্মাণের জন্য ভূমি উন্নয়ন- ৪০০০ ঘনমিটার খ) জেটির জন্য কি ওয়াল নির্মাণ- ৪৮০ মিটার গ) জেটির জন্য রাস্তা নির্মাণ- ৪০০০ বর্গমিটার ঘ) Parking Yard Rcc Construction- ৯০০০ বর্গমিটার	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	বোর্ড অব ডাইরেক্টরস	জিওবি	২৬২৯.৯৪	প্রযোজ্য নয়	ফেব্রুয়ারি-২০২১	এপ্রিল- ২০২১	মে- ২০২৩
পূর্ত কাজ-২২	বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর বিভিন্ন অংশে জেটি নির্মাণ, জেটির জন্য ভূমি উন্নয়ন, জেটির জন্য কি-ওয়াল, জেটির জন্য রাস্তা, স্পাড, পার্কিং ইয়ার্ডসহ অন্যন্য আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ। (ঢাকা ও টঙ্গী নদী বন্দর অংশে)।	ঘনমিটার, টি্ বর্গমিটার,	ক) রাস্তা নির্মাণের জন্য ভূমি উন্নয়ন- ৩০০০ ঘনমিটার খ) ভারী যানবাহনের জন্য জেটি নির্মাণ -০৩ টি গ) জেটির জন্য কি ওয়াল নির্মাণ- ২৪০মিটার ঘ) জেটির জন্য রাস্তা নির্মাণ- ১০৯০ বর্গমিটার	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	বোর্ড অব ডাইরেক্টরস	জিওবি	২৬৭৩.০৫	প্রযোজ্য নয়	ফেব্রুয়ারি-২০২১	এপ্রিল- ২০২১	মে- ২০২৩

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
			ঙ) Parking Yard Rcc Construction- ৪৫০০ বর্গমিটার চ) SPUD- ০৬ টি								
পূর্ত কাজ-২৩	বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর বিভিন্ন অংশে জেটি নির্মাণ, জেটির জন্য ভূমি উন্নয়ন, জেটির জন্য কি-ওয়াল, জেটির জন্য রাস্তা, স্পাড, পার্কিং ইয়ার্ডসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ। (নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দরের অংশে)	ঘনমিটার, টি, বর্গমিটার,	ক) রাস্তা নির্মাণের জন্য ভূমি উন্নয়ন- ৪০০০ ঘনমিটার খ) ভারী যানবাহনের জন্য জেটি নির্মাণ -০৫ টি গ) জেটির জন্য কি ওয়াল নির্মাণ- ৪০০ মিটার ঘ)জেটির জন্য রাস্তা নির্মাণ- ৩৯১০ বর্গমিটার ঙ) Parking Yard Rcc Construction-৭৫০০ বর্গমিটার চ) SPUD- ১০ টি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	নৌপম	জিওবি	৪৫৯৮.৮২	প্রযোজ্য নয়	ফেব্রুয়ারি- ২০২১	এপ্রিল- ২০২১	মে- ২০২৩
পূর্ত কাজ-২৪	ঢাকা নদী বন্দর এলাকায় নদীর সীমানা পিলার নির্মাণ। (একাধিক লট)	টি	৩১৫০ টি (উঁচু ভূমিতে ১৬০৬+নিচু ভূমিতে ১৫৫০)	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	নৌপম	জিওবি	৭০৮৭.২০	প্রযোজ্য নয়	মার্চ- ২০১৯	জুলাই- ২০১৯	মে- ২০২১
পূর্ত কাজ-২৫	টঙ্গী নদী বন্দর এলাকায় নদীর সীমানা পিলার নির্মাণ। (একাধিক লট)	টি	২০০৬ টি (উঁচু ভূমিতে ৭০৬+নিচু ভূমিতে ১৩০০)	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	নৌপম	জিওবি	৫০১৪.৭০	প্রযোজ্য নয়	মে- ২০১৯	ডিসেম্বর- ২০১৯	জুন- ২০২১
পূর্ত কাজ-২৬	নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দর এলাকায় নদীর সীমানা পিলার নির্মাণ। (একাধিক লট)	টি	২৪০০ টি (উঁচু ভূমিতে ১৪০০+নিচু ভূমিতে ১০০০)	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	নৌপম	জিওবি	৫১০০.০০	প্রযোজ্য নয়	নভেম্বর- ২০১৯	মার্চ- ২০২০	এপ্রিল- ২০২১

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
পূর্ত কাজ-২৭	সদরঘাট ও কেরানীগঞ্জ এলাকায় যাত্রী সেবার জন্য ০৪ (চার) টি ঘাট নির্মাণ	বর্গমিটার,টি	ক) পার্কিং ইয়ার্ড নির্মাণ-২০০০ বর্গমিটার খ) যাত্রী ছাউনি-১০০০ বর্গমিটার গ) বিশেষ ধরনের আরসিসি সিড়ি-০৪টি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭৯০.০০	প্রযোজ্য নয়	ফেব্রুয়ারি-২০২১	এপ্রিল- ২০২১	মে- ২০২৩
পূর্ত কাজ-২৮	তুরাগ নদীর রামচন্দ্রপুর হতে বসিলা পর্যন্ত উচ্ছেদকৃত এলাকায় বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা কাজ।	মিটার	বনায়ন ১০০০ মিটার	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯.৯০	প্রযোজ্য নয়	অক্টোবর-২০১৯	নভেম্বর-২০১৯	জানুয়ারি-২০২০
পূর্ত কাজ-২৯	ঢাকা , টঙ্গী ও নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দরের অধীনে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষরোপণ কাজ। (একাধিক লট)	মিটার	ক) সদরঘাট এলাকা-৯৫০ মিটার খ) বসিলা হতে কামরাঙ্গীরচর-৪৯৫০মিটার গ) কামরাঙ্গীরচর হতে খোলামোরা ঘাট-১০০০ মিটার ঘ) আমিন বাজার ব্রিজ হতে ইস্টার্ন হাউজিং(ঢাকা প্রান্ত)-৩২৫০ মিটার ঙ) আমিন বাজার ব্রিজ হতে ইস্টার্ন হাউজিং(সাভার প্রান্ত)-১৫৯০ মিটার চ)ফতুল্লা হতে ধর্মগঞ্জ-২৫৫০ মিটার ছ)ডিইপিটিসি এলাকা (নেভী ডকিয়ার্ড হতে হাজীগঞ্জ গুদারাঘাট পর্যন্ত)-২২৫০মিটার	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৪০.১০	প্রযোজ্য নয়	ফেব্রুয়ারি-২০২১	এপ্রিল- ২০২১	ডিসেম্বর-২০২২

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
			জ) নারায়ণগঞ্জ সাইলো হতে কুমুদিনি-৫৫০০ মিটার ঝ) নিতাইগঞ্জ খাল হতে প্রিমিয়ার সিমেন্ট পর্যন্ত-৩০০০মিটার ঞ)কাঁচপুর ও সুলতানা কামাল সেতু এলাকা- ১৫০০মিটার ট) বাতুলিয়া হতে উজানপুর-১০০০মিটার ঠ)পাগার মৌজা হতে হারাবাইদ-২৫৬৮মিটার ড)আশুলিয়া হতে কামাড়পাড়া(ঢাকা প্রান্ত)-১৫০০মিটার ণ) আশুলিয়া হতে কামাড়পাড়া (গাজীপুর প্রান্ত)-২৭৫০ মিটার								
পূর্ত কাজের মোট ক্রয়মূল্য, টাকা=							**১১২৩৮৪.৭৪**				

সূত্র: ডিপিপি, ২০২১

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	: নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।	
সংস্থা	: বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)	
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	: বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)	৫২০৫
প্রকল্প/ কার্যক্রমের নাম ও কোড	: বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীররক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক কাঠামো নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)	২২৪২৪৫৭০০

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট :	১১৮১১০.৩১
জিওবি :	১১৮১১০.৩১
নিজস্ব অর্থ :	-----

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিএপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা সেবা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক-যোগ্যতা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সম্ভাব্য তারিখ		
									দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
সেবা-১	কন্সালটেন্সি (ডিজাইন ও ডিজাইন সংশ্লিষ্ট নকশা পর্যালোচনা/ প্রণয়ন এবং নির্মাণ কাজের তদারকির জন্য পরামর্শক নিয়োগ	থোক	থোক	গুণগতমান ও ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি (QCBS)	সংস্থা প্রধান	জিওবি	৫৯০.৯৩	প্রযোজ্য নয়	জুলাই ২০১৮	ডিসেম্বর ২০১৮	জুন ২০২৩
						সেবার মোট মূল্য, টাকা=	**৫৯০.৯৩**				

সূত্র: ডিপিপি, ২০২১

১.৮ লগ ফ্রেম

সারণি ১.৫: সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের লগ ফ্রেম

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপুর্ণ অনুমান (IA)
লক্ষ্য (GOAL): নদীর তীরভুমির অননুমোদিত দখল রোধ করার মাধ্যমে টেকসই নাব্যতা অর্জন।	১। ২০২৩ সালের মধ্যে ৫২ কিলোমিটার নদীর তীরবর্তী এলাকার অননুমোদিত দখলের হ্রাসকরণ। ২। নদীর প্রাকৃতিক প্রসস্ততা উদ্ধারকরণ।	মূল্যায়নোত্তর প্রতিবেদন আইএমইডি	-
উদ্দেশ্য (Purpose/Outcome) নদীর তীরভূমির অননুমোদিত/ অবৈধ দখল রোধে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের মাধ্যমে বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ।	ঢাকা শহরের চারদিকে নদীর তীরভূমিতে ৫২ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে (হাঁটার রাস্তা) উন্মুক্ত করা।	প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (PCR)	তীরভূমি দখলমুক্ত থাকবে।
আউটপুট (Output)			
১। নদীর অভ্যন্তরে অননুমোদিত ভরাটকৃত মাটি খনন। ০২। নদীর তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ। ০৩। নদীর তীরভূমির কলামের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ।	০১। জানুয়ারি ২০২৩ এর মধ্যে নদীর তলদেশের অননুমোদিত তলানীসমূহ/ ১৮২১০০০ ঘন মিটার মাটি ভরাট খনন কাজ সম্পন্নকরণ। ০২। জানুয়ারি ২০২৩ এর মধ্যে নদীর উঁচু তীরভূমিতে ৫২ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে। ০৩। জানুয়ারি ২০২৩ এর মধ্যে ১৭৭৫০ মিটার আরসিসি কলামের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ সম্পন্ন হবে।	০১। মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (IMED-০৫) ০২। ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (IMED-০৫) ০৩। নৌপরিবহন মন্ত্রাণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা। ০৪। পিএসসি ও পিআইসি সভা	*কার্য সম্পাদনের জন্য অনুকূল পরিবেশ। *নির্মাণ কাজের জন্য নির্মাণ সামগ্রির সহজলভ্যতা

০৪। তীররক্ষা কাজ সম্পন্ন করা।	০৪। জানুয়ারি ২০২৩ এর মধ্যে ২৪৬৮৫ মিটার তীররক্ষা কাজ সম্পন্ন হবে।		
০৫। আরসিসি সিড়ি নির্মাণ।	০৫। জানুয়ারি ২০২৩ এর মধ্যে ৮০ টি আরসিসি সিড়ি নির্মাণ সম্পন্ন হবে।		
০৬। কি ওয়াল নির্মাণ।	০৬। জানুয়ারি ২০২৩ এর মধ্যে ১০০৪৩ মিটার কী ওয়াল নির্মাণ সম্পন্ন হবে।		
০৭। ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন নির্মাণ।	০৭। জানুয়ারি ২০২৩ এর মধ্যে ৩৫৩৫৮ মিটার ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন নির্মাণ সম্পন্ন হবে।		
০৮। Boulder Protection for scour	০৮। জানুয়ারি ২০২৩ এর মধ্যে ২৬৫০ মিটার Boulder Protection for scour নির্মাণ সম্পন্ন হবে।		
০৯। পায়ে হাঁটার সেতু নির্মাণ।	০৯। জানুয়ারি ২০২৩ এর মধ্যে ৩৯৫ মিটার আরসিসি ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণ সম্পন্ন হবে।		
১০। রেলিং নির্মাণ।	১০। জানুয়ারি ২০২৩ এর মধ্যে ১০২৫২৪ মিটার আরসিসি রেলিং নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে।		
১১। বসার বেঞ্চ নির্মাণ।	১১। জানুয়ারি ২০২৩ এর মধ্যে ২৯১টি বসার বেঞ্চ নির্মাণ সম্পন্ন হবে।		
১২। পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ।	১২। জানুয়ারি ২০২৩ এর মধ্যে ৩৫০০মিটার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ সম্পন্ন হবে।		
১৩। সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।			

	১৩। জুন ২০২২ এর মধ্যে ৮৫০ মিটার সীমানা প্রাচীর নির্মাণ সম্পন্ন হবে।		
১৪। রাস্তা নির্মাণের জন্য ভুমি উন্নয়ন।	১৪। মে ২০২২ এর মধ্যে ১১০০০ ঘনমিটার রাস্তা নির্মাণের জন্য ভুমি উন্নয়ন সম্পন্ন হবে।		
১৫। ভারী যানবাহনের জন্য জেটি নির্মাণ।	১৫। মে ২০২২ এর মধ্যে ১৪টি আরসিসি জেটি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে।		
১৬। জেটির জন্য রাস্তা নির্মাণ।	১৬। মে ২০২২ এর মধ্যে ৯০০০ বর্গ মিটার জেটির জন্য রাস্তা নির্মাণ সম্পন্ন হবে।		
১৭। RCC Parking Yard Construction- নির্মাণ।	১৭। মে ২০২২ এর মধ্যে ২৩০০০ বর্গ মিটার RCC Parking Yard Construction নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে।		
১৮। SPUD- নির্মাণ।	১৮। মে ২০২২ এর মধ্যে ২৮ টি স্পাড নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে।		
১৯। নদীর সীমানা পিলার নির্মাণ।	১৯। জানুয়ারি ২০২২ এর মধ্যে ৭৫৬২ টি নদীর সীমানা পিলার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে।		
২০। নদীর তীরভূমিতে ইকোপার্ক নির্মাণ।	২০। মে ২০২২ এর মধ্যে নদীর তীরভূমিতে ০৩ টি ইকোপার্ক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে।		
২১। বনায়ন।	২১। জানুয়ারি ২০২৩ এর মধ্যে ৩৫৩৫৮ মিটার বনায়ন কাজ সম্পন্ন হবে।		
২২। পরিবশগত সমস্যা সমাধানকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রম (বর্জ্য ব্যবস্থাপনা/ দূষিত পানি			

পরিশোধনের জন্য পাইলট প্রজেক্ট/ বৃক্ষরোপণ/ পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদি)। ২৩। সচেতনতামূলক সাইনবোর্ড স্থাপন। ২৪। ০৬ টি লং বুম এক্সক্যাভেটর ও ক্যানপিসহ অন্যান্য সারঞ্জাম। ২৫। সদরঘাট ও কেরানীগঞ্জ এলাকায় যাত্রী সেবার জন্য ০৪ টি ঘাট নির্মাণ-	২২। জানুয়ারি ২০২৩ এর মধ্যে পরিবশগত সমস্যা সমাধানকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রম (বর্জ্য ব্যবস্থাপনা/ দূষিত পানি পরিশোধনের জন্য পাইলট প্রজেক্ট/ বৃক্ষরোপণ/ পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদি) সম্পন্ন হবে। ২৩। মার্চ ২০২২ এর মধ্যে ১০০ টি সচেতনতামূলক সাইনবোর্ড স্থাপন সম্পন্ন করা হবে। ২৪। অক্টোবর ২০১৯ এর মধ্যে ক্রয় কাজ সম্পন করা হয়েছে। ২৫। মে ২০২২ এর মধ্যে সদরঘাট ও কেরানীগঞ্জ এলাকায় যাত্রী সেবার জন্য ০৪টি ঘাট নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হবে।		
ইনপুট (Input):			
১। নদীর অভ্যন্তরে অননুমোদিত ভরাটকৃত মাটি খনন ০২। নদীর তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ ০৩। নদীর তীরভূমির কলামের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ। ০৪। তীররক্ষা কাজ। ০৫। আরসিসি সিড়ি নির্মাণ।	১। নদীর অভ্যন্তরে অননুমোদিত ভরাটকৃত মাটি খনন-১৮২১০০০ ঘন মিটার ০২। নদীর উঁচু তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ-৩৩৮৫৮মিটার ০৩। নদীর তীরভূমির কলামের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ-১৭৭৫০ মিটার ০৪। তীররক্ষা কাজ-২৪৬৮৫ মিটার ০৫। আরসিসি সিড়ি নির্মাণ-৮০টি।	১। মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (আইএমইডি-০৫) ২। ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (আইএমইডি-০৩) ৩। প্রকল্প কার্যালয় রেকর্ড।	*কর্মসূচী অনুযায়ী তহবিল বন্টন। *যথাসময়ে বাজেট প্রাপ্তি। তফসিল মোতাবেক প্রকল্পের দাপ্তরিক জনবল নিয়োগ।

০৬। কি ওয়াল নির্মাণ।	০৬। কি ওয়াল নির্মাণ-১০০৪৩মিটার		
০৭। ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন নির্মাণ	০৭। ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন নির্মাণ-৩৫৩৫৮মিটার		
০৮। Boulder Protection for scour	০৮। Boulder Protection for scour-২৬৫০মিটার		
০৯। পায়ে হাঁটার সেতু নির্মাণ।	০৯। পায়ে হাঁটার সেতু নির্মাণ-৩৯৫মিটার		
১০। রেলিং নির্মাণ।	১০। রেলিং নির্মাণ-১০২৫২৪ মিটার		
১১। বসার বেঞ্চ নির্মাণ।	১১। বসার বেঞ্চ নির্মাণ-২৯১টি		
১২। পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ।	১২। পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ-৩৫০০ মিটার		
১৩। সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।	১৩। সীমানা প্রাচীর নির্মাণ-৮৫০ মিটার		
১৪। রাস্তা নির্মাণের জন্য ভুমি উন্নয়ন।	১৪। রাস্তা নির্মাণের জন্য ভুমি উন্নয়ন-১১০০০মিটার		
১৫। ভারী যানবাহনের জন্য জেটি নির্মাণ।	১৫। ভারী যানবাহনের জন্য জেটি নির্মাণ-১৪টি।		
১৬। জেটির জন্য রাস্তা নির্মাণ।	১৬। জেটির জন্য রাস্তা নির্মাণ-৯০০০বর্গমিটার		
১৭। RCC Parking Yard Construction- নির্মাণ।	১৭। RCC Parking Yard Construction- ২৩০০০ বর্গ মিটার।		
১৮। SPUD- নির্মাণ।	১৮। SPUD- ২৮টি		

১৯। উঁচু ও নিচু ভূমিতে নদীর সীমানা পিলার নির্মাণ।	১৯। উঁচু ও নিচু ভূমিতে নদীর সীমানা পিলার নির্মাণ-৭৫৬২টি		
২০। নদীর তীরভূমিতে ইকোপার্ক নির্মাণ।	২০। নদীর তীরভূমিতে ইকোপার্ক নির্মাণ (০৩) টি-৯০৪২ বর্গ মিটার		
২১। বনায়ন।	২১। বনায়ন-৩৫৩৫৮মিটার		
২২। পরিবশগত সমস্যা সমাধানকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রম (বর্জ্য ব্যবস্থাপনা/ দূষিত পানি পরিশোধনের জন্য পাইলট প্রজেক্ট/ বৃক্ষরোপণ/ পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদি)।	২২। পরিবশগত সমস্যা সমাধানকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রম (বর্জ্য ব্যবস্থাপনা/ দূষিত পানি পরিশোধনের জন্য পাইলট প্রজেক্ট/ বৃক্ষরোপণ/ পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদি)।		
২৩। সচেতনতামূলক সাইনবোর্ড স্থাপন।	২৩। সচেতনতামূলক সাইনবোর্ড স্থাপন-১০০টি		
২৪। লং বুম এক্সক্যাভেটর ও ক্যানপিসহ অন্যান্য সারঞ্জাম ক্রয়	২৪। ০৬টি লং বুম এক্সক্যাভেটর ও ক্যানপিসহ অন্যান্য সারঞ্জাম ক্রয় কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।		
২৫। সদরঘাট ও কেরানীগঞ্জ এলাকায় যাত্রী সেবার জন্য ঘাট নির্মাণ।	২৫। সদরঘাট ও কেরানীগঞ্জ এলাকায় যাত্রী সেবার জন্য ঘাট নির্মাণ- ০৪টি।		

সূত্র: ডিপিপি, ২০২১

১.৯ প্রকল্পের Exit Plan

প্রকল্পের ডিপিপি এবং আরডিপিপিতে প্রকল্পটির এক্সিট প্লান সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়নি। তবে প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) কর্তৃক প্রকল্পের Exit Plan তৈরী করা হয়েছে। প্রকল্প শেষ হওয়ার পর প্রকল্পের আউটপুট বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)-এর রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রকল্পটি পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিআইডব্লিউটিএ-র রাজস্ব খাতে প্রকৌশল বিভাগ এবং বন্দর বিভাগে বিদ্যমান জনবলের মাধ্যমে করা হবে, এজন্য নতুন কোন পদ সৃজনের প্রয়োজন হবে না।

১.১০ টেকসইকরণ পরিকল্পনা

প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পের জন্য টেকসইকরণ পরিকল্পনার উল্লেখ রয়েছে। উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকির মাধ্যমে প্রকল্পের সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই করা যাবে। প্রকল্পটির ফলাফল তথা নির্মিত অবকাঠামো বিআইডব্লিউটিএ'র বিদ্যমান জনবল দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করা হবে । প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতি আসবাবপত্র যানবাহন প্রকল্প শেষে বিআইডব্লিউটিএ'র দাপ্তরিক কাজে ব্যবহার করা হবে। (ডিপিপি, ২০১৭)।

দ্বিতীয় অধ্যায়
নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালন পদ্ধতি ও সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা

২.১ সমীক্ষার কার্যপরিধি (ToR)

- প্রকল্পের ১০০% এলাকা নিবিড় পরিবীক্ষণের আওতাভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করতে হবে;
- প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন ও সংশোধনের অবস্থা, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অর্থায়নসহ সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের সার্বিক ও বিস্তারিত অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ,সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণী এবং লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ এবং প্রকল্প ফলপ্রসূ করার জন্য গৃহীত কার্যাবলী প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান করা;
- প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ের (Procurement) ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় আইন (পিপিএ-২০০৬), সরকারি ক্রয় বিধিমালা (পিপিআর-২০০৮) প্রতিপালন এবং গুণগত মান ও পরিমাণ অনুযায়ী সংগ্রহ করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ, নিয়োগ পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন: অর্থায়নে বিলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ ও মতামত প্রদান;
    - অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ব্যবস্থায় দ্রুত ও টেকসই সুবিধাদি নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে প্রকল্পটির ভূমিকা যাচাইকরণ;
    - নদী বন্দর এলাকায় অবৈধ দখলদার রোধ, পরিবেশের উন্নয়ন, নদী তীরের সৌন্দর্যবর্ধন, পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং নদী তীরের পর্যাপ্ত ব্যবহার নিশ্চিতকরণে মতামত প্রদান;
- প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি; (i) প্রকল্প এলাকা থেকে সংগৃহীত তথ্য, Focus Group Discussion (FGD) ও স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন করে মতামত গ্রহণের ভিত্তিতে ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পরিপত্রে বর্ণিত সুনির্দিষ্ট কাঠামো ও অনুমোদিত ইনসেপশন প্রতিবেদনের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রণয়ন ও ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান (বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-আইএমইডি) কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ; (ii) জাতীয় পর্যায়ের একটি কর্মশালা আয়োজন করে নিবিড় পরিবীক্ষণের ফলাফলসমূহ অবহিতকরণ ও কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশসমূহ বিবেচনা করে প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ;
- উপরে বর্ণিত বর্ণিত চূড়ান্ত প্রতিবেদনে প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা সংযোজন এবং সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান;
- পরামর্শক প্রতিষ্ঠান চুক্তির তারিখ থেকে চার মাসের (১২০ দিন) মধ্যে নিবিড় পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম চূড়ান্ত করবে;
- প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের সুনির্দিষ্ট (সময়ভিত্তিক) কর্মপরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি কারিগরি প্রস্তাবের সাথে সংযোজন করতে হবে;

- প্রকল্পে ব্যবহৃত সীমানা পিলারের স্থায়িত্ব কতদিন হবে তা পর্যালোচনাপূর্বক মতামত প্রদান করতে হবে। কোন কারণে সীমানা পিলার নির্দিষ্ট স্থান হতে অবৈধভাবে স্থানান্তর করা হলে উক্ত জায়গায় সীমানা সঠিকভাবে নির্ধারণের কোন স্থায়ী বা টেকসই পদ্ধতি রাখা হয়েছে কি-না তা পর্যালোচনাপূর্বক মতামত প্রদান করতে হবে;
- প্রকল্পের Exit Plan পর্যালোচনাপূর্বক প্রকল্প টেকসইকরণে সুনির্দিষ্ট মতামত প্রদান করতে হবে;
- প্রকল্পভুক্ত নদীর অভ্যন্তরের অননুমোদিত ভরাটকৃত কি পরিমাণ মাটি খনন করা হয়েছে, নদীর তীরভূমিতে কত কিলোমিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে এবং তীর রক্ষার কাজসহ ডিপিপিতে নির্ধারিত কাজের বাস্তব অবস্থা পরিদর্শনপূর্বক পর্যালোচনা করে কাজের গুণগত মানসহ সার্বিক বিষয়ে মতামত প্রদান করতে হবে;
- ইতোমধ্যে যে পরিমাণ কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে এর দ্বারা সুবিধাভোগীরা কি সুবিধা পাচ্ছে তা পর্যালোচনাপূর্বক সুনির্দিষ্ট তথ্য-উপাত্তসহ মতামত প্রদান করতে হবে;
- প্রকল্পের External ও Internal অডিটের বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করতে হবে;
- এ অর্থবছরের জন্য নির্বাচিতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ FGD. KII-সহ সরেজমিন পরিদর্শন সম্পন্ন করবেন;
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT বিশ্লেষণ; এক্ষেত্রে সার্বিক ভাবে চিহ্নিত সবলতা, ত্রুটি, দূর্বলতা বা অসঙ্গতি পর্যালোচনা ও ত্রুটি, দূর্বলতা উত্তরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;
- পরামর্শক প্রতিষ্ঠান আইএমইডি কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী প্রতিপালন করবে।

২.২ প্রতিবেদন প্রণয়নের কর্ম পরিকল্পনা

"বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীর রক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত সকল প্রতিবেদন ও দলিল-দস্তাবেজ পর্যালোচনা ও আধেয় (content) বিশ্লেষণ করা হয়। এ কাজে প্রকল্পের কর্মকর্তা, প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। মাঠ গবেষণায় প্রকল্পের উপকারভোগীদের নিকট থেকে প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এছাড়াও,, একটি স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা এবং একটি জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা হবে। কর্মশালাসমূহ থেকে প্রাপ্ত মতামতসমূহ নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ ও সুপারিশসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ সম্পন্ন করতে মোট ১২০ দিন সময় লাগে। উক্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নে যেসকল পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তারমধ্যে অন্যতম হচ্ছে সমীক্ষার একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা। উক্ত গবেষণা পদ্ধতিটি নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা হলো।

২.৩ নিবিড় পরিবীক্ষণের গবেষণা পদ্ধতি

প্রভাব মূল্যায়নের কাজটি চারটি ভাগে বিভক্ত: ১) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন ও দলিল-দস্তাবেজসমূহ পর্যালোচনা ২) মাঠ পর্যায়ের গবেষণার মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ৩) প্রকল্পের প্রতিবেদন, দস্তাবেজ এবং মাঠ পর্যায়ের

গবেষণার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ এবং সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিভিন্ন আঙ্গিকে যাচাই করা এবং ৪) প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় প্রতিবেদনসমূহ বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ, সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় পর্যালোচনার জন্য সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত প্রতিবেদন সমূহের আধেয় (content) বিশ্লেষণের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এ বিষয়ে একটি তথ্য ব্যবস্থাপনা বিন্যাস কাঠামো ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান আইএমইডি-এর সাথে পরামর্শক্রমে তৈরী করা হয়। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট দস্তাবেজসমূহ বিশ্লেষনের মাধ্যমে: ১) প্রকল্পের পর্যালোচনা ২) প্রকল্প বাস্তবায়নের অবস্থা ৩) প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলী অর্জন পর্যালোচনা ৪) ক্রয় বিধিমালা পিপিআর প্রতিপালন পর্যবেক্ষণ ৫) প্রকল্পের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ ৬) বাস্তবায়নের বিলম্ব পর্যবেক্ষণ ৭) ক্রয়ের ও সংগ্রহের গুণগত দিক পর্যালোচনা ৮) প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ এবং ৯) প্রকল্প সমাপ্তির পর কার্যক্রমসমূহের টেকসইকরণ পরিকল্পনা (Sustainability plan) বিষয়ে পর্যবেক্ষণ। নিম্নোক্ত চিত্রের মাধ্যমে (চিত্র ১) গবেষণা পদ্ধতির কাঠামো তুলে ধরা হলো।

চিত্র ২. ১: গবেষণা পদ্ধতির কাঠামো

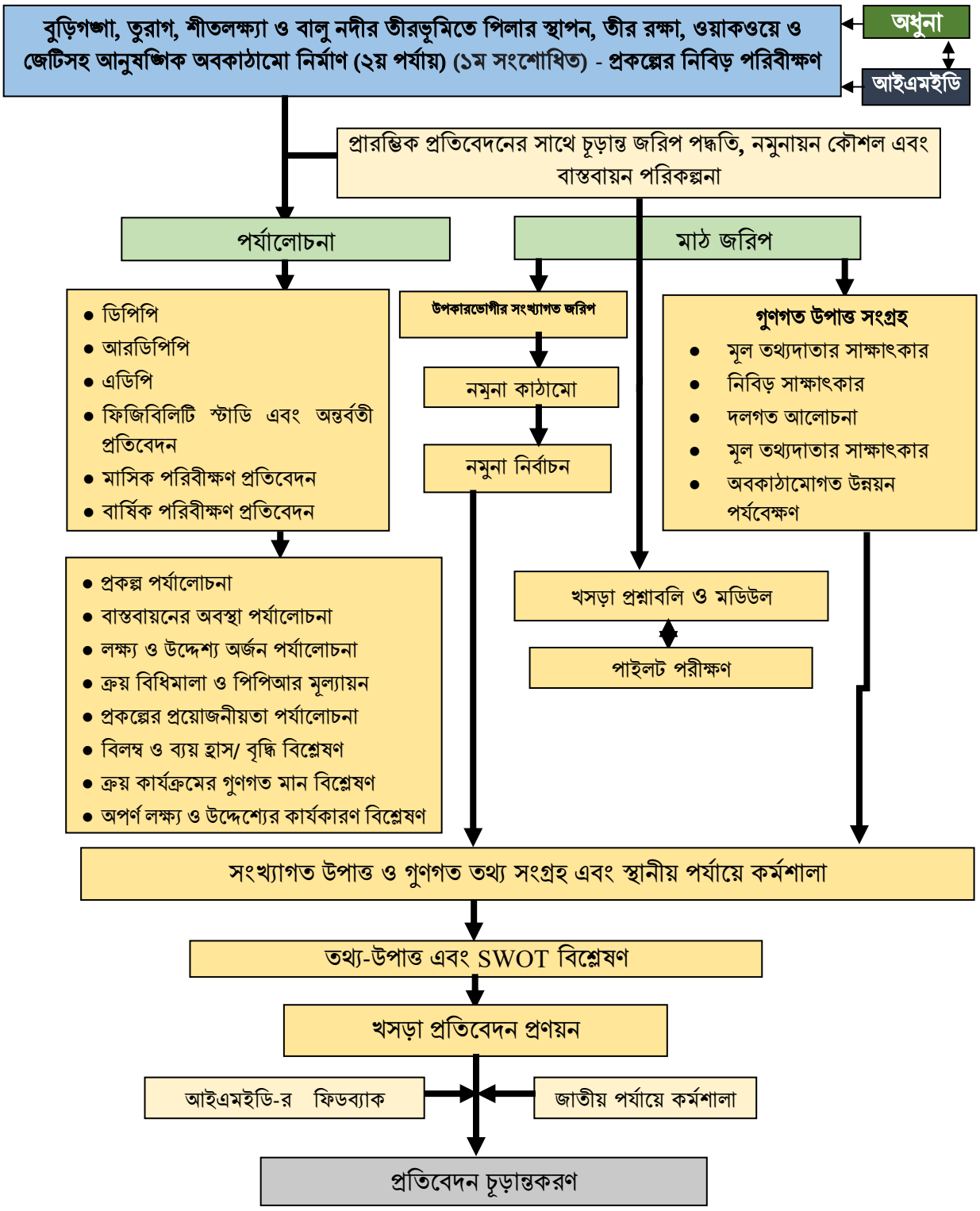

চিত্র ২. ২: গবেষণা পদ্ধতি

সারণি ২. ১: তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের টুলস ও উৎস

গবেষণার মূল পরিসর	তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের টুলস ও উৎস	
	উপকরণ	উৎস
প্রকল্প পর্যালোচনা	• নথিপত্র পর্যালোচনা; • মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার	• প্রকল্পের নথিপত্র; • প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ; • সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ
বাস্তবায়নের অবস্থা পর্যালোচনা	• নথিপত্র পর্যালোচনা; • মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার; • দলগত আলোচনা	• প্রকল্পের নথিপত্র; • প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ; • প্রকল্পের উপকারভোগী
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন পর্যালোচনা	• নথিপত্র পর্যালোচনা; • উপকারভোগী জরিপ; • মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার; • দলগত আলোচনা	• প্রকল্পের নথিপত্র; • প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ; • সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ; • প্রকল্পের উপকারভোগী
ক্রয় বিধিমালা	• নথিপত্র পর্যালোচনা ; • মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার; • গৌণ (secondary) উপাত্ত সংকলন	• প্রকল্পের নথিপত্র ; • প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ; • সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ
প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা পর্যালোচনা	• নথিপত্র পর্যালোচনা; • মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার; • নিবিড় সাক্ষাৎকার; • গৌণ (secondary) উপাত্ত সংকলন	• প্রকল্পের নথিপত্র; • প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ; • সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ
ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা	• নথিপত্র পর্যালোচনা; • মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার; • দলগত আলোচনা; • নিবিড় সাক্ষাৎকার	• প্রকল্পের নথিপত্র ; • প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ; • সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ; • প্রকল্পের উপকারভোগী
অডিট পর্যালোচনা	• নথিপত্র পর্যালোচনা; • মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার; • নিবিড় সাক্ষাৎকার; • গৌণ (secondary) উপাত্ত সংকলন	• প্রকল্পের নথিপত্র; • প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ; • সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ
বাস্তবায়ন কর্মকাণ্ডের ফলপ্রদতা ও উপযোগ বিশ্লেষণ	• নথিপত্র পর্যালোচনা; • উপকারভোগী জরিপ; • মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার; • দলগত আলোচনা; • নিবিড় সাক্ষাৎকার পর্যবেক্ষণ	• প্রকল্পের নথিপত্র ; • প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ; • সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ; • প্রকল্পের উপকারভোগী
SWOT বিশ্লেষণ	• নথিপত্র পর্যালোচনা; • মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার; • দলগত আলোচনা	• প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ ; • সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ; • প্রকল্পের উপকারভোগী
টেকসইকরণ পরিকল্পনা বিশ্লেষণ	• নথিপত্র পর্যালোচনা; • মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার; • দলগত আলোচনা; • গৌণ (secondary) উপাত্ত সংকলন	• প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ ; • সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ; • প্রকল্পের উপকারভোগী
আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা	• নথিপত্র পর্যালোচনা; • উপকারভোগী জরিপ; • মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার; • দলগত আলোচনা; • নিবিড় সাক্ষাৎকার; • পর্যবেক্ষণ	• প্রকল্পের নথিপত্র; • প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ; • সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ; • প্রকল্পের উপকারভোগী

২.৩.১ বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ (Content Analysis)

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকল দস্তাবেজ মূল গবেষণা দল কর্তৃক সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ কাজে গবেষণা সহকারীগণ একটি নির্ধারিত গাইডলাইন অনুসরণ করে গবেষকদেরকে দলিল-দস্তাবেজ ও প্রতিবেদন সংগ্রহে ও বিশ্লেষণে সহায়তা প্রদান করে। এই পর্যায়ের কাজ প্রারম্ভিক প্রতিবেদন জমাদানের পর থেকেই শুরু হয় এবং তা প্রয়োজনে নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ পর্যন্ত চলবে। নিম্নে বিশ্লেষণের নিমিত্তে যেসব প্রতিবেদন ও দলিল-দস্তাবেজ ব্যবহার করা হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদান করা হলো।

১. ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রফর্মা (ডিপিপি);
২. রিভাইজইড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রফর্মা (আরডিপিপি);
৩. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি);
৪. পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর);
৫. বার্ষিক প্রকল্প প্রতিবেদন;
৬. আইএমইডি, বাস্তবায়নকারী এজেন্সি/ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মাসিক এবং বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন; এবং
৭. সম্ভাব্যতা যাচাই-এর প্রতিবেদন;

২.৩.২ এলাকা নির্বাচন

নিবিড় পরিবীক্ষণ করার লক্ষ্যে মাঠ গবেষণাটি ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ জেলার সিটি কর্পোরেশন এবং কেরানীগঞ্জ, বন্দর এবং সোনারগাঁও উপজেলা পর্যায়ে পরিচালনা করা হয় এবং এই প্রকল্প এলাকা থেকে নমুনা নির্বাচন করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রকল্প এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হওয়া বাঞ্ছণীয়। প্রকল্প এলাকা এবং এর এরিয়া অফ ইনফ্লুয়েন্স (AOI) এর আওতাভুক্ত জনগণও প্রকল্পের সরাসরি সুবিধাভোগী। কন্ট্রোল এরিয়া হিসেবে প্রকল্প এলাকা- এর চতুর্দিকের ২ কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকার জনগোষ্ঠীকে বিবেচনা করা হয়েছে।

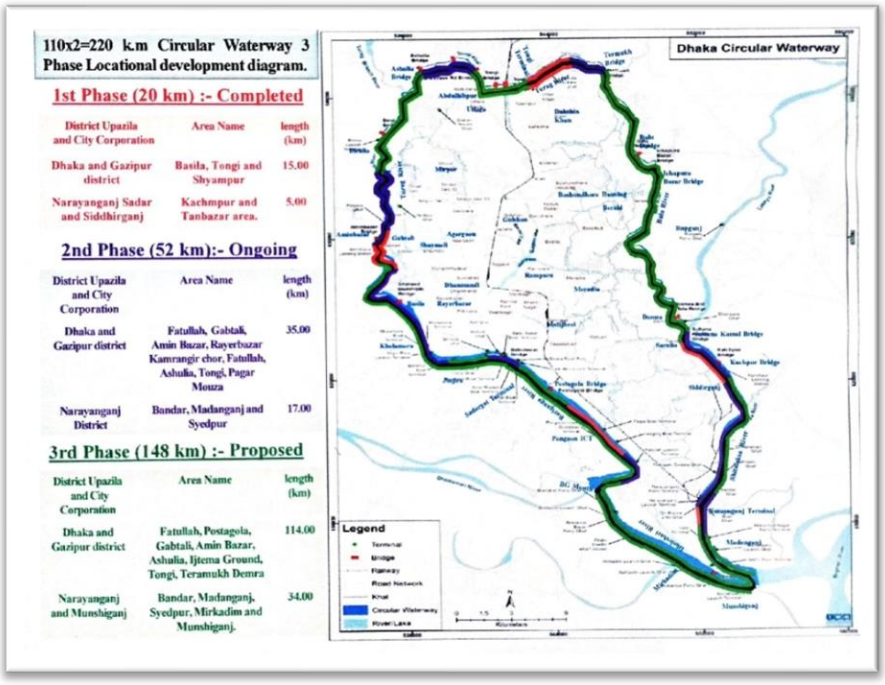

সূত্র: বিআইডব্লিউটিএ, ২০২২

মানচিত্র ১: সমীক্ষা এলাকা

২.৩.৩ মাঠ গবেষণার মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ

প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত সংখ্যাগত ও গুণগত পদ্ধতি অনুসরণ করে সংগ্রহ করা হয়। গুণগত তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ, নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ফোকাস গ্রুপ বা দলগত আলোচনা করা হয়। এছাড়াও,, প্রকল্প কার্যালয়ে রক্ষিত দলিল-দস্তাবেজ এবং বিভিন্ন প্রতিবেদন পর্যালোচনার মাধ্যমে জরিপ চলাকালীন সময়ে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়। সংখ্যাগত তথ্য-উপাত্ত একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালার সাহায্যে প্রকল্পের উপকারভোগীদের মাঝে জরিপের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে (সংযুক্তি ৩)।

২.৩.৪ সংখ্যাগত গবেষণার নমুনা সমগ্রক নির্ধারণ

সংখ্যাগত জরিপ কাজটি একটি কাঠামোগত প্রশ্নমালা ব্যবহার করে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে করা হয়। প্রশ্নমালা নির্ধারিত টিওআর, প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে চূড়ান্ত করা হয়। জরিপ কার্যক্রমটি ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর জেলার কেরানীগঞ্জ, বন্দর, সোনারগাঁও উপজেলা এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, ঢাকার উত্তরখান, তুরাগ, মোহাম্মদপুর, কামরাঙ্গির চর, কোতোয়ালি, মিরপুরের নির্দিষ্ট ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের মধ্যে যারা মূলত: প্রকল্প এলাকার দুই কিলোমিটারের মধ্যে এমনকি যারা প্রকল্পের সরাসরি উপকারভোগী নয় তাদের মধ্যেও পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য নমুনায়ন কৌশল (যেখানে সংখ্যাগত দিকে প্রতিটি নমুনার নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা সমান থাকে) প্রয়োগ করে মোট নমুনা নির্ধারণ করা হয়, যেখানে নমুনাগুলো মাল্টিস্টেইজ ক্লাষ্টার ও সিস্টেমেটিক নমুনায়ন প্রক্রিয়ায় করা হয়। এভাবে প্রকল্পের উপকারভোগী মোট ৬৩০ এবং উপকারভোগী নয় এমন মোট ২৭০ করে সর্বমোট ৯০০ জনকে সাক্ষাৎকারের জন্য নির্বাচন করা হয়। নিম্নের সূত্র ব্যবহার করে উক্ত নমুনাসংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে:

$$n = \frac{Z^2 * pq}{MOE^2} X(diff) + (n_r)$$

(যেখানে, n = নমুনা সমগ্রক (৯০০),
Z = স্ট্যান্ডার্ড নর্মাল ভেরিয়েট (১.৯৬),
p = সর্বাধিক সম্ভাব্য অনুপাত (০.৫),
q=1-p (১-০.৫)
MOE = মার্জিন অফ এরর (০.০৫),
$diff$ = ডিজাইন ইফেক্ট (২.১৩), এবং
(n_r)= নন-রেসপন্স (১০%)

সারণি ২. ২: সংখ্যাগত গবেষণার নমুনা বিন্যাস

বিভাগ	জেলা	উপজেলা/ সিটি কর্পোরেশন	উপকারভোগী নমুনা	কন্ট্রোল নমুনা	মোট নমুনা
ঢাকা	ঢাকা ও ঢাকা মেট্রোপলিটন, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ	ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন কেরাণীগঞ্জ, বন্দর, সোনারগাঁও	৬৩০	২৭০	৯০০

সারণি ২. ৩: প্রকল্প এলাকায় উপকারভোগীদের ধরন অনুযায়ী উত্তরদাতা বিভাজন

বিভাগ	জেলা	উপজেলা/ সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা	মোট খানা সংখ্যা	নমুনা উপকারভোগী	কন্ট্রোল গ্রুপ নমুনা	সর্বমোট নমুনা
ঢাকা	ঢাকা ও ঢাকা মেট্রোপলিটন	কেরানীগঞ্জ	১৭৭৯৭০	৭৩	৩১	১০৪
		উত্তরখান	৩৯১২৩	১৬	৭	২৩
		তুরাগ	৩৮৬৬০	১৬	৭	২৩
		মোহাম্মদপুর	৮১৭৫৪	৩৪	১৪	৪৮
		কামরাঙ্গীরচর	২১৬২৮	৯	৪	১৩
		কোতোয়ালী	১১৬১৪	৫	২	৭
		মিরপুর	১১৭৪৫০	৪৮	২১	৬৯
	নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ সদর	৩১৩৩১২	১২৯	৫৫	১৮৪
		বন্দর	৭৩১৭৩	৩০	১৩	৪৩
		সোনারগাঁও	৮৯৫৬৫	৩৭	১৬	৫৩
	গাজীপুর	গাজীপুর সদর	৪৪৯১৩৯	১৮৪	৭৯	২৬৪
		টঙ্গী	১২০৬২৪	৫০	২১	৭১
মোট			**১৫৩৪০১২**	**৬৩০**	**২৭০**	**৯০০**

সূত্র: বিবিএস, ২০১১।

উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রকল্প এলাকার পাশ্ববর্তী এলাকায় ক্লাস্টার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় এবং দৈবচয়ন পদ্ধতিতে উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়েছে। উপকারভোগী নির্বাচনের জন্য গ্রাম/ মহল্লার যেকোন প্রান্ত থেকে ১০টি খানা পর পর জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

আইএমইডি কর্তৃক উপাত্ত সংগ্রহের টুলসসমূহ অনুমোদন করার পর উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ডিজিটাল (মোবাইল ভিত্তিক) পদ্ধতি অনুসরণ করে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এক্ষেত্রে এন্ড্রয়েড মোবাইল ফোন বা ট্যাবে উপাত্ত সংগ্রহের অ্যাপ কোবো টুলবক্স (Kobo Toolbox[1]) (KoBo Toolbox, Harvard Humanitarian Initiative, Cambridge, USA, available at: https://www.kobotoolbox.org/) ব্যবহার করে নির্ধারিত প্রশ্নমালা ও পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট পূরণ করা হয়।

সূত্র: অধুনা, ২০২৩

চিত্র ২. ৩: উপাত্ত সংগ্রহের প্রক্রিয়া

[1] KoBo Toolbox is committed to protecting the data of its users. It employs industry standard best practices (both technical and administrative) to protect against unauthorized access of users' data. To protect from loss of data, it does frequent system and incremental backups which are stored encrypted in various locations

২.৩.৫ গুণগত তথ্য-উপাত্ত

বিষয়বস্তু গভীরভাবে অনুধাবনের জন্য প্রকল্প এলাকা ও প্রকল্পভুক্ত উপকারভোগীদের বিভিন্ন বিষয় যথাযথভাবে উপলব্ধিতে আনার জন্য গুণগত তথ্য-উপাত্ত গুরুত্বের সাথে সংগ্রহ করা হয়। এজন্য যেসব পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তা নিম্নরূপঃ

- মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার
- নিবিড় সাক্ষাৎকার
- ফোকাস গ্রুপ বা দলগত আলোচনা
- অবকাঠামোগত উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ
- বন্দরের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ
- স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা
- জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা

২.৩.৫.১ মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (KII)

এই পদ্ধতিতে সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/ কাউন্সিলর, স্থানীয় ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি/ সুশীল সমাজের প্রতিনিধি/ স্থানীয় এনজিও'র প্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা, বন্দর/ ঘাট ব্যবহারকারী, প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণকে নির্ধারিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে (সংযুক্তি ৪)। এক্ষেত্রে অন্যান্য উৎস হতে যেসব তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় সেসব মিলিয়ে দেখা, ক্রিটিক্যাল ইস্যুসমূহ, প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যাসমূহ এবং সেসব থেকে উত্তরণ কিভাবে করা হয়েছিল তা খতিয়ে দেখার উপর জোর দেয়া হয়। জরিপ এলাকা থেকে সমসংখ্যক মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এধরণের মোট ১৬টি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

সারণি ২. ৪: মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার

তথ্যদাতার ধরন	সংখ্যা
স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি (সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/ কাউন্সিলর/ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য)	৫
স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা (জেলা প্রশাসক/ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)/ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ সহকারী কমিশনার (ভূমি)	৩
নৌ পুলিশের প্রতিনিধি	১
নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধি	১
সুশীল সমাজের প্রতিনিধি (পরিবেশ বিষয়ক)	১
স্থানীয় এনজিও'র প্রতিনিধি (পরিবেশ বিষয়ক)	১
প্রকল্প পরিচালক/ উপ-প্রকল্প পরিচালক	১
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা (সিপিটিইউ)	১
বিআইডব্লিউটিএ-র প্রতিনিধি	১
স্থানীয় ব্যবসায়ি সমিতির সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক/ প্রতিনিধি	১
মোট	**১৬**

২.৩.৫.২ নিবিড় সাক্ষাৎকার (IDI)

এই প্রকল্পটি প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে জড়িত, বাস্তবায়নের কারণে যে পরিবর্তন হচ্ছে সে সম্পর্কে জানেন এবং প্রত্যক্ষ করছেন তাদের মধ্যে থেকে ৫ জনের নিকট থেকে নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে উত্তরদাতার নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ এবং বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ পরিষেবা প্রদানে প্রকল্পের সক্ষমতা মূল্যায়ন করতে সাহায্য করেছে। এই সাক্ষাৎকার একটি নির্দিষ্ট চেকলিস্টের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয় (সংযুক্তি ৫)। যেসকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির নিকট থেকে নিবিড় সাক্ষাৎকারের গ্রহণ করা হয় তার ধরণ নিম্নে প্রদান করা হলো:

সারণি ২. ৫: নিবিড় সাক্ষাৎকারের উত্তরদাতার ধরন

তথ্যদাতার ধরন	সংখ্যা
প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি	৫
মোট	**৫**

২.৩.৫.৩ ফোকাস গ্রুপ বা দলগত আলোচনা (FGD)

প্রকল্প এলাকায় ফোকাস গ্রুপ বা দলগত আলোচনার আয়োজন করা হয়। সতর্কতার সাথে বাছাই করা ৮-১০ জন প্রকল্পের উপকারভোগীদের নিয়ে গঠিত গ্রুপে এই আলোচনা করা হয়। উপকারভোগীদের মধ্যে স্থানীয় জনগণ, ব্যবসায়ী, পরিবহন শ্রমিক এবং বন্দর শ্রমিকদের মধ্য থেকে নির্বাচন করা হয়। এই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ করা হয়। একজন মডারেটর এবং একজন নোট টেকারের সমন্বয়ে ফোকাস গ্রুপ বা দলগত আলোচনা সম্পাদন করা হয়। মডারেটর একটি গাইডলাইন অনুসরণ করে আলোচনায় সহায়তা করেন (সংযুক্তি ৪)। পর্যবেক্ষণ ও আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তসমূহ নোট টেকার লিপিবদ্ধ করেন, যা পরবর্তীকালে গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। এই আলোচনায় প্রকল্পের অগ্রগতি, মান নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, সেবা প্রাপ্তি বিষয়ে মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় ৪টি ফোকাস গ্রুপ বা দলগত আলোচনার আয়োজন করা হয়।

২.৩.৬ অবকাঠামোগত উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ

মাঠ পর্যায়ে সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহ এবং এতে ব্যবহৃত মালামাল পরিদর্শনপূর্বক কাজের গুণগতমান এবং প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নে চিহ্নিত সমস্যাদি নিরসনের সুপারিশ প্রণয়ন নিবিড় পরিবীক্ষণের মুখ্য উদ্দেশ্য। উক্ত প্রকল্পের আওতায় নদীর উঁচু তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ, আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ, কি ওয়াল নির্মাণ, বসার বেঞ্চ নির্মাণ, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, ঘাট নির্মাণ, পার্কিং ইয়ার্ড নির্মাণ, জেটি ও স্পাড নির্মাণ, সীমানা পিলার নির্মাণ এবং ইকো-পার্ক নির্মাণ করা হচ্ছে। এগুলোর মধ্য থেকে তিনটি উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং নির্দিষ্ট চেকলিস্ট-এর মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় (সংযুক্তি ১০)। মাঠ পর্যায়ে সম্পাদিত কাজ পরিদর্শনকালে যে বিষয়ের উপর পরামর্শক কর্তৃক পরীক্ষা/ নিরীক্ষা করা হয় তা হলো: কাজে ব্যবহারের পূর্বে ব্যবহৃত মালামালের গুনাগুন নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে যে সকল পরীক্ষা/ নিরীক্ষা/ টেস্ট কোড, স্পেসিফিকেশন ও ফ্রিকোয়েন্সি অনুযায়ী করা হয়েছে তার দলিলাদি পরিবীক্ষণ; অনুমোদিত ডিজাইন, প্রোফাইল, মালামালের গুণগতমান যাচাই; এমএস রড, সিসি ঢালাই, আরসিসি ঢালাই-এর গুণগতমান যাচাই; চলমান কাজের কর্মপদ্ধতি, ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি পরিদর্শন।

২.৩.৭ কাজের গুণগতমান পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত মালামালের ল্যাবরেটরি পরীক্ষা

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত ল্যাবরেটরি পরীক্ষাসমূহ টেস্ট স্পেসিফিকেশন ও ফ্রিকোয়েন্সি অনুযায়ী হচ্ছে কিনা তা যাচাই করা হয়। উক্ত টেস্টসমূহের ফলাফল যাচাই (অনুমোদিত স্পেশিফিকেশন অনুসারে) পূর্বক পর্যালোচনা করা হয়।

২.৩.৮ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সবল ও দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ

প্রকল্প মূল্যায়ন পরিকল্পনায় যেসকল তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের প্রস্তাব করা হয়েছে সে সকল তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহপূর্বক বিশ্লেষণ করে প্রকল্প বাস্তবায়নকালিন সবল ও দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ সনাক্ত করে ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

২.৩.৯ ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা

প্রকল্পের আওতায় ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনার জন্য বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃপক্ষ-এর প্রধান কার্যালয় থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়। দৈবচয়নের ভিত্তিতে ২টি প্যাকেজের উপর ক্রয় সংক্রান্ত সমীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এই তথ্যাদি নির্দিষ্ট চেকলিস্টের মাধ্যমে যাচাই ও পর্যালোচনা করা হয়েছে (সংযুক্তি ১২)। ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহকে বিবেচনা করা হয়েছে:

- প্রকল্পের আওতায় পণ্য, কার্য ও সেবাসমূহ ক্রয় প্রক্রিয়ার জন্য কোন ধরনের দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে;
- পণ্য, কার্য ও সেবাসমূহ ক্রয় প্রক্রিয়ার জন্য নির্ধারিত সরকারি নীতিমালা (পিপিআর ২০০৮) অনুসরণ করা হয়েছে কিনা এবং ঠিকমত অনুসরণ না করা হলে কি ধরনের ব্যত্যয় হয়েছে;
- কাজের চুক্তির মূল্যমান দরপত্রের মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য ছিল কিনা; যদি না হয়, কেন এবং কিভাবে তা সমাধান করা হয়েছে;
- পণ্য, কার্য ও সেবাসমূহ ক্রয় প্রক্রিয়ায় ঠিকাদার নির্বাচনের ক্ষেত্রে কি মানদন্ড ছিল এবং তা অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা;
- চুক্তি অনুযায়ী সকল কাজ টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পাদন করা হয়েছে কিনা;
- সরবরাহকৃত পণ্যের গুণগতমান কেমন ছিল;
- প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন প্রকার আর্থিক বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে কিনা; হয়ে থাকলে কিভাবে তার সমাধান করা হয়েছিল;
- প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রকল্পের তহবিল বরাদ্দ যথেষ্ট কি না; এবং
- বরাদ্দকৃত তহবিল ১০০% ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে কিনা; যদি না হয় তার কারণ কি হতে পারে।

২.৩.১০ স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা

মাঠ পর্যায়ের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের শেষ পর্যায়ে ক্রয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালার স্থান, তারিখ, সময় এবং অতিথিদের তালিকা চূড়ান্ত করা হয়। তবে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন পেশার মানুষ, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি, প্রশাসনের কর্মকর্তা,

ঘাট শ্রমিক, এনজিও প্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং বিআইডব্লিউটিএ-র প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাসহ ক্রয় কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

২.৩.১১ জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা

জাতীয় পর্যায়ে একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এতে অন্তত ১২০ জন সরকারি কর্মকর্তা, প্রকল্পের কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট অংশীদার, বিশেষজ্ঞ, সমাজ গবেষক এবং উপকারভোগীদের প্রতিনিধির অংশগ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়।

সারণি ২. ৬: নমুনা সারসংক্ষেপ

তথ্য / উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি	নমুনা আয়তন	অংশগ্রহণকারী
উপকারভোগী জরিপ	৯০০	৯০০
মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার	১৬	১৬
দলগত আলোচনা (৮-১০ জন করে)	৪	৪০
নিবিড় সাক্ষাৎকার	৫	৫
ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা	৫	১০
অবকাঠামোগত উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ	১০	১০
স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা	৬০	৬০
জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা	১২০	১২০
মোট		**১১৬১**

২.৪ উপাত্ত ব্যবস্থাপনা কৌশল

সংখ্যাগত উপাত্ত কোবো টুলবক্সে সংগ্রহ করার ফলে সরাসরি সার্ভার থেকে মাইক্রোসফট এক্সেল ফরমেটে তথ্য ডাউনলোড করা হয়েছে। এরপর এ সকল তথ্য-উপাত্ত ক্লিনিং করা হয়। ক্লিনিংকৃত ডেটা পরবর্তী বিশ্লেষণের জন্য এসপিএসএস সফটওয়্যারে রুপান্তর করা হয়। সংগৃহীত গুণগততথ্য ট্রান্সক্রিপ্ট আকারে সংরক্ষিত করা হয়েছে, যা থেকে পরবর্তীতে কোডিং করে বিশ্লেষণ করা হয়।

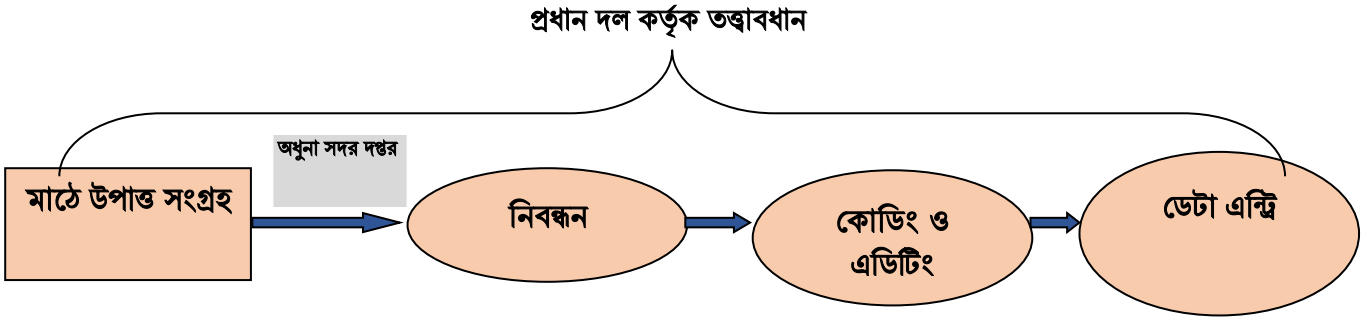

চিত্র ২. ৪: উপাত্ত ব্যবস্থাপনা কৌশল

২.৫ তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ পরিকল্পনা

সংগৃহীত প্রাথমিক সংখ্যাগত তথ্য-উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণে তথ্য বিশ্লেষণ সফটওয়্যার এসপিএসএস ব্যবহৃত হয়।

২.৫.১ সংখ্যাগত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ

সংখ্যাগত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে প্রধানত ইউনি-ভ্যরিয়েট, বাই-ভ্যরিয়েট বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। প্রতিটি ধাপে বিশেষ পরিসংখ্যান কৌশল ব্যবহার করে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়। মূলত যে সব পরিসংখ্যান টুলস তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়েছে তা নিম্নরূপ:

- নমিনাল এবং অর্ডিনাল চলক বিশ্লেষণে—
  - ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন (গণসংখ্যা নিবেশন) গ্রাফ ও চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন (সংখ্যা, অনুপাত ও শতকরা)
  - পরিসংখ্যান (মিডিয়ান, মোড ইত্যাদি)
  - ক্রস টেব্যুলেশন

- *কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবল*
  - পরিসংখ্যান (গড়, মধ্যক, প্রচুরক, এসডি, ভ্যেরিয়েন্স, শতকরা ইত্যাদি)
  - সচিত্র উপস্থাপন
  - কনফিডেন্স ইন্টারভেল (প্রয়োজনে)

২.৫.২ গুণগত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ

১. তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ
২. তথ্য-উপাত্ত কে ধারণায় বিন্যস্ত করা
৩. একটি ধারণার সাথে অন্যদের সম্পর্ক ও প্রভাব নির্ধারণ
৪. সংযোগ বিকল্প ব্যাখ্যা
৫. প্রতিবেদনে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার।

সারণি ২. ৭: গুণগত উপাত্ত বিশ্লেষণের ধাপ

ধাপ	শিরোনাম	দায়িত্ব
১	*উপাত্ত সংগ্রহ*	নির্বাচিত ব্যক্তিকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ। উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি হল নিবিড় সাক্ষাৎকার, মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার।
২	*স্ক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ*	সংগৃহীত উপাত্ত বিস্তারিত লেখা স্ক্রিপ্ট আকারে রূপান্তরিত করা হয়েছে।
৩	*অংশগুলো চিহ্নিতকরণ ও নির্ধারণ*	গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি গবেষণার প্রশ্নাবলির সাথে প্রাসঙ্গিকভাবে বিভিন্ন অংশে চিহ্নিত নির্ধারিত করার জন্য লিখিত স্ক্রিপ্ট পাঠ করা হয়, বিশ্লেষণ করা হয়।
৪	*কোডিং, এডিটিং*	নির্ধারিত অংশসমূহের সেটের মাধ্যমে কোডিং, এডিটিং সম্পন্ন হয়েছে।
৫	*পুনঃবিবেচনা*	নতুন ফলাফল খুঁজে পাওয়া, নির্ধারিত অংশসমূহের প্রেক্ষিতে স্ক্রিপ্টগুলো পর্যালোচিত হয়।
৬	*পুনরায় কোড করা*	পর্যালোচিত স্ক্রিপ্টগুলোতে মতামত থাকলে কোডগুলো আবার দেখা হয়। নতুন ফলাফলের প্রেক্ষিতে কোডিং, এডিটিং সংশোধিত হয়।

ধাপ	শিরোনাম	দায়িত্ব
৭	*পরিগণনা*	গুণগত উপাত্ত গণনা অনুসরণ করে পুনরায় কোড করা হয়।
৮	*হাইয়ার্কিক্যাল শ্রেণি পদ্ধতি সৃষ্টি করা*	মূল দলের সদস্যগণের চিন্তাভাবনা মাধ্যমিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এরূপ কোডিং পদ্ধতি তৈরি করা হয় । এ পদ্ধতির প্রয়োগ বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে বড় সুযোগ সৃষ্টি করেছে।
৯	*মেমো তৈরি*	যখন মতামত ধারণাসমূহ পাওয়া গিয়েছে, এগুলো ধারণা হিসেবে লিখার জন্য অতিরিক্ত উপাত্ত হিসেবে বিশ্লেষণ করার জন্য স্মারকগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
১০	সম্পর্ক *পরীক্ষণ উপাত্ত প্রদর্শন*	সম্পর্ক পরীক্ষণ প্রক্রিয়া একটি মেট্রিক্সের আয়ত্বে আনা হয়, যা কিনা দেখায় কিভাবে বিভিন্ন ধারণাসমূহ সংযুক্ত হয় অথবা হতে পারে; কোন ফলাফলগুলো কোন কারণের সাথে যুক্ত।
১১	*ফলাফল প্রতিপাদন বিশুদ্ধিকরণ*	কর্মশালার শুদ্ধতা পরীক্ষণ, প্রাসঙ্গিক প্রক্রিয়ার স্টেকহোল্ডার ও ব্যক্তিবর্গের সাথে মিটিং এর মাধ্যমে ফলাফলের বৈধতা নিরূপণ করা হয়।
১২	*উপসংহারে উপনীত হওয়া*	গুণগত উপাত্ত বিশ্লেষণ থেকে উপসংহার টানা হয় এ বিষয় মনে রেখে 'তথ্যাদি কতটা বিশ্বাসযোগ্য আর বিশুদ্ধ ছিলো' 'গবেষণা প্রশ্নমালার উত্তরের বিবৃতি থেকে হয়েছিলো' অথবা 'সেগুলো কতটা স্বতঃস্ফূর্ত ছিল'।

২.৬ সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা

নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের জন্য নিম্নবর্ণিত কর্ম পরিকল্পনা (চিত্র ২:৫) গ্রহণ করা হয় এবং সে আলোকে পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালিত হয়েছে।

ক্রম	বিবরণ	ফেব্রুয়ারি ২০২৩		মার্চ ২০২৩				এপ্রিল ২০২৩				মে ২০২৩			
		১ম সপ্তাহ	২য় সপ্তাহ	৩য় সপ্তাহ	৪র্থ সপ্তাহ	৫ম সপ্তাহ	৬ষ্ঠ সপ্তাহ	৭ম সপ্তাহ	৮ম সপ্তাহ	৯ম সপ্তাহ	১০ম সপ্তাহ	১১তম সপ্তাহ	১২তম সপ্তাহ	১৩তম সপ্তাহ	১৪তম সপ্তাহ
১.	প্রকল্পের দলিলাদি পর্যালোচনা														
২.	কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়														
৩.	কর্মপদ্ধতি এবং তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন ছক ও প্রশ্নমালা প্রণয়ন														
৪.	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন প্রণয়ন														
৫.	তথ্যসংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান														
৬.	তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ														
প্রতিবেদন জমা প্রদান	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন			৩ মার্চ											
	১ম খসড়া প্রতিবেদন										২ মে				
	২য় খসড়া প্রতিবেদন												১৬ মে		
	চূড়ান্ত প্রতিবেদন														৩১ মে

চিত্র ২. ৫: কর্ম পরিকল্পনার প্রবাহ চিত্র

তৃতীয় অধ্যায়
ফলাফল পর্যালোচনা

৩.১ প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা

৩.১.১ প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় যেখানে অগ্রগতি হয় ৫ শতাংশ। ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় যথাক্রমে ৩০ শতাংশ এবং ২০ শতাংশ। পক্ষান্তরে এই অর্থবছরসমূহে অগ্রগতি ছিল ১০ শতাংশ করে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সর্বোচ্চ লক্ষ্যমাত্রা ৩০ শতাংশ ধরা হলেও অর্জন ছিল সর্বনিম্ন (মাত্র ১০ শতাংশ)। আরও দেখা যায় যে, ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৫ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় এবং অগ্রগতিও ১৫ শতাংশ পরিলক্ষিত হয়। প্রকল্পের সর্বনিম্ন অগ্রগতি ছিলো ২০১৮-১৯ অর্থবছরে যা মাত্র ৫ শতাংশ। প্রতি অর্থবছরে প্রকল্পের ক্রমাগত অগ্রগতি সাধন হয় এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে তা সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশ হয় এবং প্রকল্পের বাকি কাজ ২০২২-২৩ অর্থবছরে শেষ হবে বলে লক্ষ্যমাত্রা ২৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয় এখন পর্যন্ত যার অর্জন ১৯ শতাংশ (সারণি ৩.১)।

সারণী ৩. ১: অর্থবছর ভিত্তিক প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

আর্থিক বছর	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (%)	
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
২০১৮-১৯	১০%	৫%
২০১৯-২০	৩০%	১০%
২০২০-২১	২০%	১০%
২০২১-২২	১৫%	১৫%
২০২২-২৩	২৫%	১৯%

সূত্র: প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর, বিআইডব্লিউটিএ, এপ্রিল, ২০২৩

অপরদিকে, প্রকল্পের অর্থায়নের অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মূল ডিপিপি অনুযায়ী মোট আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ৮৪৮৫৫.০০ লক্ষ টাকা কিন্তু সংশোধিত ডিপিপিতে আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ১১৮১১০.৩১ লক্ষ টাকা। মূল ডিপিপি অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আর্থিক লক্ষমাত্রা ছিলো ১৭৮২৮.৬০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ১০ শতাংশ কিন্তু সংশোধিত ডিপিপিতে আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা হয় ২৩১.৭৬ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ৫ শতাংশ। মূল ডিপিপি অনুযায়ী সর্বোচ্চ ২২৪২৬.৯৪ লক্ষ টাকা আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ২০২১-২২ অর্থবছরে যা সংশোধিত ডিপিপিতে মাত্র ৬৮২৮৩.৫০ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। মূল ডিপিপি অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ১৫ শতাংশ। কিন্তু সংশোধিত ডিপিপিতে তা ১৫ শতাংশ হয়। মূল ডিপিপি অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে আর্থিক লক্ষ্যমাত্রার জন্য কোন বরাদ্দ না থাকলেও সংশোধিত ডিপিপিতে ধরা হয় ২৫২৬৩.১৮ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব লক্ষ্যমাত্রার ১৫ শতাংশ ধরা হয় (সারণি ৩.২)।

সারণী ৩. ২: প্রকল্পের অর্থায়নের অবস্থা (ডিপিপি অনুযায়ী)

(লক্ষ টাকা)

আর্থিক বছর	আর্থিক লক্ষমাত্রা		বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	
	মূল ডিপিপি (লক্ষ টাকায়)	১ম সংশোধিত ডিপিপি (লক্ষ টাকায়)	মূল ডিপিপি (%)	১ম সংশোধিত ডিপিপি (%)
১	২	৩	৪	৫
২০১৮-১৯	১৭৮২৮.৬০	২৩১.৭৬	১০%	৫%
২০১৯-২০	২২২৪৯.১৮	৮৮৩১.৮৭	৩০%	১০%
২০২০-২১	২২৩৫০.২৮	১৫৫০০.০০	২০%	১০%
২০২১-২২	২২৪২৬.৯৪	৬৮২৮৩.৫০	১৫%	১৫%
২০২২-২৩	--	২৫২৬৩.১৮		২৫%
মোট	৮৪৮৫৫.০০	১১৮১১০.৩১		৬৫%

সূত্র: প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর, বিআইডব্লিউটিএ, এপ্রিল, ২০২৩

৩.১.২ প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয়

নিম্নোক্ত সারণী অর্থবছর অনুযায়ী মূল/সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপিতে সংস্থান, সংস্থার চাহিদা, ডিপিপিতে বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র বিশ্লেষণ করে। নিম্নোক্ত সারণীতে দেখা যায় যে মূল ডিপিপি অনুযায়ী আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২অর্থবছর পর্যন্ত। কিন্তু সংশোধিত ডিপিপিতে তা ২০২২-২৩ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। আবার অর্থবছর বৃদ্ধি পেলেও প্রকল্পের অর্থের পরিমাণ ৩৩২৫৫.৩১ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পায়। ডিপিপিতে বরাদ্দ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০২১-২২ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ২২৪২৬.৯৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিলো এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সর্বনিম্ন ২৩১.৭৬ লক্ষ টাকা (সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে) বরাদ্দ ছিলো। (সারণী ৩.৩)

সারণী ৩. ৩: অর্থ বছর ভিত্তিক বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র

(লক্ষ টাকা)

অর্থ বছর	মূল/ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপিতে সংস্থান		সংস্থার এডিপি/আর এডিপি চাহিদা	এডিপি/আরএ ডিপিতে বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়	অর্জন (%)
	মূল ডিপিপি অনুযায়ী	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী					
২০১৮-১৯	১৭৮২৮.৬০	২৩১.৭৬	৩৪০.০০	৩৪০.০০	৩৪০.০০	২৩১.৭৬	৫%
২০১৯-২০	২২২৪৯.১৮	৮৮৩১.৮৭	১০০০৬.০০	৯৫২৩.০০	৯৫২৩.০০	৮৮৩১.৮৭	১০%
২০২০-২১	২২৩৫০.২৮	১৫৫০০.০০	১৩৯৬৭.০০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	৮৯২১.৪৩	১০%
২০২১-২২	২২৪২৬.৯৪	৬৮২৮৩.৫০	১০৩০০.০০	১০৩০০.০০	১০৩০০.০০	১০২৯৫.০৬	১৫%
২০২২-২৩	--	২৫২৬৩.১৮	৩০২৩৩.০০	২৮৭৭০.০০	২৪৪৫৪.৫০	২৪২৮৭.৩১	২১%
মোট	৮৪৮৫৫.০০	১১৮১১০.৩১			৩৯৬৯৬.৫০	৩৭৬৭৬.৪১	

সূত্র: প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর, বিআইডব্লিউটিএ, এপ্রিল, ২০২৩

৩.১.৩ অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

সারণি ৩.১: প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	বর্ণনা	মোট টাকা	বাস্তব অর্জন
১.	মূল	৮৪৮৫৫.০০	-
২.	প্রথম সংশোধিত	১১৮১১০.০০	-
৩.	সামষ্টিক অগ্রগতি (জুন, ২০২২)	২৮২৮০.০০	৪০%
৪.	বর্তমান অর্থবছরের বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	২৪৪৫৪.০০	২৫%
৫.	এপ্রিল ২০২৩ মাসে অগ্রগতি	১৪৩৫২.০০	২%
৬.	এপ্রিল ২০২৩ মাস পর্যন্ত এ অর্থবছরের অগ্রগতি	২৩৬৮৩.০০	১৯%
৭.	এপ্রিল ২০২৩ মাস পর্যন্ত অর্থ ছাড়	২৪৪৫০.০০	২১%

সূত্র, মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, এপ্রিল ২০২৩

সারণি ৩.২: প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অঙ্গের বিবরণ	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্জন জুন ২০২২		২০২২-২০২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা		২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)
ক	**রাজস্ব উপাদান**							
৩৫.	মূল বেতন (কর্মকর্তা)	৭৪.৪৫	২৪.১৮	-	১০.২২	-	৫.৩২	-
৩৬.	মূল বেতন (কর্মচারী)	২৬.৮৪	২২.৮০	-	৪.০৪	-	৪.০৪	-
৩৭.	বাসা ভাড়া বরাদ্দ	৫৬.৩৯	২৭.৯৩	-	৮.৩৫	-	৫.৫৫	-
৩৮.	উৎসব ভাতা	১৮.৫৭	৯.৩৯	-	৩.৩০	-	২.০৯	-
৩৯.	স্বাস্থ্য ভাতা	৮.০০	৫.৩৬	-	১.৬৫	-	১.০৬	-
৪০.	দৈনিক/ জীবিকা ভাতা	১০.০০	০০.৩২	-	০০.০০	-	০০.০০	-
৪১.	শিক্ষা ভাতা	৬.৭০	০০.০০	-	০০.০০	-	০০.০০	-
৪২.	ওভারটাইম ভাতা	৩.০০	০০.০০	-	০০.০০	-	০০.০০	-
৪৩.	অফিস বিল্ডিং এর ভাড়া	১৫.০০	০০.০০	-	৬.২৬	-	৬.২৬	-
৪৪.	ডাক	১.০০	০০.০০	-	০০.০০	-	০০.০০	-
৪৫.	টেলিফোন	১.০০	০০.০০	-	০০.০০	-	০০.০০	-
৪৬.	গ্যাস ও জ্বালানি	৩০.০০	৭.৯৪	-	৪.৮৫	-	৩.০২	-
৪৭.	পেট্রোল, তেল এবং লুব্রিকেন্ট	১০.০০	১.৮৯	-	১.০০	-	০০.৭৪	-
৪৮.	প্রিন্টিং, বাইন্ডিং এবং পাবলিকেশন	১০.০০	৩.০৩	-	১.০০	-	০০.১৮	-
৪৯.	স্টাম্প এবং সিল	১০.০০	৩.৫৪	-	১.৫০	-	০০.৪৬	-
৫০.	অডিও, ভিডিও/ ফিল্ম প্রোডাকশন	১০.০০	০০.০০	-	৫.০০	-	০০.০০	-
৫১.	বিজ্ঞাপন খরচ	৪০.০০	১৯.৯৭	-	১২.০০	-	১১.৯৫	-
৫২.	ঘরোয়া প্রশিক্ষণ	২৫.০০	০০.০০	-	২৫.০০	-	০০.০০	-

ক্রমিক নং	অঙ্গের বিবরণ	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্জন জুন ২০২২		২০২২-২০২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা		২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)
৫৩.	সেমিনার/ সভা খরচ	২৮.০০	০০.০০	-	২৮.০০	-	০০.০০	-
৫৪.	পরামর্শ	৫৯০.৯৩	৪১৬.০৫	-	১২৭.০০	-	১১১.১০	-
৫৫.	সম্মানী ভাতা	৮.০০	৭.৯৩	-	০০.০০	-	০০.০০	-
৫৬.	জরিপ	৭০.০০	৪৭.৪২	-	১১.১৯	-	০০.৯৭	-
৫৭.	ভাড়ার মূল্য	৪৮.০০	২১.৩৯	-	১২.০০	-	৮.৫৯	-
৫৮.	মোটরযান	৪.৫০	১.৯৮	-	১.৫০	-	০০.৩৪	-
৫৯.	বিশেষ অপারেশন (উচ্ছেদসহ অন্যান্য উপাদান)	২০০.০০	৯৯.৯৬	-	২৯.৬৪	-	২৪.৭৪	-
	উপ-মোট- ক, টাকা=	**১৩০৫.৩৮**	**৭২১.০৯**	-	**২৫৩.০০**	-	**১৮৬.৪২**	**-**
খ	**মূলধনি কাজঃ**							
৬০.	মোটরযান (১টি ডাবল কেবিন পিকআপ)	৪৬.৫০	৪৬.৫০	১০০%	০০.০০		০০.০০	-
৬১.	জলযান (পল্টুন)	৬০০.০০	৫৪৬.৭২	১০০%	০০.০০		০০.০০	-
৬২.	লং বুম এক্সকাভেটর	১৫০০.০০	১৪০১.১৯	১০০%	০০.০০	-	০০.০০	-
৬৩.	কম্পিউটার এবং যন্ত্রপাতি (২টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ২টি ল্যাপটপ, ০১ টি স্কানার, ০১ টি প্রিন্টার, ০১ টি ফটোকপিয়ার এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি)	৬.০০	৫.৯৯	১০০%	০০.০০	-	০০.০০	-
৬৪.	প্রকৌশল এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি	৮.০০	৪.৯৯	৬৫%	৩.০০	-	০০.০০	-
৬৫.	আসবাবপত্র	১২.০০	৪.৫১	৫০%	৭.৪৯	-	৪.৯৯	-
৬৬.	অনাবাসিক বিল্ডিং নির্মাণ এবং সাধারণ কাজ	১১২৩৮৪.৭৪	২৫৫৪৯.১৩	৪০%	২৪১৯১.০১	২৫%	২৩৪৯২.৩২	১৯%
	উপ-মোট (মূলধন):	**১১৪৫.৫৭.২৪**	**২৭৫৫৯.০৩**	**-**	**২৪২০১.৫০**	-	**২৩৪৯৭.৩০**	-
৬৭.	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি (১%)	১১২৩.৮৫	-	-	-	-	-	-
৬৮.	প্রাইস কন্টিনজেন্সি (১%)	১১২৩.৮৪	-	-	-	-	-	-
	সর্বমোট:	**১১৮১১০.৩১**	**২৮২৮০.১২**	**৪০%**	**২৪৪৫৪.৫০**	**২৫%**	**২৩৬৮৩.৭২**	**১৯%**

সূত্র: বিআইডব্লিউটিএ, ২০২৩

পর্যালোচনা

প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন এপ্রিল, ২০২৩ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের সামষ্টিক আর্থিক অগ্রগতি ২৮২৮০.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত আর্থিক অগ্রগতি প্রকল্পের মোট ব্যয়ের ৪০%। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পটির লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ২৪৪৫৪.০০ লক্ষ টাকা। এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ২৪৪৫০.০০ লক্ষ

টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ২১%। মাঠ পর্যায়ে উক্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ৬১% এবং এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৪৪.০৫%। সেক্ষেত্রে অবশিষ্ট কাজসমূহ সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৩.১.৪ প্রকল্পের অনুমোদন ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি

বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীর রক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প ২২ মে ২০১৮ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। অনুরুপভাবে ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ ইং প্রকল্পের ডিপিপি-এর ১ম সংশোধন করা হয়েছে। উক্ত ডিপিপি সংশোধনের ফলে ডিপিপি মূল্য (৮৪৮৫৫.০০– ১১৮১১০.৩১) = ৩৩২৫৫.৩১ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রকল্পের মেয়াদ ১ বৎসর অর্থাৎ জুলাই ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০২২ এর পরিবর্তে জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

প্রকল্পটি সংশোধনের কারণ বা যৌক্তিকতা নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো:

নদীর তীরভূমি থেকে অবৈধ দখল উচ্ছেদের কারণে প্রকল্প এলাকায় তীরভূমি থেকে নদীর দিকে গড়ে ৫০-৬০ ফুট তীরভূমি অবৈধ দখল হতে উন্মুক্ত হয়েছে। অনুমোদিত মাটি খননের প্রকৌশল জরীপে দেখা যায় যে ৫২ কিলোমিটার প্রকল্প এলাকার অধিকাংশ স্থানে ব্যাপক অবৈধ বর্জ্য ও মাটি ফেলে নদী ভরাট করা হয়েছে। অবৈধ দখল অপসারণ ও রোধ এবং নদীকে প্রশস্তকরণের লক্ষ্যে অনুমোদিত মাটি খননের কাজটি ৪৯৯৪১৭ ঘনমিটার এর স্থলে ১৮২১০০০ ঘনমিটার হওয়ায় এ বাবদ মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সে আলোকে প্রস্তাবিত ১৮২১০০০ ঘনমিটার মাটি খননপূর্বক নদীকে গভীর ও প্রশস্ত করণের লক্ষ্যে সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে।

টেকসই অবৈধ দখলরোধ কল্পে সংশোধিত ডিপিপি-তে ৩৩.৩৮৫৮ কিঃকিঃ নদীর তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে, ১০.৩৪৮ কিলোমিটার নিচু তীরভূমিতে পানির অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করনের লক্ষ্যে ওয়াকওয়ে অন পাইল নির্মাণের সংস্থান রাখা হয়েছে। স্থায়ীভাবে অবৈধ দখল রোধ , নদীর প্রশস্ততা ও নাব্যতা বৃদ্ধি এবং টেকসই স্থাপনা নির্মাণের লক্ষ্যে PSC, টেকনিক্যাল কমিটি সভা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সভা এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ অনুযায়ী নদীর উঁচুভূমিতে তীররক্ষার কাজে সিসি ব্লক স্লোপ ব্যাংক প্রটেকশনের পরিবর্তে RCC কি-ওয়াল নির্মাণের সংস্থান রাখার প্রস্তাব করা হয়। সে বিবেচনায় ০১ কিলোমিটার কি-ওয়ালের পরিবর্তে ১০.৩৪৮ কিলোমিটার নির্মাণের প্রয়োজন। RCC কি-ওয়াল নির্মাণের খরচ CC ব্লক স্লোপ ব্যাংক প্রটেকশনের নির্মাণ খরচের চেয়ে বেশি হওয়ায় এবং বাজার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় (PWD-2014 এর পরিবর্তে PWD-2018-এর রেট অনুসরণ করায়) মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া ভৌগলিক অবস্থান, টেকসইভাবে নির্মাণ ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়ায় কি-ওয়ালের আকার-আকৃতি বৃদ্ধি পাওয়ায় এ বাবদ দর বৃদ্ধি পেয়েছে। নিচু ভূমিতে নদীর প্রশস্ততা বৃদ্ধি এবং পানির অবাধ প্রবাহ চলমান রাখার লক্ষ্যে ০৬ কিলোমিটার এর পরিবর্তে ১৭.৭৫ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে অন পাইল নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। কাজের টেকসই ডিজাইন অনুসরণে কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, সেইসাথে বাজার দর বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

আলোচ্য প্রকল্পের মূল ডিপিপি'তে ১০টি ভারী ও ০৯টি হালকা যানবাহনের জন্য জেটি নির্মাণ কাজের সংস্থান রয়েছে। বর্তমানে ঢাকার চারদিকে নৌপথে বানিজ্যিক কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান জেটিসমূহের আকার

ও আয়তন বৃদ্ধিসহ টেকসই স্থাপনা নির্মাণের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে নতুনভাবে নকশা প্রণয়ন করেছেন। বর্ণিত কারণে ১৯ টি জেটিকে ভারী জেটি হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছিলো। কিন্তু নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-প্রধান বাস্তব দিক বিবেচনায় রেখে ১৯টি জেটির পরিবর্তে ১৪টি জেটি নির্মাণ করার জন্য প্রস্তাব করেন। ফলে এলাইনমেন্ট পরিবর্তনসহ কিওয়াল ও ওয়াকওয়ে অন পাইলের সাথে সমন্বয় করার প্রয়োজন হয়েছে। বর্ণিত প্রেক্ষাপটের আলোকে প্রস্তাবিত ১৯টি জেটির পরিবর্তে ১৪টি ভারী যানবাহনের জন্য জেটি নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। জেটির অবকাঠামোগত পরিবর্তন, বাজার দর বৃদ্ধির কারণে জেটির একক দর বৃদ্ধি পেয়েছে।

এছাড়াও, বিভিন্ন সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজের প্রকৃত প্রয়োজনে নতুন অঙ্গ হিসেবে ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন ৩৫.৩৫৮ কিলোমিটার বোল্ডার ফর সোর প্রটেকশনের জন্য ২৬৫০ মিটার, জেটির জন্য পার্কিং ইয়ার্ড ২১০০ বর্গমিটার এবং সদরঘাট ও কেরাণীগঞ্জ এলাকায় যাত্রী সেবার জন্য ৪টি ঘাট নির্মাণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

বুড়িগঙ্গা নদীর দুষণ রোধ এবং নির্মিতব্য টার্মিনাল, জেটি ও নদী বন্দরের স্থান নির্বাচনের বিষয় সংক্রান্ত কারিগরী কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে দীর্ঘমেয়াদী, টেকসই তীর রক্ষার জন্য কি-ওয়াল নির্মাণ শেষে উক্ত স্থাপনার নিচে পানির প্রবাহজনিত Scouring রোধকল্পে Boulder protection করা প্রয়োজন হবে। সে আলোকে সংশোধিত ডিপিপি-তে Boulder protection for scour আইটেমটি সংযোজন করা হয়েছে। বৃষ্টির পানি ও অন্যান্য জমে থাকা পানি ওয়াকওয়ে ও ব্যাংক-প্রটেকশনের যেন কোন ক্ষতি না করতে পারে সেজন্য ওয়াকওয়ে বরাবর ড্রেন ও পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

আলোচ্য প্রকল্পের মূল DPP তে বিভিন্ন অংগ যেমন- পন্টুন, পায়ে হাঁটার সেতু, রেলিং, সীমানা প্রাচীর, জেটি, সীমানা পিলার প্রভৃতি আইটেমসমূহের একক দর PWD-2014, BIWTA এর রেট শিডিউল ও তৎকালীন বাজারদর বিবেচনায় নিয়ে করা হয়। বর্তমানে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক টেকসই ডিজাইন, PWD-2018 রেট শিডিউল বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড-২০১৯ রেট শিডিউল এবং বর্তমান বাজার দর অনুসরণ করায় আইটেমগুলোর এককদর সহ মোট টাকা হ্রাস/বৃদ্ধি ঘটেছে। বর্ণিত প্রেক্ষাপটের আলোকে ডিপিপি পুনগঠন করা হয়েছে যার সংশোধিত প্রাক্কলিত মূল্য ১১৮১১০.৩১ লক্ষ্য টাকা এবং মেয়াদ ০১ বছর বৃদ্ধি করে জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রাক্কলিত/ ডিপিপি দর	সংশোধিত/ আরডিপিপি দর	পার্থক্য (বৃদ্ধি)
৮৪৮৫৫.০০	১১৮১১০.৩১	+৩৩২৫৫.৩১

৩.১.৫ প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন

প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের অর্থব্যয় ধরা হয় ২৩১.৭৬ লক্ষ টাকা, যেখানে ৩৪০.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয় এবং ব্যয় হয় ২৩১.৭৬ লক্ষ টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রকল্পের কর্ম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম এর অর্জন মাত্র ৫%। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রকল্পের অর্থ ব্যয় ধরা হয় ৮৮৩১.৮৭ লক্ষ টাকা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে অবমুক্ত করা হয় ৯৫২৩.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয় ৮৮৩১.৮৭ লক্ষ টাকা যা সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের অর্থ ব্যয়ের সমান এবং কার্যক্রম এর অর্জন ১০%।

২০২০-২১ অর্থবছরে প্রকল্পের জন্য সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের অর্থ ব্যয়ের জন্য ১৫৫০০.০০ লক্ষ টাকা ধরা হয়। কিন্তু, অবমুক্ত করা হয় ১০০০০.০০ লক্ষ টাকা এবং এরমধ্যে, ৮৯২১.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

২০২০-২১ অর্থবছরের অর্জনও ১০ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরে সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্পের জন্য সর্বোচ্চ ৬৮২৮৩.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়, যেখানে ১০৩০০.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয় এবং সর্বোচ্চ ১০২৯৫.০৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে দেখা যায় অর্জন হয়েছে ১৫%।

২০২২-২৩ অর্থবছরে সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্পের জন্য ৯৫৩৩.৫০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয় এবং সর্বোচ্চ ৯৩৯৬.২৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় যেখানে সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্পের অর্থ ব্যয়ের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল ২৫২৬৩.১৮ লক্ষ টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সর্বাধিক অর্থাৎ ২১% কাজ বাস্তবায়ন হয়েছে।

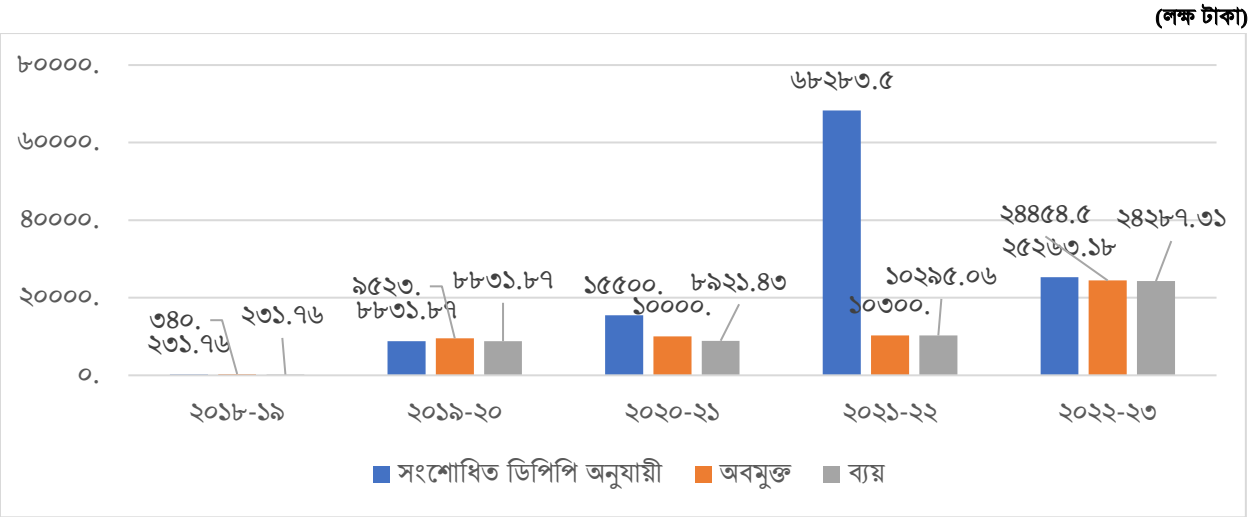

সূত্র: প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর, বিআইডব্লিউটিএ, এপ্রিল, ২০২৩

চিত্র ৩. ৩: প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন

পর্যালোচনা

উপরে উল্লিখিত প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ক্রমান্বয়ে ডিপিপি অনুসারে অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে, ২০১৯-২০ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের মধ্যে অবমুক্ত করা টাকার পরিমাণে খুব বেশি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সর্বনিম্ন পরিমাণ টাকা ডি পি পি অনুসারে অর্থ ব্যয়ের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং সর্বনিম্ন পরিমাণ টাকা অবমুক্ত ও ব্যয় করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে যেখানে সর্বোচ্চ পরিমাণ টাকা ডি পি পি অনুসারে অর্থ ব্যয়ের জন্য নির্ধারণ করা হয়, সেখানে পরবর্তী অর্থবছরে (২০২২-২০২৩) তা হ্রাস পেয়েছে। অথচ ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সাথে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের অবমুক্ত ও ব্যয় করার টাকার পরিমাণ অনেকটাই কাছাকাছি। ২০২৮-২০১৯ অর্থবছর থেকে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে যথাক্রমে প্রকল্পের কর্ম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কার্যক্রমের অর্জন ৫%, ১০%, ১০%, ১৫%, ২১%। এর থেকে বোঝা যায় যে, পর্যায়ক্রমে কাজের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হচ্ছে, কিন্তু সময়ের সাথে অগ্রগতির পার্থক্য অনেক বেশি।

৩.১.৬ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি

৩.১.৬.১ প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি (এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত)

প্রকল্পটির প্রধান অঙ্গসমূহের ভিত্তিতে লক্ষ্য ও অর্জন বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, নদীর অভ্যন্তরের অননুমোদিত ভরাটকৃত মাটি খননের আরডিপিপি পরিমাণ ১৮.২১ লক্ষ ঘনমিটার, যেখানে পরিমাণে দৃশ্যমান অগ্রগতি ৩.৫০ লক্ষ ঘনমিটার এবং বাস্তব অগ্রগতি ১৯%।

নদীর তীর ভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ অঙ্গের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, আরডিপিপি পরিমাণ ৩৩.৮৫৮ কিলোমিটার কিন্তু পরিমাণে দৃশ্যমান অগ্রগতি ১৫ কিলোমিটার এবং বাস্তব অগ্রগতি শতকরা ৪৪ ভাগ। নদীর তীরভূমিতে কলামের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ এর ক্ষেত্রে আরডিপিপি পরিমাণ ১৭.৭৫০ কিলোমিটার হলেও পরিমাণে দৃশ্যমান অগ্রগতি ৫ কিলোমিটার অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি শতকরা ২৮ ভাগ হয়েছে।

প্রকল্পের অংশ হিসেবে তীররক্ষা কাজ এর জন্য আরডিপিপি পরিমাণ ২৪.৬৮৫ কিলোমিটার এবং পরিমাণে বাস্তব অগ্রগতি ১৬ কিলোমিটার। আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ এর জন্য আরডিপিপি পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় ৮০ টি এবং পরিমাণে দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়েছে ৩০টি অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৩৭%।

একই ভাবে কী ওয়াল নির্মাণ এর ক্ষেত্রে বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৪০%, যেখানে আরডিপিপি পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় ১০.০৪৩ কিলোমিটার এবং পরিমাণে দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়েছে ৪ কিলোমিটার।

ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন নির্মাণের জন্য ৩৫.৩৫৮ কিলোমিটার যেখানে পরিমাণে বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে মাত্র ৫ কিলোমিটার। প্রকল্পের অংশ হিসেবে বোল্ডার প্রোটেকশন ফর স্কাওয়ার কাজের জন্য আরডিপিপি পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে ২.৬৫ কিলোমিটার কিন্তু দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়েছে মাত্র ২০ মিটার অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে মাত্র <১%।

পায়ে হাঁটার জন্য সেতু নির্মাণ এর ক্ষেত্রে বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে মাত্র ৩৮%। রেলিং নির্মাণ এর ক্ষেত্রে বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৩৯%, বসার বেঞ্চ নির্মাণ এর জন্য আরডিপিপি পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় ২৯১ টি ও পরিমাণে দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়েছে ২৯ টি অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১০%। সীমানা প্রাচীর নির্মাণ এর আরডিপিপি পরিমাণ ও দৃশ্যমান অগ্রগতি সমান হওয়ায় বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১০০%।

পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ এর বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৬০% ও ভারী যানবাহনের জন্য জেটি নির্মাণ এর বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৪৩%। জেটির জন্য রাস্তা নির্মাণ কাজের বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১%।

আরসিসি পার্কিং ইয়ার্ড নির্মাণ কাজের আরডিপিপি পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় ২৩০০০ বর্গ মিটার কিন্তু কাজের কিছুই এখনও দৃশ্যমান হয়নি অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতির পরিমাণ শতকরা ০ ভাগ। স্পাড নির্মাণের কাজ দৃশ্যমান হয়েছে ১২টি এবং শতকরা ৪৩ ভাগ বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে।

নদীর তীরভূমিতে ইকোপার্ক নির্মাণ এর জন্য আরডিপিপি পরিমাণ ৩টি ও দৃশ্যমান ইকোপার্ক ৩টি হওয়ায় বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে শতকরা ১০০ ভাগ।

বনায়ন কাজের বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে মাত্র ৮%। সদরঘাট ও কেরানীগঞ্জ এলাকায় যাত্রী সেবার জন্য ০৪ (চার) টি ঘাট নির্মাণ প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়নি (সারণি ৩.৪)।

সারণি ৩.৪: প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি

ক্র. নং	অংগের বিবরণ	একক	পরিমাণ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	অগ্রগতি (পরিমাণে)
১.	নদীর অভ্যন্তরের অননুমোদিত ভরাটকৃত মাটি খনন	লক্ষ ঘন মিটার	১৮.২১	১৯.২২	৩.৫০
২.	নদীর তীর ভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ	কিলোমিটার	৩৩.৮৫৮	৪৪.৩০	১৫
৩.	নদীর তীরভূমিতে কলামের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ	কিলোমিটার	১৭.৭৫০	২৮.১৬	৫
৪.	তীররক্ষা কাজ	কিলোমিটার	২৪.৬৮৫	৬৪.৮১	১৬
৫.	আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ	সংখ্যা	৮০	৩৭.৫	৩০
৬.	কি ওয়াল নির্মাণ	কিলোমিটার	১০.০৪৩	৩৯.৮২	৪
৭.	ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন নির্মাণ	কিলোমিটার	৩৫.৩৫৮	১৪.১৪	৫
৮.	Boulder Protection for Scour	কিলোমিটার	২.৬৫	০.৭৫	২০
৯.	পায়ে হাটার জন্য সেতু নির্মাণ	মি.	৩৯৫	৩৭.৯৭	১৫০
১০.	রেলিং নির্মাণ	কিলোমিটার	১০২.৫২৪	৩৯.০১	৪০
১১.	বসার বেঞ্চ নির্মাণ	সংখ্যা	২৯১	৯.৯৬	২৯
১২.	সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	কিলোমিটার	০.৮৫	১০০	০.৮৫
১৩.	পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ	কিলোমিটার	৩.৫০	৬০	২.১
১৪.	ভারী যানবাহনের জন্য জেটি নির্মাণ	সংখ্যা	১৪	৪২.৮৫	৬
১৫.	জেটির জন্য রাস্তা নির্মাণ	কিলোমিটার	৯.০০	১.১১	০.১০
১৬.	RCC Parking Yard Construction	বর্গ মিটার	২৩০০০	০	০
১৭.	উঁচু ভূমিতে নদীর সীমানা পিলার নির্মাণ	সংখ্যা	৩৭১২	১৩৪.৬৯ ১২৯.৮৭	৫০০০
১৮.	নীচু ভূমিতে নদীর সীমানা পিলার নির্মাণ	সংখ্যা	৩৮৫০		
১৯.	Spud	সংখ্যা	২৮	৪২.৮৫	১২
২০.	নদীর তীরভূমিতে ইকোপার্ক নির্মাণ	সংখ্যা	০৩	১০০	০৩
২১.	বনায়ন	কিলোমিটার	৩৫.৩৫৮	৮.৪৮	০৩
২২.	সদরঘাট ও কেরানীগঞ্জ এলাকায় যাত্রী সেবার জন্য ০৪ (চার) টি ঘাট নির্মাণ	সংখ্যা	০৪	০	সম্পন্ন হয় নাই

সূত্র: মাঠ জরিপ ও প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর, বিআইডব্লিউটিএ, এপ্রিল, ২০২৩

ভৌত কাজ সংক্রান্ত কেইস স্টাডি

কেইস স্টাডি ১: ওয়াকওয়ে নির্মাণ

এ প্রকল্পের আওতায় নদীর দুই তীরে বিভিন্ন প্যাকেজে নদীর তীরভূমিতে মোট ৫২.০০ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে। ওয়াকওয়ে নির্মাণের মোট ব্যয় ৯,৬৪৯.৫৩ লক্ষ টাকা। এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান হয়েছে ১৫কিলোমিটার এবং বাস্তব অগ্রগতি ৪০%।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-১) তুরাগ নদীর রামচন্দ্রপুর থেকে বসিলা পর্যন্ত অংশে নদীর তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ ১০০০মিটার এবং কলামের উপর ২৫৫০মিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় এপ্রিল ২০১৯ মাসে। দরপত্র আহবান করা হয় ২৫ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ২৬ মে২০১৯ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ১৯ আগস্ট ২০১৯ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ১০০% অর্থাৎ কাজটি মাঠ পর্যায়ে সমাপ্ত হয়েছে।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-৩) বুড়ীগঙ্গা নদীর বসিলা থেকে কামরাঙ্গীরচর পর্যন্ত নদীর তীরভূমিতে ৪৫০০ মিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ এবং কলামের উপর ৪৫০ মিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় ডিসেম্বর ২০২০ মাসে। সেখানে ১ম লটে দরপত্র আহবান করা হয় ২০ এপ্রিল ২০২১ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ০৬ মে ২০২১ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ১৮ আগস্ট ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৬০% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। ২য় লটে দরপত্র আহবান করা হয় ০৩ এপ্রিল ২০২২ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ০৮ মে ২০২২ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ০২ আগস্ট ২০২২ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ২০% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-৪) কামরাঙ্গীর চর হতে খোলামোরা ঘাট পর্যন্ত নদীর তীরভূমিতে ১০০০ মিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় নভেম্বর ২০২০ মাসে। ১ম লটে দরপত্র আহবান করা হয় ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ০৯ নভেম্বর ২০২১ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ১৫ মার্চ ২০২২ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৮০% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-৫) তুরাগ নদীর আমিন বাজার ব্রিজ হতে ইস্টার্ন হাউজিং (ঢাকা প্রান্ত) পর্যন্ত নদীর তীরভূমিতে ৩২৫০ মিটার ওয়াকওয়ে এবং কলামের উপর ২০০০০মিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় ফেব্রুয়ারি ২০২১ মাসে। ১ম লটে দরপত্র আহবান করা হয় ২০ এপ্রিল ২০২১তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ০৬ মে ২০২১ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ১৬ আগস্ট ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৬০% এবং কাজটি মাঠ পর্যায় চলমান রয়েছে। ২য় লটে দরপত্র আহবান করা হয় ০৩ এপ্রিল ২০২২ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ০৮ মে ২০২২ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ০৮ আগস্ট ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ২৫% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-০৬) তুরাগ নদীর আমিন বাজার ব্রিজ হতে ইস্টার্ন হাউজিং (সাভার প্রান্ত) পর্যন্ত নদীর তীরভূমিতে ১৫৯০ মিটার ওয়াকওয়ে এবং কলামের উপর ৭২৫ মিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় ফেব্রুয়ারি ২০২১ মাসে। ১ম লটে দরপত্র আহবান করা

হয় ২০ এপ্রিল ২০২১ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ০৬ মে ২০২১ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ২৪ আগস্ট ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৮০% এবং কাজটি মাঠ পর্যায় চলমান রয়েছে। ২য় লটে দরপত্র আহবান করা হয় ০৩ এপ্রিল ২০২২ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করা হয় ০৮ মে ২০২২ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ১৭ আগস্ট ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ২০% এবং কাজটি মাঠ পর্যায় চলমান রয়েছে।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-০৭) বুড়ীগঙ্গা নদীর সদরঘাট টার্মিনাল থেকে বাবুবাজার ব্রিজ পর্যন্ত নদীর তীরভূমিতে ৯৫০ মিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় ফেব্রুয়ারি ২০২১ মাসে। এখানে দরপত্র আহবান করা হয় ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ০৯ নভেম্বর ২০২১ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ২২ মার্চ ২০২২ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৬০% এবং কাজটি মাঠ পর্যায় চলমান রয়েছে।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-০৮) বুড়ীগঙ্গা নদীর ফতুল্লা থেকে ধর্মগঞ্জ পর্যন্ত নদীর তীরভূমিতে ২২৫০ মিটার ওয়াকওয়ে এবং কলামের উপর ৩০০ মিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় ডিসেম্বর ২০২০ মাসে। ১ম লটে দরপত্র আহবান করা হয় ২৩ নভেম্বর ২০ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ২৪ ডিসেম্বর ২০২০ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ০৯ মে ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৬০% এবং কাজটি মাঠ পর্যায় চলমান রয়েছে। ২য় লটে দরপত্র আহবান করা হয় ০৩ এপ্রিল ২০২২ তারিখ দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ০৮ মে ২০২২ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ১১ আগস্ট ২০২২ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ২০% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-০৯) শীতলক্ষ্যা নদীর ডিইপিটিসি এলাকা (নেভি ডকইয়ার্ড হতে হাজীগঞ্জ গুদারাঘাট) পর্যন্ত নদীর তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে ২২৫০ মিটার এবং কলামের উপর ওয়াকওয়ে ২৫০ মিটার নির্মাণ করা হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় ডিসেম্বর ২০২০ মাসে। ১ম লটে দরপত্র আহবান করা হয় ২০ এপ্রিল ২০২১ তারিখ। দরপত্র গ্রহণ করা হয় ০৬ মে ২০২১ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ২৬ আগস্ট ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৬০% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। ২য় লটে দরপত্র আহবান করা হয় ০৩ এপ্রিল ২০২২ তারিখ। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ০৮ মে ২০২২ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ২৩ আগস্ট ২০২২ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ১৫% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-১০) শীতলক্ষ্যা নদীর নারায়ণগঞ্জ সাইলো থেকে গোদনাইল পর্যন্ত নদীর তীরভূমিতে ২৫০০ মিটার এবং কলামের উপর ২০০০ মিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় ডিসেম্বর ২০২০ মাসে। ১ম লটে দরপত্র আহবান করা হয় ২৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখে। দরপত্র গ্রহণের তারিখ ছিল ২৪ ডিসেম্বর ২০২০ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ০৯ মে ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৪৫% এবং কাজটি মাঠ পর্যায় চলমান রয়েছে। ২য় লটে দরপত্র আহবান করা হয় ০৩ এপ্রিল ২০২২ তারিখ। দরপত্র গ্রহণ করা হয় ০৮ মে ২০২২ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ১১ আগস্ট ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ২২% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-১১) শীতলক্ষ্যা নদীর নারায়ণগঞ্জ গোদনাইল থেকে কুমুদিনী পর্যন্ত নদীর তীরভূমিতে ৩০০০ মিটার ওয়াকওয়ে এবং কলামের উপর ৮৩০ মিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় নভেম্বর ২০২০ মাসে। ১ম লটে দরপত্র আহবান করা হয় ২৪ জুন ২০২১

তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করা হয় ১৫ জুন ২০২১ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ২৭.১০.২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৭০% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। ২য় লটে দরপত্র আহবান করা হয় ২৩ নভেম্বর ২০২ তারিখে। দরপত্র গ্রহণের তারিখ ছিল ২৪ ডিসেম্বর ২০২০ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ০৯ মে ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৫০% কাজটি মাঠ পর্যায় চলমান রয়েছে। ৩য় লটে দরপত্র আহবান করা হয় ০৩ এপ্রিল ২০২২ তারিখ দরপত্র গ্রহণের তারিখ ছিল ০৮ মে ২০২২ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ১১ আগস্ট ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৪০% এবং কাজটি মাঠ পর্যায় চলমান রয়েছে।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-১২) শীতলক্ষ্যা নদীর নিতাইগঞ্জ খাল থেকে প্রিমিয়ার সিমেন্ট পর্যন্ত নদীর তীরভূমিতে ৩০০০ মিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় নভেম্বর ২০২০ মাসে। ১ম লটে দরপত্র আহবান করা হয় ২৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখে। দরপত্র গ্রহণের তারিখ ছিল ২৪ ডিসেম্বর ২০২০ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ০৯ মে ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৫০% এবং কাজটি মাঠ পর্যায় চলমান রয়েছে। ২য় লটে দরপত্র আহবান করা হয় ২৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখে। দরপত্র গ্রহণের তারিখ ছিল ২৪ ডিসেম্বর ২০২০ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ০৯ মে ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৪৬% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। ৩য় লটে দরপত্র আহবান করা হয় ০৩ এপ্রিল ২০২২ তারিখে। দরপত্র গ্রহণে তারিখ ছিল ০৮ মে ২০২২ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ০৮ আগস্ট ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৫% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-১৩) শীতলক্ষ্যা নদীর কাঁচপুর থেকে সুলতানা কামাল সেতু এলাকা পর্যন্ত নদীর তীরভূমিতে ১৫০০ মিটার এবং কলামের উপর ১৫০০ মিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় নভেম্বর ২০২০ মাসে। ১ম লটে দরপত্র আহবান করা হয় ২৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখে। দরপত্র গ্রহণের তারিখ ছিল ২৪ ডিসেম্বর ২০২০ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ২৫ মে ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৯৫% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। ২য় লটে দরপত্র আহবান করা হয় ০৩ এপ্রিল ২০২২ তারিখ। দরপত্র গ্রহণের তারিখ ছিল ০৮ মে ২০২২ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ২৬ জুলাই ২০২২ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৪৫% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-১৪) তুরাগ নদীর ঢাকা প্রান্তে বাতুলিয়া থেকে উজানপুর পর্যন্ত নদীর তীরভূমিতে ১০০০ মিটার এবং কলামের উপর ২৭২৫ মিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় ডিসেম্বর ২০২০ মাসে। ১ম লটে দরপত্র আহবান করা হয় ২০ এপ্রিল ২০২১ তারিখে। দরপত্র গ্রহণের তারিখ ছিল ০৬ মে ২০২১ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ২৪ আগস্ট ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ২৮% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। ২য় লটে দরপত্র আহবান করা হয় ০৩ এপ্রিল ২০২২ তারিখে। দরপত্র গ্রহণের তারিখ ছিল ০৮ মে ২০২ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ০৮ আগস্ট ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৫% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-১৫) তুরাগ নদীর গাজিপুর প্রান্তে পাগার মৌজা থেকে হারবাইদ পর্যন্ত নদীর তীরভূমিতে ২০৬৮ মিটার ওয়াকওয়ে এবং কলামের উপর ১০০০ মিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় ডিসেম্বর ২০২০ মাসে। ১ম লটের দরপত্র আহবান করা হয় ২৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখ। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ২৪ ডিসেম্বর ২০২০ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ০৯ মে ২০২২

তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ২৭% এবং কাজটি মাঠ পর্যায় চলমান রয়েছে। ২য় লটে দরপত্র আহবান করা হয় ২৪ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ২৭ ফেব্রুয়ারি২০২২ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ০১ জুন ২০২২ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ২৮% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-১৬) তুরাগ নদীর ঢাকা প্রান্তে আশুলিয়া থেকে কামারপাড়া পর্যন্ত নদীর তীরভূমিতে ২০০০ মিটার এবং কলামের উপর ১৫০০ মিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে। ১ম লটে দরপত্র আহবান করা হয় ২৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখ। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ২৪ ডিসেম্বর ২০২০ এবং চুক্তিস্বাক্ষর করা হয় ০১ জুলাই ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৩০% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। ২য় লটে দরপত্র আহবান করা হয় ০৪ এপ্রিল ২০২২ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ০৮ মে ২০২২ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ০৮ আগস্ট ২০২২ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৪৪% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-১৭) তুরাগ নদীর গাজীপুর প্রান্তে আশুলীয়া থেকে কামারপাড়া পর্যন্ত নদীর তীরভূমিতে ২০০০ মিটার ওয়াকওয়ে এবং কলামের উপর ১৯২০ মিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে। ১ম লটে দরপত্র আহবান করা হয় ২০ এপ্রিল ২০২১ তারিখ। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ০৬ মে ২০২১ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ১৬ আগস্ট ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৩৬% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। ২য় লটে দরপত্র আহবান করা হয় ০৪ এপ্রিল ২০২২ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ০৮ মে ২০২২ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ১৭ আগস্ট ২০২২ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ২০% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ওয়াকওয়ে নির্মাণের ফলে নগরবাসীর হাঁটা-চলার সুন্দর একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

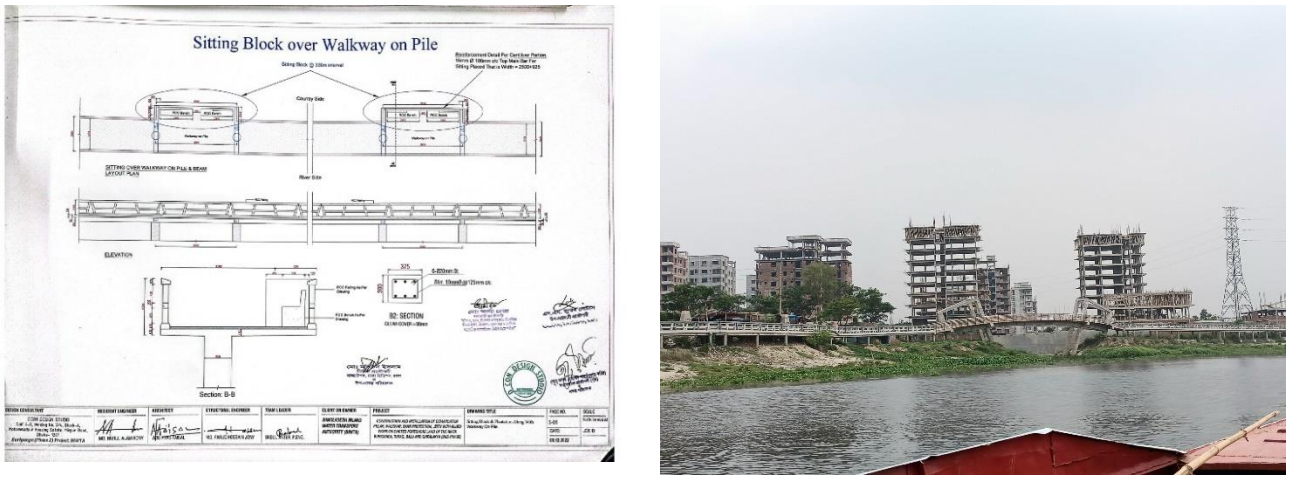

চিত্র ৩. ৪: ওয়াকওয়ে'র প্লান ও ছবি (বুড়িগঙ্গা নদী)

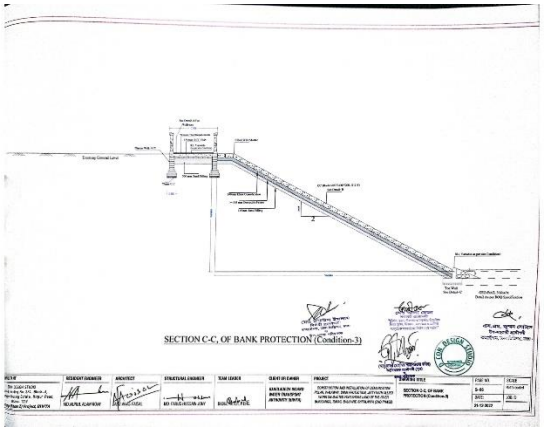

চিত্র ৩. ৫: ব্যাংক প্রটেকশানের সেকশনাল ড্রয়িং, কী ওয়ালসহ ওয়াকওয়ে'র ছবি (ঢাকা উদ্যান)

পর্যালোচনা

বড় বাজার, মিরপুর এবং ঢাকা উদ্যান এলাকায় পূর্ত কাজের ০১ নং প্যাকেজের তুরাগ নদীর রামচন্দ্রপুর হতে বসিলা পর্যন্ত অংশের ঢাকা উদ্যান প্রান্ত এবং ০৫ নং প্যাকেজের তুরাগ নদীর আমিন বাজার ব্রিজ হতে ইস্টার্ন হাউজিং অংশের বড় বাজার, মিরপুরে নদীর তীরভুমিতে নির্মিত ওয়াকওয়ে নির্মাণকাজ পর্যবেক্ষণ করা হয়। ডিজাইন মোতাবেক ওয়াকওয়ের প্রস্থ ২.৫০ মিটার এবং ওয়াকওয়ের উভয় পাশে আরসিসি রেলিং স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজের গুণগতমান সন্তোষজনক বলে প্রতিয়মান হয়। তবে ওয়াকওয়ের উপর স্থাপিত সিমেন্ট বা পেভের কয়েকটি স্থানে টাইলস ভাঙ্গা পরিলক্ষিত হয়। কাজ চলমান অবস্থায় জনসাধারণের উক্ত স্থানে চলাচল করা বন্ধ করা হলে এমন ক্ষতি এড়ানো যেতো। ভাঙ্গা টাইলসগুলোর আশু প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন। অপরদিকে, রাস্তার পাশের ওয়াকওয়েতে রেডি মিক্স এর গাড়ি পরিষ্কার করার সময় উচ্ছিষ্ট রেডি মিক্স ওয়াকওয়েতে ফেলে রাখা হয়েছে। ঢাকা উদ্যানের ওয়াকওয়ের উপরে কনভেয়ার বেল্ট-এর মাধ্যমে নৌযান থেকে সিমেন্ট নামানো হচ্ছে যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। একইভাবে বাল্কহেড থেকে বালু অপসারণের জন্য ওয়াকওয়ের উপর দিয়ে ড্রেজারের পাইপ ঝুলানো রয়েছে যা জনসাধারণ এবং ওয়াকওয়ে'র জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

কেইস স্টাডি ২: সীমানা পিলার স্থাপন

উক্ত প্রকল্পের আওতায় প্যাকেজ নং পূর্ত কাজ-২৪ এর মাধ্যমে ঢাকা নদী বন্দর এলাকায় দুটি লটে নদীর সীমানা পিলার নির্মাণ করা হচ্ছে। এই প্যাকেজের আওতায় উঁচু ভূমিতে ১৬০৬টি এবং নিচু ভূমিতে ১৫৫০টি মোট ৩১৫৬টি সীমানা পিলার নির্মিত হবে। এই প্যাকেজের প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয় ৭০৮৭.২০ লক্ষ টাকা। ডিপিপি অনুযায়ী উক্ত প্যাকেজের দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় মার্চ ২০১৯ এবং দরপত্র আহবান করা হয় ১৮.০৩.২০১৯ তারিখে। ঢাকা নদী বন্দর এলাকার প্রথম লটে ২৫০১টি সীমানা পিলার স্থাপন করা হয়। উক্ত সীমানা পিলার স্থাপন করা বাবদ মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৫৭৫১.৬৬ লক্ষ টাকা এবং এই লটের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

অপরদিকে, প্যাকেজ নং পূর্ত কাজ-২৫ এর মাধ্যমে টঙ্গী নদী বন্দর এলাকায় একাধিক লটে নদীর সীমানা পিলার নির্মাণ করা হচ্ছে। এই প্যাকেজের আওতায় উঁচু ভূমিতে ৭০৬টি এবং নিচু ভূমিতে ১৩০০টি মোট ২০০৬টি সীমানা

পিলার নির্মিত হবে যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৫০১৪.৭০ লক্ষ টাকা। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারিত হয় মে ২০১৯ এবং দরপত্র আহবান করা হয় ০৯ মে ২০১৯ তারিখে। উক্ত প্যাকেজে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৩৯২.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৭৬%।

প্যাকেজ নং পূর্ত কাজ-২৬ এ নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দর এলাকায় একাধিক লটের মাধ্যমে নদীর সীমানা পিলার নির্মাণ করা হচ্ছে। এই প্যাকেজের আওতায় উঁচু ভূমিতে ১৪০০টি এবং নিচু ভূমিতে ১০০০টি মোট ২৪০০টি সীমানা পিলার নির্মিত হচ্ছে যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৫১০০.০০ লক্ষ টাকা। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় নভেম্বর ২০১৯ তারিখে এবং দরপত্র আহবান করা হয় ২২ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে।

উঁচু ভূমিতে সীমানা পিলারের জন্য মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৫,৩৮২.৪০ লক্ষ টাকা এবং নিচু তীরভূমিতে সীমানা পিলারের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় ১১,৮১৯.৫০ লক্ষ টাকা। উক্ত অঙ্গের বাস্তব অগ্রগতি ৭৫%। উঁচু তীরভূমিতে সীমানা পিলার নির্মাণ করা হয়েছে ঢাকা নদী বন্দর এলাকায় ১৬০৬টি, টঙ্গী নদী বন্দর এলাকায় ৭০৬টি, নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দর এলাকায় ১৪০০টি অর্থাৎ মোট ৩৭১২টি। নিচু তীরভূমিতে সীমানা পিলার ঢাকা নদী বন্দর এলাকায় ১৫৫০টি, টঙ্গী নদী বন্দর এলাকায় ১৩০০টি, নারায়ণগঞ্জ বন্দর এলাকায় ১০০০টি অর্থাৎ মোট ৩৮৫০টি।

চিত্র ৩. ৬: সীমানা পিলারে প্লান ও ক্রসসেকশান (উঁচু ভূমি)

পর্যালোচনা

সীমানা পিলার নির্মাণ কাজের জন্য নারায়নগঞ্জের খানপুরে নির্মিত সীমানা পিলার গুলি পরিদর্শন করা হয়। বর্ণিত পিলারগুলো কাস্ট ইন সিটু পাইলের উপর নির্মাণ করা হয়েছে। SOILMARK CONSULTANT কর্তৃক উক্ত এলাকার ২২টি পাইলের ইন্টিগ্রিটি টেস্ট রিপোর্ট পর্যালোচনা করে দেখা যায় পাইলগুলোর দৈর্ঘ্য এবং পাইলগুলোর কংক্রিটের গুণগতমান সন্তোষজনক। প্রতিটি সীমানা পিলারের গায়ে পিলার নং, মৌজা নং, পিলারের অবস্থান লিখিত আছে। জিপিএস লোকেশন মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা করা হয়।

প্রকল্প পরিচালক, বিআইডব্লিউটিএ-এর দপ্তরে রক্ষিত রিপোর্ট অনুসারে সেগুলো সঠিক পাওয়া যায়। পিলারের কংক্রিটের গুণগতমান বুয়েট কর্তৃক প্রণীত টেস্ট রিপোর্ট অনুযায়ী সঠিক দেখা যায়। সীমানা পিলারের বহিঃগাত্র পরীক্ষা করে গুণগতমানও সঠিক বলে পাওয়া যায়।

দৈবচয়নের ভিত্তিতে সীমানা পিলারের জিপিএস কোঅর্ডিনেট যাচাই করণে দেখা যায় যে, সকল পিলারের অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশ সঠিক রয়েছে। এক্ষেত্রে জিপিএস মেশিনের মাধ্যমে কোঅর্ডিনেট যাচাই করা হয়।

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের নিকট সীমানা পিলারের জিপিএস কোঅর্ডিনেটের কোন সফট কপি নেই কেবলমাত্র একটি রেকর্ড বই-এর মাধ্যমে উক্ত উপাত্ত (GIS Data) সংরক্ষিত হচ্ছে। এমনকি কোন সার্ভারে এটি সংরক্ষণ করা হয় নাই। যা প্রকল্পের অন্যতম একটি ঝুঁকি হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। সীমানা পিলারের জিপিএস কোঅর্ডিনেট বা উপাত্তের ভিত্তিতে মানচিত্র প্রণয়ন করা হলে সীমানা পিলারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সহজ হতো।

কেইস স্টাডি ৩: ইকো পার্ক নির্মাণ

অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী নদীর তীর ভুমিতে ৩টি ইকোপার্ক যথাঃ- ১. বড় বাজার, মিরপুর ২. টঙ্গী ইকো পার্ক এবং ৩. হাজীগঞ্জ ইকো পার্ক, নারায়ণগঞ্জ-এ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় নভেম্বর ২০২০ তারিখে। সেখানে ১ম লটে টঙ্গি ইকোপার্ক নির্মাণের জন্য দরপত্র আহবান করা হয় ২৭ জুন ২০২০ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ০২.০৯.২০২০ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ০২ নভেম্বর ২০২০ তারিখে। চুক্তি মূল্য নির্ধারণ করা হয় ১১.৬৭ কোটি টাকা। ১ম লটের বাস্তব অগ্রগতি ১০০% বা উক্ত ইকো পার্কের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

২য় লটে মিরপুর বড়বাজার ইকোপার্ক নির্মাণের জন্য দরপত্র আহবান করা হয় ২৪ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করা হয় ১৬ ফেব্রুয়ারি২০২২ তারিখে এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ৩১.০৩.২০২২ তারিখে। চুক্তি মূল্য নির্ধারণ করা হয় ৩.৬৩ কোটি টাকা। ২য় লটের বাস্তব অগ্রগতি ৯৬% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে।

৩য় লটে নারায়ণগঞ্জের হাজীগঞ্জে ইকোপার্ক নির্মাণের জন্য দরপত্র আহবান করা হয় ২৪ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ১৯ এপ্রিল ২০২২ তারিখে। চুক্তি মূল্য করা হয় ৪.২৬ কোটি টাকা। ৩য় লটের বাস্তব অগ্রগতি ৮০% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে।

তিনটি ইকো পার্কের বাস্তব অগ্রগতি ৯৫%। প্রক্কলিত ব্যয় ১৯৩৭.৩১ লক্ষ টাকা, সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী মোট ব্যয় ১৪৭০.৩৩ লক্ষ টাকা। ইকো পার্কে সবুজায়ন, সৌন্দর্যবর্ধন এবং প্রশান্তিময় ছায়াযুক্ত করার জন্য সুপরিকল্পিত ভাবে বৃক্ষ ও বিভিন্ন বাহারী ফুলগাছ রোপন করা হয়েছে। পার্কের মধ্যে হাঁটা-চলার জন্য রাস্তা, বসার জন্য বেঞ্চ, এবং রেস্টুরেন্ট নির্মাণ করা হয়েছে।

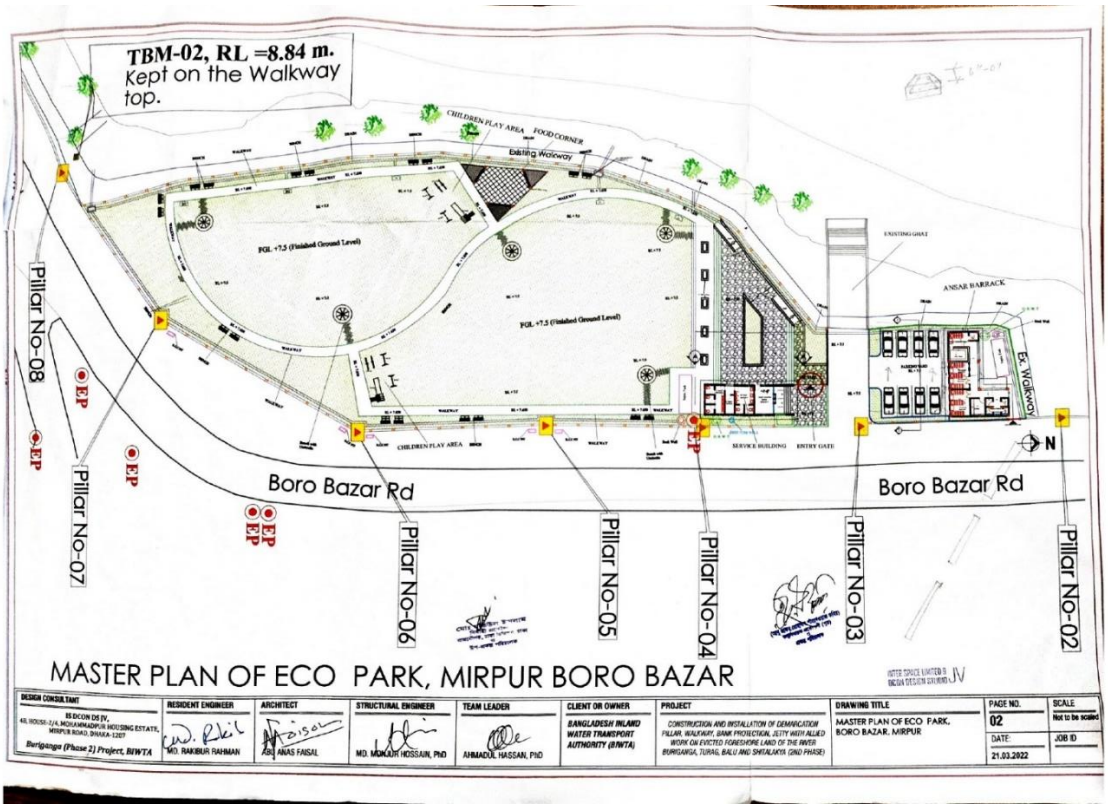

চিত্র ৩. ৭ : ইকো পার্কের প্লান (বড় বাজার)

চিত্র ৩. ৮: ইকো পার্ক (বড় বাজার)

পর্যালোচনা

ইতোমধ্যে টঙ্গী এলাকা এবং বড় বাজার মিরপুর ইকো পার্ক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত ইকোপার্ক দুইটি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। ইকো পার্কগুলোর নির্মাণ কাজ পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, নদী তীরে আরসিসি ওয়াকওয়ে ও নদীর তীর সংরক্ষণ, আরসিসি সিঁড়ি, রেলিং ও বেঞ্চ, ছাতা ইত্যাদি নির্মাণ কাজ বিনির্দেশ ও ওয়ার্কিং নকশা অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত ইকোপার্ক দুটিই ইতোমধ্যে লিজ প্রদান করা হয়েছে। নারায়ণগঞ্জের হাজীগঞ্জ ইকোপার্কটির নির্মাণ কাজ এখনও চলমান রয়েছে।

বড় বাজার ইকোপার্কের অভ্যন্তরে চলাচলের রাস্তার টাইলস কিছু কিছু অংশে ভাঙ্গা লক্ষ্য করা গেছে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, কাজটি পূর্ণাঙ্গরূপে সম্পন্ন হবার পূর্বেই ইজার প্রদান করায় ইকোপার্কটি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। কাজটি হ্যান্ড ওভারের পূর্বেই উক্ত টাইলসগুলো প্রতিস্থাপন করা আবশ্যক। অপরদিকে, হাজীগঞ্জ ইকো পার্ক, নারায়ণগঞ্জ-এর চলমান কাজ নির্ধারিত সময়ে (প্রকল্প মেয়াদে) সমাপ্ত হবে না।

কেইস স্টাডি ৪: আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ

এ প্রকল্পে নদীর দুপাশে বিভিন্ন প্যাকেজে মোট ৮০টি আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ কাজ নেয়া হয়। আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩২৮০.০০ লক্ষ টাকা। এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান হয়েছে ৩০টি, বাস্তব অগ্রগতি ৫০%।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-১) তুরাগ নদীর রামচন্দ্রপুর থেকে বসিলা পর্যন্ত অংশে ৬টি আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ কাজ। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় এপ্রিল ২০১৯ মাসে। দরপত্র আহবান করা হয় ২৫ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ২৬ মে ২০১৯ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ১৯ আগস্ট ২০১৯ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ১০০% অর্থাৎ কাজটি মাঠ পর্যায়ে সমাপ্ত হয়েছে।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-৩) বুড়িগঙ্গা নদীর বসিলা থেকে কামরাঙ্গীর চর পর্যন্ত ৫টি আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ করা হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় ডিসেম্বর ২০২০ মাসে। সেখানে ১ম লটে দরপত্র আহবান করা হয় ২০ এপ্রিল ২০২১ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ০৬ মে ২০২১ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ১৮ আগস্ট ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৬০% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। ২য় লটে দরপত্র আহবান করা হয় ০৩ এপ্রিল ২০২২ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ০৮ মে ২০২২ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ০২ আগস্ট ২০২২ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ২০% এবং কাজটি মাঠ পর্যায় চলমান রয়েছে।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-৪) কামরাঙ্গীর চর থেকে খোলামোরা ঘাট পর্যন্ত ৩টি আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ করা হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় নভেম্বর ২০২০ মাসে। ১ম লটে দরপত্র আহবান করা হয় ২৭.০৯.২০২১ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ০৯ নভেম্বর ২০২১ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ১৫.০৩.২০২২ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৮০% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-৫) তুরাগ নদীর আমিন বাজার ব্রিজ থেকে ইস্টার্ন হাউজিং (ঢাকা প্রান্ত) পর্যন্ত ৩টি আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ করা হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় ফেব্রুয়ারি ২০২১ মাসে।

১ম লটে দরপত্র আহবান করা হয় ২০ এপ্রিল ২০২১ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ০৬ মে ২০২১ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ১৬ আগস্ট ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৬০% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। ২য় লটে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান দরপত্র আহবান করা হয় ০৩ এপ্রিল ২০২২ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ০৮ মে ২০২২ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ০৮ আগস্ট ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ২৫% এবং কাজটি মাঠ পর্যায় চলমান রয়েছে।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-০৬) তুরাগ নদীর আমিন বাজার ব্রিজ থেকে ইস্টার্ন হাউজিং (সাভার প্রান্ত) পর্যন্ত ০২টি আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ করা হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় ফেব্রুয়ারি ২০২১ মাসে। ১ম লটে দরপত্র আহবান করা হয় ২০ এপ্রিল ২০২১ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ০৬ মে ২০২১ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ২৪ আগস্ট ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৮০% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। ২য় লটে দরপত্র আহবান করা হয় ০৩ এপ্রিল ২০২২ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করা হয় ০৮ মে ২০২২ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ১৭ আগস্ট ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ২০% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-০৭) বুড়ীগঙ্গা নদীর সদরঘাট টার্মিনাল হতে বাবুবাজার ব্রিজ পর্যন্ত ৭টি আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ করা হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় ফেব্রুয়ারি ২০২১ মাসে। এখানে দরপত্র আহবান করা হয় ২৭.০৯.২০২১ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ০৯ নভেম্বর ২০২১ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ২২.০৩.২০২২ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৬০% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-০৮) বুড়িগঙ্গা নদীর ফতুল্লা থেকে ধর্মগঞ্জ পর্যন্ত ১০টি আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ করা হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় ডিসেম্বর ২০২০ মাসে। ১ম লটে দরপত্র আহবান করা হয় ২৩ নভেম্বর ২০ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ২৪ ডিসেম্বর ২০২০ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ০৯ মে ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৬০% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। ২য় লটে দরপত্র আহবান করা হয় ০৩ এপ্রিল ২০২২ তারিখ দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ০৮ মে ২০২২ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ১১ আগস্ট ২০২২ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ২০% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-০৯) শীতলক্ষ্যা নদীর ডিইপিটিসি এলাকার নেভি ডকইয়ার্ড থেকে হাজীগঞ্জ গুদারাঘাট পর্যন্ত ৩টি আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ করা হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় ডিসেম্বর ২০২০ মাসে। ১ম লটে দরপত্র আহবান করা হয় ২০ এপ্রিল ২০২১ তারিখ। দরপত্র গ্রহণ করা হয় ০৬ মে ২০২১ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ২৬ আগস্ট ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৬০% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। ২য় লটে দরপত্র আহবান করা হয় ০৩ এপ্রিল ২০২২ তারিখ। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ০৮ মে ২০২২ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ২৩ আগস্ট ২০২২ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ১৫% এবং কাজটি মাঠ পর্যায় চলমান রয়েছে।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-১০) শীতলক্ষ্যা নদীর নারায়ণগঞ্জ সাইলো থেকে গোদনাইল পর্যন্ত ৬টি আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ করা হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য সময় নির্ধারণ করা হয় ডিসেম্বর ২০২০ মাসে। ১ম লটে দরপত্র আহবান করা হয় ২৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখে। দরপত্র গ্রহণের তারিখ ছিল ২৪ ডিসেম্বর ২০২০ এবং চুক্তি

স্বাক্ষর করা হয় ০৯ মে ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৪৫% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। ২য় লটে দরপত্র আহবান করা হয় ০৩ এপ্রিল ২০২২ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করা হয় ০৮ মে ২০২২ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ১১ আগস্ট ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ২২% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-১১) শীতলক্ষ্যা নদীর নারায়ণগঞ্জ গোদনাইল হতে কুমুদিনী পর্যন্ত ০৪টি আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ করা হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য সময় নির্ধারণ করা হয় নভেম্বর ২০২০ মাসে। ১ম লটে দরপত্র আহবান করা হয় ২৪ জুন ২০২১ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করা হয় ১৫ জুন ২০২১ এবং চুক্তি স্বাক্ষর ২৭ অক্টোবর ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৭০% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। ২য় লটে দরপত্র আহবান করা হয় ২৩ নভেম্বর ২০২ তারিখ। দরপত্র গ্রহণের তারিখ ছিল ২৪ ডিসেম্বর ২০২০ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ০৯ মে ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৫০% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। ৩য় লটে দরপত্র আহবান করা হয় ০৩ এপ্রিল ২০২২ তারিখে দরপত্র গ্রহণের তারিখ ছিল ০৮ মে ২০২২ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ১১ আগস্ট ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৪০% কাজটি মাঠ পর্যায় চলমান রয়েছে।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-১২) শীতলক্ষ্যা নদীর নিতাইগঞ্জ খাল হতে প্রিমিয়ার সিমেন্ট পর্যন্ত ৫টি আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ করা হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় নভেম্বর ২০২০ মাসে। ১ম লটে দরপত্র আহবান করা হয় ২৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখ। দরপত্র গ্রহণের তারিখ ছিল ২৪ ডিসেম্বর ২০২০ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ০৯ মে ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৫০% এবং কাজটি মাঠ পর্যায় চলমান রয়েছে। ২য় লটে দরপত্র আহবান করা হয় ২৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখ। দরপত্র গ্রহণের তারিখ ছিল ২৪ ডিসেম্বর ২০২০ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ০৯ মে ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৪৬% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। ৩য় লটে দরপত্র আহবান করা হয় ০৩ এপ্রিল ২০২২ তারিখ। দরপত্র গ্রহণে তারিখ ছিল ০৮ মে ২০২২ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ০৮ আগস্ট ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৫% এবং কাজটি মাঠ পর্যায় চলমান রয়েছে।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-১৩) শীতলক্ষ্যা নদীর কাঁচপুর ও সুলতানা সেতু এলাকা পর্যন্ত ৫টি আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ করা হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় নভেম্বর ২০২০ মাসে। ১ম লটে দরপত্র আহবান করা হয় ২৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখ। দরপত্র গ্রহণের তারিখ ছিল ২৪ ডিসেম্বর ২০২০ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ২৫ মে ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৯৫% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। ২য় লটে দরপত্র আহবান করা হয় ০৩ এপ্রিল ২০২২ তারিখ। দরপত্র গ্রহণের তারিখ ছিল ০৮ মে ২০২২ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ২৬ জুলাই ২০২২ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৪৫% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-১৪) তুরাগ নদীর ঢাকা প্রান্তে বাতুলিয়া হতে উজানপুর পর্যন্ত ৩টি আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ করা হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় ডিসেম্বর ২০২০ মাসে। ১ম লটে দরপত্র আহবান করা হয় ২০ এপ্রিল ২০২১ তারিখ। দরপত্র গ্রহণের তারিখ ছিল ০৬ মে ২০২১ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ২৪ আগস্ট ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ২৮% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। ২য় লটে দরপত্র আহবান করা হয় ০৩ এপ্রিল ২০২২ তারিখ। দরপত্র গ্রহণের তারিখ ছিল ০৮ মে ২০২ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ০৮ আগস্ট ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৫% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-১৫) তুরাগ নদীর গাজীপুর প্রান্তে পাগার মৌজা থেকে হারবাইদ পর্যন্ত ৪টি আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ করা হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় ডিসেম্বর ২০২০ মাসে। ১ম লটে দরপত্র আহবান করা হয় ২৩ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ২৪ ডিসেম্বর ২০২০ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ০৯ মে ২০২২ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ২৭% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। ২য় লটে দরপত্র আহবান করা হয় ২৪ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ০১ জুন ২০২২ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ২৮% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-১৬) তুরাগ নদীর ঢাকা প্রান্তে আশুলিয়া থেকে কামারপাড়া পর্যন্ত ৫টি আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ করা হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে। ১ম লটে দরপত্র আহবান করা হয় ২৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ২৪ ডিসেম্বর ২০২০ এবং চুক্তিস্বাক্ষর করা হয় ০১ জুলাই ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৩০% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। ২য় লটে দরপত্র আহবান করা হয় ০৪ এপ্রিল ২০২২ তারিখ। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ০৮ মে ২০২২ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ০৮ আগস্ট ২০২২ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৪৪% এবং কাজটি মাঠ পর্যায় চলমান রয়েছে।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-১৭) তুরাগ নদীর গাজীপুর প্রান্তে আশুলিয়া থেকে কামারপাড়া পর্যন্ত ৫টি আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ করা হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় ডিসেম্বর ২০২০ মাসে। ১ম লটে দরপত্র আহবান করা হয় ২০ এপ্রিল ২০২১ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ০৬ মে ২০২১ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ১৬ আগস্ট ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৩৬% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। ২য় লটে দরপত্র আহবান করা হয় ০৪ এপ্রিল ২০২২ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ০৮ মে ২০২২ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ১৭ আগস্ট ২০২২ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ২০% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণের জন্য নগরবাসীদের নিরাপদ পারাপারের ব্যবস্থা হয়েছে।

পর্যালোচনা

আরসিসি সিঁড়ির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যাত্রীবাহী এবং পণ্যবাহী নৌকা যাত্রী ও পণ্য ওঠা-নামার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে। অনেক সময় এসব নৌকা দ্রুত গতিতে আরসিসি সিঁড়িতে আঘাতও করে থাকে, যা আরসিসি সিঁড়ির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। সেইসাথে আরসিসি সিঁড়িতে থাকা এঙ্গেল কয়েকটি স্থানে উঠে গেছে।

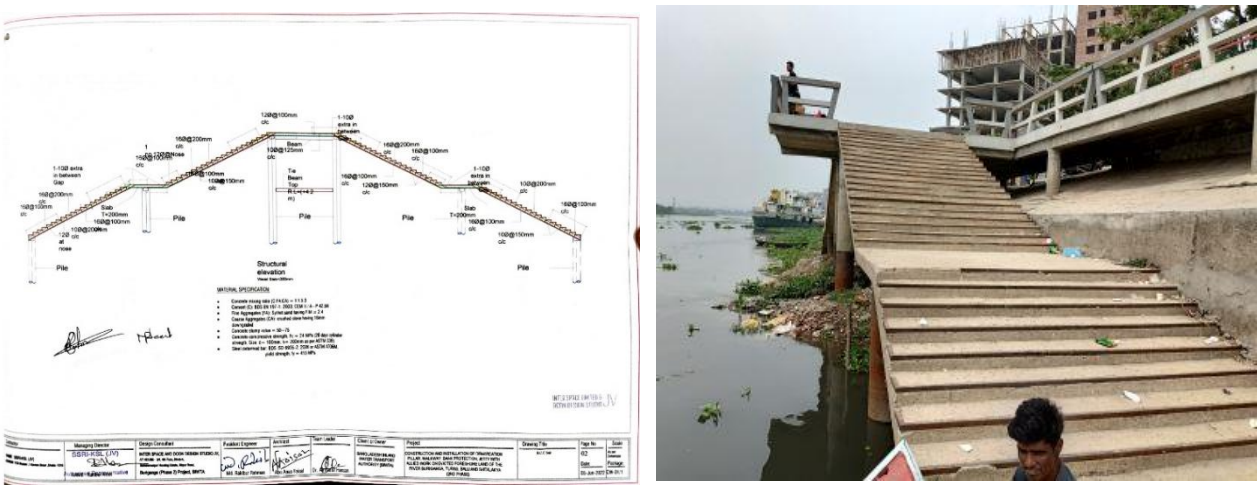

চিত্র ৩.৯: আরসিসি সিঁড়ির ক্রস সেকশান এবং ছবি (ঢাকা উদ্যান)

কেইস স্টাডি ৫: জেটি ও স্পাড নির্মাণ

প্রকল্পের মাধ্যমে নৌযান থেকে নিরাপদে পণ্য উঠা-নামা করার লক্ষ্যে ১৪টি জেটি নির্মাণ কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে। এসকল জেটির অবস্থান গাবতলী ল্যান্ডিং স্টেশন, আমিন বাজার ল্যান্ডিং স্টেশন, মোহাম্মদপুর কনকর্ড এলাকা, কাঁচপুর ল্যন্ডিং স্টেশনের দক্ষিণ পাশে, সাইলো ঘাট (নারায়ণগঞ্জ), ৫নং ঘাট এলাকা (নারায়ণগঞ্জ), আলীগঞ্জ (ঢাকা নদী বন্দর), কেরোসিনঘাট-নিতাইগঞ্জ এলাকায় শুল্ক আদায় পয়েন্ট এলাকা, সাইলো পয়েন্ট এলাকা (সিদ্ধিরগঞ্জ), সারুলিয়া শুল্ক আদায়/ লেবার হ্যন্ডলিং পয়েন্ট এলাকা, মুন্সিখোলা এলাকা ডিএন রোড (নারায়ণগঞ্জ), পাগলা বাজার এলাকা (পশ্চিম পার্শ্বে), পাগলা বাজার এলাকা (পূর্ব পার্শ্বে), দাপা-ইদ্রাকপুর এলাকা (মহাজনঘাট সংলগ্ন) (দাপা, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ), ফতুল্লা লঞ্চঘাট সংলগ্ন (পশ্চিম পার্শ্বে) এবং সন্নিরটেক ল্যান্ডিং স্টেশন-এ ১টি করে জেটি স্থাপন করা হচ্ছে। জেটি নির্মাণে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৬,৩৭০.০০ লক্ষ টাকা।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-২০) বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর বিভিন্ন (ঢাকা ও টঙ্গী নদী বন্দরের অংশে) অংশে ০৬টি জেটি নির্মাণ । ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় নভেম্বর ২০১৯ মাসে। সেখানে দরপত্র আহবান করা হয় ২১ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ২৭ ফেব্রুয়ারি২০২০ তারিখে। উক্ত প্যাকেজের প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ২৮৩৮ লক্ষ টাকা যার বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় হয় ২৪৯৫ লক্ষ টাকা। উক্ত প্যাকেজের বাস্তব অগ্রগতি ১০০% অর্থাৎ কাজটি সমাপ্ত হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, ৬টি জেটির কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং বাকি ৮টি জেটির কাজ চলমান রয়েছে অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে বাস্তব কাজের অগ্রগতি ৬০%।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-২২) বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর বিভিন্ন অংশে (ঢাকা ও টঙ্গী নদী বন্দরের অংশ) ৩টি জেটি নির্মাণ । ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ ধরা হয় ফেব্রুয়ারি ২০২১ মাসে এবং দরপত্র আহবান করা হয় ২৪.০৩.২০২২ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করা হয় ২৪ এপ্রিল ২০২২ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ১৩ জুন ২০২২ তারিখে। উক্ত প্যাকেজের বাস্তব অগ্রগতি ৪৫% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-২২) বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর বিভিন্ন অংশে (নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দরের অংশ) ৫টি

জেটি নির্মাণ। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় ফেব্রুয়ারি ২০২১ এবং দরপত্র আহবান করা হয় ২৪.০৩.২০২২ তারিখে। উক্ত প্যাকেজের দরপত্র গ্রহণ করা হয় ২৪ এপ্রিল ২০২২ তারিখে এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ১৮ জুলাই ২০২২ তারিখে। উক্ত জেটিসমূহের বাস্তব অগ্রগতি ৪৫% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে।

মাঠ পর্যায়ে আলীগঞ্জ জেটি নির্মাণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, জেটির ঢালাই কাজ পরিচালনা করা হচ্ছিল। নির্মাণ কাজ তদারকিতে প্রকল্পের একজন করে সহকারী প্রকৌশলী, উপসহকারী প্রকৌশলী এবং কারিগরি সহকারি রয়েছেন। ঠিকাদারের পক্ষ থেকে একজন ডেপুটি প্রজেক্ট ম্যানেজার, প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার-১ জন এবং সাইট ইঞ্জিনিয়ার একজন কর্মরত আছেন। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে একজন প্রকৌশলী কার্য তদারকিতে নিয়োজিত রয়েছেন। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্টার্ন্ডাড ই: লি: কাজ করছে। ঢালাই কাজে কনসালটেন্ট কর্তৃক প্রণিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী হপার ফেড মিকচার মেশিন ব্যবহার করা হচ্ছে। ঢালাইয়ের কংক্রিট কম্প্যাকশনে ভাইব্রেটর মেশিন ব্যবহার করা হচ্ছে।

আমিনবাজার, সভার এবং আলীগঞ্জ, পাগলা, নারায়ণগঞ্জে চলমান জেটি ও স্পাড নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করা হয়। উক্ত জেটিগুলো নির্মাণকাজের জন্য আরসিসি পাইলগুলোর পাইল ইন্ট্রিগ্রিটি টেস্ট রেজাল্ট পর্যালোচনা করে দেখা যায় পাইলগুলোর নির্ধারিত দৈর্ঘ্য, ক্রস সেকশন এবং কনক্রিট-এর গুণগত মান সঠিক রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। জেটি ও স্পাড নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রী যথা পাথর, বালু, সিমেন্ট, এম.এস রড এবং কনক্রিটের গুণগতমান নিয়মিতভাবে বুয়েট ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা হয়। উক্ত রিপোর্ট পর্যালোচনা করে দেখা যায়, গুনগতসম্পন্ন নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করে জেটি ও স্পাড নির্মাণ করা হচ্ছে। তবে, জেটি নির্মাণে কী ওয়াল, কলাম, বীমে কাজের বির্নিদেশ অনুসারে স্টিল সাটার ব্যবহার করা হলেও জেটির সিঁড়ির ধাপে কাঠের সাটার ব্যবহার করা হচ্ছে যা পরিহার করা আবশ্যক।

স্পাড নির্মাণ

প্রকল্পে নির্মাণাধীন ১৪টি জেটির সন্মুখে মোট ২৮টি স্পাড নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৬টি জেটির সম্মুখে ১২টি স্পাড নির্মাণ করা হয়েছে। সেই হিসাবে স্পাড নির্মাণ কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৪০%।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-২০)-বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর বিভিন্ন অংশে (পাগলা ১ ও ২, মুন্সিখোলা, গাবতলী, আমিনবাজার, এবং শিন্নিরটের) ৬টি জেটির সংযুক্ত সর্বমোট ১২টি স্পাড (প্রতিটি জেটি সংলগ্ন ২টি স্পাড) নির্মাণ করা হয়েছে। স্পাডগুলি মূলত: ৭৬২ মিঃমিঃ ব্যাস এবং ১৩ মিঃমিঃ পুরুত্বের এমএস শীট দ্বারা নির্মিত হয়েছে। প্রতিটি স্পাডের দৈর্ঘ্য ২৫ মিটার উল্লেখ থাকলেও সাইটের অবস্থা বিবেচনায় এর দৈর্ঘ্য কম/ বেশি হতে পারে। স্পাডগুলোর ভিতরে বালু দ্বারা ভর্তি করা হয়েছে।

চিত্র ৩.১০: স্পাড এর নকশা ও ছবি

পর্যালোচনা

কনসালটেন্ট কর্তৃক প্রণিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী আরসিসি নির্মাণ কাজে স্টিল সাটার ব্যবহার করার উল্লেখ রয়েছে। মাঠ পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, কি ওয়াল, পিলার এবং বিমে স্টিল সাটার ব্যবহার করা হলেও সিঁড়ির ধাপে কাঠের সাটার ব্যবহার করা হচ্ছে। অপরদিকে, ঢালেইয়ের ক্ষেত্রে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী স্টান্ডার্ড মেজারিং বক্স ব্যবহার করার উল্লেখ থাকলেও মিকচার মেশিনে বালু, সিমেন্ট ও পাথর ঢালার ক্ষেত্রে লোহা/ এলুমিনিয়াম কড়াইয়ের মাধ্যমে উক্ত নির্মাণ সামগ্রী মিকচার মেশিনের হপারে ঢালা হচ্ছে। প্রকল্প সাইটে যে এমএস রড নির্মাণ কাজে ব্যবহারের জন্য রাখা হয়েছে তার অধিকাংশই মরিচা ধরা রয়েছে। তবে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কাজে ব্যবহারের ক্ষেত্রে এমএস রডের মরিচা পরিষ্কার করে কাজ করার জন্য নির্দেশনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কোন প্রকৌশলী এবং নির্মাণ শ্রমিক/ কর্মী হেলমেট বা সিকিউরিটি সু ব্যবহার করছেন না। অপরদিকে, জেটি নির্মাণে স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে ঢাকা উদ্যানের মত নতুন নগরায়িত এলাকায় নির্মাণ করা হলে সরকারের আয় বৃদ্ধি পেত। সেই সাথে পাগলার আলীগঞ্জের জেটিটি রাস্তা বরাবর নির্মাণ করা হলে পণ্য উঠা-নামায় সুবিধা হতো।

স্পাডসমূহের স্পেসিফিকেশন, ডিজাইন এবং কাজের গুণগতমান পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে,

- স্পাডের ব্যাস ৭৬২ মিলিমিটার এবং পুরুত্ব (Shell thickness) ১৩ মিঃমিঃ ইলেকপ্রিক ওয়েলডিং-এর পুরুত্ব ৩ মিলিমিটার
- স্পাড গাত্রের Synthetic Red Oxide এবং Blasted Steel (Approach Rich Prime Coat)
- মাটির নীচে দুই তৃতীয়াংশ এবং মাটির উপরে এক তৃতীয়াংশ ড্রাইভ করা হয়েছে

কেইস স্টাডি ৬: কী ওয়াল নির্মাণ

এ প্রকল্পের মাধ্যমে নদীর দুপাশে বিভিন্ন প্যাকেজের আওতায় নদীর তীরভূমিতে মোট ১০.০৪৩ কিলোমিটার কী-ওয়াল নির্মাণ করা হচ্ছে। কী-ওয়াল নির্মাণের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২০,৬৮৮.৫৮ (লক্ষ টাকায়)। এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান হয়েছে ৪ কিলোমিটার এবং বাস্তব অগ্রগতি ৪০% এর অধিক।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-১): তুরাগ নদীর রামচন্দ্রপুর থেকে বসিলা পর্যন্ত অংশে ১০০০ মিটার কী-ওয়াল নির্মাণ করা হয়। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় এপ্রিল ২০১৯ মাসে। দরপত্র আহবান করা

হয় ২৫ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ২৬ মে ২০১৯ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ১৯ আগস্ট ২০১৯ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ১০০% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে সমাপ্ত হয়েছে।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-৩): বুড়ীগঙ্গা নদীর বসিলা থেকে কামরাঙ্গীর চর পর্যন্ত ১৫০০ মিটার কী-ওয়াল নির্মাণ নির্মাণ করা হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় ডিসেম্বর ২০২০ মাসে। সেখানে ১ম লটে দরপত্র আহবান করা হয় ২০ এপ্রিল ২০২১ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ০৬ মে ২০২১ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ১৮ আগস্ট ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৬০% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। ২য় লটে দরপত্র আহবান করা হয় ০৩ এপ্রিল ২০২২ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ০৮ মে ২০২২ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ০২ আগস্ট ২০২২ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ২০% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-৪): কামরাঙ্গীর চর থেকে খোলামোরা ঘাট পর্যন্ত ১০০০ মিটার কী-ওয়াল নির্মাণ নির্মাণ করা হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় নভেম্বর ২০২০ মাসে। ১ম লটে দরপত্র আহবান করা হয় ২৭.০৯.২০২১ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ০৯ নভেম্বর ২০২১ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ১৫.০৩.২০২২ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৮০% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-৫): তুরাগ নদীর আমিন বাজার ব্রিজ থেকে ইস্টার্ন হাউজিং (ঢাকা প্রান্ত) পর্যন্ত ২৫০ মিটার কী-ওয়াল নির্মাণ নির্মাণ করা হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় ফেব্রুয়ারি ২০২১ মাসে। ১ম লটে দরপত্র আহবান করা হয় ২০ এপ্রিল ২০২১তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ০৬ মে ২০২১ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ১৬ আগস্ট ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৬০% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। ২য় লটে দরপত্র আহবান করা হয় ০৩ এপ্রিল ২০২২ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ০৮ মে ২০২২ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ০৮ আগস্ট ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ২৫% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-০৬) তুরাগ নদীর আমিন বাজার ব্রিজ থেকে ইস্টার্ন হাউজিং (সাভার প্রান্ত) পর্যন্ত কী-ওয়াল নির্মাণ ৫৯০ মিটার নির্মাণ করা হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় ফেব্রুয়ারি ২০২১ মাসে। ১ম লটে দরপত্র আহবান করা হয় ২০ এপ্রিল ২০২১তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ০৬ মে ২০২১ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ২৪ আগস্ট ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৮০% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। ২য় লটে দরপত্র আহবান করা হয় ০৩ এপ্রিল ২০২২ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করা হয় ০৮ মে ২০২২ তারিখে এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ১৭ আগস্ট ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ২০% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-০৭): বুড়িগঙ্গা নদীর সদরঘাট টার্মিনাল থেকে বাবুবাজার ব্রিজ পর্যন্ত ৯৫০ মিটার কী-ওয়াল নির্মাণ করা হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় ফেব্রুয়ারি ২০২১ মাসে। এই প্যাকেজে দরপত্র আহবান করা হয় ২৭.০৯.২০২১ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ০৯ নভেম্বর ২০২১ তারিখে এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ২২.০৩.২০২২ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৬০% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-০৮): বুড়িগঙ্গা নদীর ফতুল্লা থেকে ধর্মগঞ্জ পর্যন্ত ৫০০ মিটার কী-ওয়াল নির্মাণ করা হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় ডিসেম্বর ২০২০ মাসে। ১ম লটে দরপত্র আহবান করা হয় ২৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ২৪ ডিসেম্বর ২০২০ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ০৯ মে ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৬০% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। ২য়লটে দরপত্র আহবান করা হয় ০৩ এপ্রিল ২০২২ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ০৮ মে ২০২২ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ১১ আগস্ট ২০২২ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ২০% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-০৯): শীতলক্ষ্যা নদীর ডিইপিটিসি এলাকার নেভি ডকইয়ার্ড থেকে হাজীগঞ্জ গুদারাঘাট পর্যন্ত ৫০০ মিটার কী-ওয়াল নির্মাণ করা হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় ডিসেম্বর ২০২০ মাসে। ১ম লটে দরপত্র আহবান করা হয় ২০ এপ্রিল ২০২১ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করা হয় ০৬ মে ২০২১ তারিখে এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ২৬ আগস্ট ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৬০% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। ২য় লটে দরপত্র আহবান করা হয় ০৩ এপ্রিল ২০২২ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ০৮ মে ২০২২ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ২৩ আগস্ট ২০২২ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ১৫% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-১০): শীতলক্ষ্যা নদীর নারায়ণগঞ্জ সাইলো থেকে গোদনাইল পর্যন্ত ১০০০ মিটার কী-ওয়াল নির্মাণ করা হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় ডিসেম্বর ২০২০ মাসে। ১ম লটে দরপত্র আহবান করা হয় ২৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখে। দরপত্র গ্রহণের তারিখ ছিল ২৪ ডিসেম্বর ২০২০ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ০৯ মে ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৪৫% এবাং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। ২য় লটে দরপত্র আহবান করা হয় ০৩ এপ্রিল ২০২২ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করা হয় ০৮ মে ২০২২ তারিখে এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ১১ আগস্ট ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ২২% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-১৩): শীতলক্ষ্যা নদীর কাঁচপুর ও সুলতানা কামাল সেতু এলাকায় ৫০০ কী-ওয়াল নির্মাণ করা হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় নভেম্বর ২০২০ মাসে। ১ম লটে দরপত্র আহবান করা হয় ২৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখে। দরপত্র গ্রহণের তারিখ ছিল ২৪ ডিসেম্বর ২০২০ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ২৫ মে ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৯৫% এবং কাজটি মাঠ পর্যায় চলমান রয়েছে। ২য় লটে দরপত্র আহবান করা হয় ০৩ এপ্রিল ২০২২ তারিখে। দরপত্র গ্রহণের তারিখ ছিল ০৮ মে ২০২২ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ২৬ জুলাই ২০২২ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৪৫% এবং কাজটি মাঠ পর্যায় চলমান রয়েছে।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-১৪): তুরাগ নদীর ঢাকা প্রান্তে বাতুলিয়া থেকে উজানপুর পর্যন্ত ১৩৩ মিটার কী-ওয়াল নির্মাণ নির্মাণ করা হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় ডিসেম্বর ২০২০ মাসে। ১ম লটে দরপত্র আহবান করা হয় ২০ এপ্রিল ২০২১ তারিখে। দরপত্র গ্রহণের তারিখ ছিল ০৬ মে ২০২১ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ২৪ আগস্ট ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ২৮% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। ২য় লটে দরপত্র আহবান করা হয় ০৩ এপ্রিল ২০২২ তারিখে। দরপত্র গ্রহণের তারিখ ছিল ০৮ মে ২০২২

এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ০৮ আগস্ট ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৫% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-১৬): তুরাগ নদীর ঢাকা প্রান্তে আশুলিয়া থেকে কামারপাড়া পর্যন্ত ৫০০ মিটার কী-ওয়াল নির্মাণ করা হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় ডিসেম্বর ২০২০ মাসে। ১ম লটে দরপত্র আহবান করা হয় ২৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ২৪ ডিসেম্বর ২০২০ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ০১ জুলাই ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৩০% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। ২য় লটে দরপত্র আহবান করা হয় ০৪ এপ্রিল ২০২২ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ০৮ মে ২০২২ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ০৮ আগস্ট ২০২২ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৪৪% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে।

প্যাকেজ নং (পূর্ত কাজ-১৭): তুরাগ নদীর গাজীপুর প্রান্তে আশুলীয়া থেকে কামারপাড়া পর্যন্ত ৫০০ মিটার কি-ওয়াল নির্মাণ নির্মাণ করা হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় ডিসেম্বর ২০২০ মাসে। ১ম লটে দরপত্র আহবান করা হয় ২০ এপ্রিল ২০২১ তারিখ। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ০৬ মে ২০২১ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ১৬ আগস্ট ২০২১ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ৩৬% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। ২য় লটে দরপত্র আহবান করা হয় ০৪ এপ্রিল ২০২২ তারিখে। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ ছিল ০৮ মে ২০২২ এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ১৭ আগস্ট ২০২২ তারিখে। উক্ত লটের বাস্তব অগ্রগতি ২০% এবং কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে।

কী ওয়াল নির্মাণ কাজের মধ্যে আমিন বাজার ব্রিজ থেকে ইস্টার্ন হাউজিং (সাভার প্রান্ত)-এ নির্মাণাধীন কি ওয়াল পরিদর্শন করা হয়। এ কাজের উল্লেখযোগ্য অংশ আরসিসি পাইল কাস্টিং ও পাইল বোরিং। আরসিসি পাইল গুলির ল্যাবরেটরি টেস্ট রিপোর্ট পর্যালোচনা করে দেখা যায় পাইল গুলির দৈর্ঘ্য ও ক্রস সেকশন এবং কংক্রিটের গুণগতমান সঠিক মাত্রায় রয়েছে।

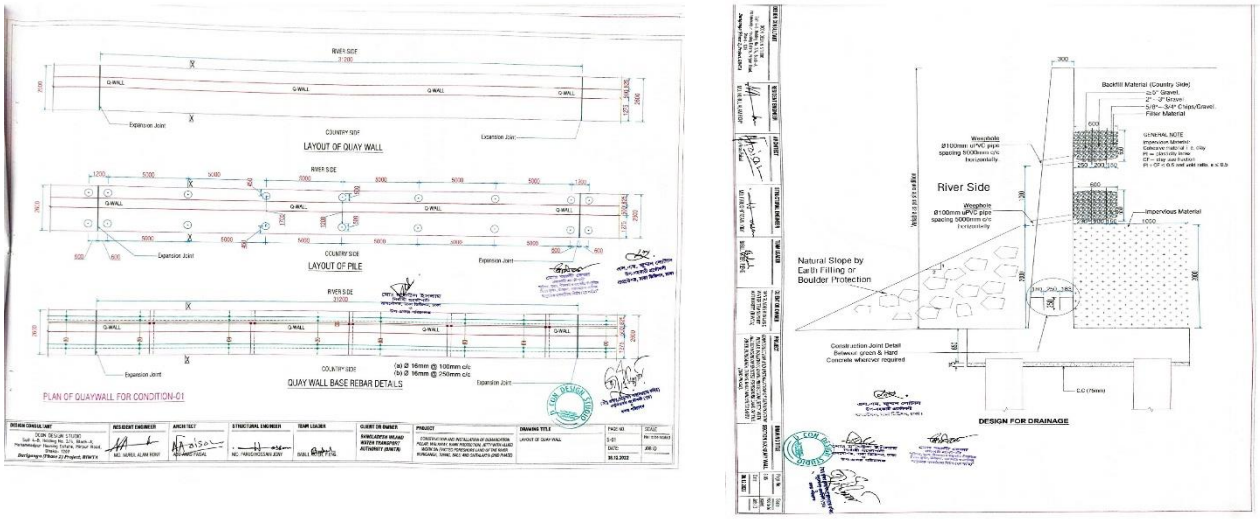

চিত্র ৩. ১১: কি-ওয়ালের প্লান ও ক্রস সেকশান

চিত্র ৩. ১২: কী ওয়াল নির্মাণ (আমিন বাজার থেকে ইস্টার্ন হাউজিং)

পর্যালোচনা

কী ওয়াল নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন নির্মাণ সামগ্রী যথা বালু, সিমেন্ট, স্টোন চিপস, এমএস রড এবং কংক্রিটের গুণগতমান বুয়েট ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা হয়েছে যা পর্যালোচনান্তে গুণগতমান সঠিক বলে পরিগণিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে পরিদর্শনকালে উক্ত অংশের কি ওয়ালের গুণগতমান সঠিক বলে বিবেচিত হয়েছে। তবে নির্মাণ সামগ্রীর মধ্যে ফরেন পার্টিকেল দৃশ্যমান হয়েছে যা ঢালাইয়ের পূর্বে অপসারণ করা আবশ্যক। ভৌত কাজের অবশিষ্ট অংশের গুণগতমান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নিয়মিত ল্যাবরেটরির মাধ্যমে মান পরীক্ষা করা আবশ্যক।

চিত্র ৩. ১৩: আরসিসি সিঁড়ি এবং আরসিসি জেটি (নির্মাণকালীন)

চিত্র ৩. ১৪: ইকোপার্ক ও ওয়াকওয়ে নির্মাণ (নির্মাণকালীন)

পূর্ত কাজের বিলম্ব

- ডেমরা সুলতান কামাল ব্রিজ এলাকায় ১টি লটে ৩টি জেটি নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজের মধ্যে ইতোমধ্যে ২টি জেটির প্রায় ৭০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন-এর বিভিন্ন ধরণের বাধার কারণে নির্মাণকাজ বন্ধ হয়ে যায়। কয়েক দফায় সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মহোদয়ের সাথে সভা করে বর্তমানে এ বাধা দূর করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু, ইতোমধ্যে ২/৩ মাস কাজ বন্ধের কারণে অগ্রগতি পিছিয়ে গেছে। এছাড়াও,, বর্তমানে নদীর পানি অনেক বেড়ে গেছে। ফলে আগামী শুষ্ক মৌসুমে নদীর পানি হ্রাস না পাওয়া পর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে কাজ শুরু করা সম্ভব হচ্ছে না।
- বড় বাজার জামে মসজিদ থেকে তামান্না পার্ক পর্যন্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ণ বোর্ডের অধিগ্রহনকৃত জায়গায় কাজ করতে বাধা দেওয়া। এছাড়া উক্ত এলাকায় হরিরামপুরে একটি শশ্মান ও মন্দির থাকায় ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বিভিন্ন পর্যায়ে পানি উন্নয়ন বোর্ড, উত্তর সিটি কর্পোরেশন- এর সাথে সভার মাধ্যমে এ অচলাবস্থা দূর করা কিছুটা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু, ইতোমধ্যে ৬ মাস সময় অতিবাহিত হয়েছে। ফলে আগামী শুষ্ক মৌসুম ছাড়া এ স্থানের কাজগুলো পরিপূর্ণভাবে শুরু করা সম্ভব হবে না।
- মামলাজনিত কারণে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকায় এই প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সময় ব্যয় হচ্ছে।
- নদী তীরবর্তী কাজগুলো নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ার শুষ্ক মৌসুম ছাড়া কাজ করা সম্ভব হয় না। এ কারণেও কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে।

৩.১.৬.২ পণ্য ক্রয় কাজের অগ্রগতি

ক্রয়কৃত মালামাল পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, প্রকল্পের কাজের জন্য ৬ ধরণের পণ্য ক্রয় করা হয়েছে। ২০১৯ সালের এপ্রিলে ১টি ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয় করা হয়েছে যা প্রকল্পের মনিটরিং কাজে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও, ২টি কম্পিউটার, ১টি ল্যাপটপ, ১টি স্ক্যানার, ১টি প্রিন্টার, ১টি ফটোকপি মেশিন এবং আরো কিছু মালামাল ক্রয় করা

হয় ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে। প্রকল্পের দাপ্তরিক কাজে এগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রকল্পের কাজে ব্যবহারের জন্য ১টি টোটাল স্টেশন ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্পের কাজের জন্য প্রকল্পের অফিসের কাজে লাগবে এমন কিছু আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়াও, ৬টি লংবুম এবং ৬টি বিশেষ ধরণের লংবুম এক্সক্যাভেটরের জন্য ৬টি পন্টুন ক্রয় এবং স্থাপন করা হয়েছে। এক্সক্যাভেটরগুলো প্রকল্পের বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়।

সারণি ৩.৫: প্রকল্পের যানবাহন ও মালামাল ক্রয়

প্যাকেজ নং	সংখ্যা	মালামালের নাম	মডেল নং	সরবরাহের তারিখ	ব্যবহারের স্থান
পণ্য-১	১টি	Procurement of no. 1 (one) Double Cabin Pickup	Double Cabin Pickup: Mitsubishi L200 Double Cabin Pickup	২৪.০৪.২০১৯	প্রকল্পের কাজ মনিটরিং এ ব্যবহার হয়।
পণ্য-২	সেট	Procurement of 02 nos Desktop Computer 02 nos Laptop 01 nos Scanner 01 nos Printer and 01 nos Photocopier with other accessories	Computer accessories Desktop Computer-1: Hp Pro Desk 400 G5 I5-8250u Desktop Computer-2: Hp Pro Desk 400 G5 I5-8250u Ups: Uniross Line Intractive Ups (02 Nos) Laptop-1: Microsoft Surface Pro 2017 Core I7 8gb 256gb Laptop-2: Hp Pavilion 15-Cb532tx Power Gaming I5 7th Gen With 1050 4gb Graphics Full Hd Laptop Printer Laserjet: Hp Laserjet Pro M402dn Printer Scanner: Hp Deskjet 2132 All-In-One Photocopier: Canon Ir-2520w Digital Multifunctional Photocopier	১৮.০৪.২০১৯	প্রকল্প দপ্তর
পণ্য-৩	১টি	01 (One) Nos. "Total Station & Leveling Machine with Standard Accessories"	Total Station & Leveling Machine with Standard Accessories Model: SOKKIA- IM 52 (JAPAN)	৮.৪.২০১৯	প্রকল্পের কাজে ব্যবহার হয়।
পণ্য-৪	সেট	Supply of Furniture with fitting and fixing for the project office	Furniture: Fixed Chair, Executive Table, High Back Revolving Chair, Conference Chair, Secretariate Table, File Shelf, Fixed Chair	২৮.০৭.২০১৯	প্রকল্প দপ্তর
পণ্য-৫	৬টি	06 (six) nos Long Boom Excavator with Other Accessories	Excavator-1: Machine no-SMT250N6HOOLR1200 Excavator-2: Machine no-SMT250N6EOOLR1201 Excavator-3: Machine no SMT250N6VOOLR1192 Excavator-4: Machine no-SMT250N6COOLR1197 Excavator-5: Machine no SMT250N6JOOLR1190 Excavator-6: Machine no-SMT250N6TOOLR1198	২৯.০৯.২০১৯	প্রকল্পের কাজে ব্যবহার হয়।
পণ্য-৬	৬টি	06 six nos Special type Pontoons for Excavator	Pontoon -1: MP-410 Pontoon -2: MP-415 Pontoon -3: MP-412 Pontoon -4: MP-411	১১.০৮.২০২০	প্রকল্পের কাজে ব্যবহার হয়।

প্যাকেজ নং	সংখ্যা	মালামালের নাম	মডেল নং	সরবরাহের তারিখ	ব্যবহারের স্থান
			Pontoon -5: MP-413 Pontoon -6: MP-414		

সূত্র: মাঠ জরিপ ২০২৩

৩.২ পূর্ত কাজের গুণগতমান ও ডিজাইন এর পর্যালোচনা

নির্মাণকালে বিভিন্ন অঙ্গের প্রাক্কলন ব্যয় বাজার মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তৈরী করা হয়েছে। প্রকল্পের জন্য সংগৃহীত মালামাল স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গুণগতমান নিশ্চিত করা হয়েছে। বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীর রক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের অঙ্গসমূহের ডিজাইন লাইফ নির্ভর করবে এগুলোর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং জনসাধারণের ব্যবহারের উপর। তবে প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামোসমূহের আয়ুষ্কাল সম্পর্কে পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রায় সকল অবকাঠামো নদীর তীরবর্তী উন্মুক্ত স্থানে নির্মিত হয়েছে। অপরদিকে, বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষ্যা নদীর পানির ঢেউয়ের কারণে অনেকটা দ্রুততম সময়ে ক্ষয় হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া নব-নির্মিত অবকাঠামোর সাথে নৌযান বেধে রাখার ফলে নদীর স্রোতের একটি প্রভাব অবকাঠামোর উপর পড়বে। এসকল কারণে আলোচ্য প্রকল্পের অবকাঠামোসমূহের আয়ুষ্কাল অন্যান্য প্রকল্পের অবকাঠামের ন্যায় হবে না। এসকল দিক বিবেচনা করে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা থেকে উল্লেখ করা যায়, অবকাঠামোসমূহের ডিজাইন লাইফ ২৫ থেকে ৩০ বছর হতে পারে।

মাঠ পর্যায়ে দৈবচয়ন ভিত্তেতে নিম্নলিখিত কাজসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্পে নিয়োজিত বিআইডব্লিউটিএ'র প্রকৌশলী, ঠিকাদারের প্রতিনিধি এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন।

ক) ইকো পার্ক নির্মাণ

উক্ত প্রকল্পের আওতায় যে ৩টি ইকো পার্ক নির্মাণ করা হচ্ছে তার মধ্যে টঙ্গি ইকো পার্ক এবং মিরপুর বড় বাজার ইকো পার্ক নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এ দুটি পার্ক জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, পার্ক দুটির কাজ ভাল হয়েছে। তবে বড় বাজারের ইকো পার্কের অভ্যন্তরে চলাচলের রাস্তার কয়েকটি স্থানে টাইলসের মাঝে ফাঁকা দেখা গেছে। কাজটি হ্যান্ড ওভারের পূর্বেই উক্ত টাইলসগুলো প্রতিস্থাপন করা আবশ্যক। এই বর্ষায় আরও বৃক্ষ রোপন করা আবশ্যক। সেই সাথে হাজীগঞ্জ ইকো পার্কের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা জরুরী।

খ) ওয়াকওয়ে নির্মাণ (বড়বাজার, মিরপুর এবং ঢাকা উদ্যান)

ডিজাইন মোতাবেক ওয়াকওয়ের প্রস্থ ২.৫০ মিটার এবং ওয়াকওয়ের উভয় পাশে আরসিসি রেলিং স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর ল্যাবেরেটরি রিপোর্ট পর্যালোচনা করে এর গুণগতমান সন্তোষজনক বলে প্রতিয়মান হয়েছে। ওয়াকওয়ের উপর স্থাপিত সিমেন্ট বা পেভমেন্ট

টাইলস কিছু কিছু স্থানে ভাঙ্গা পরিলক্ষিত হয়েছে। আরো বৃহৎ ক্ষতি এড়াতে এগুলোর আশু প্রতিস্থাপন প্রয়োজন।

গ) কী ওয়াল নির্মাণ

কী ওয়াল নির্মাণের নকশা এবং এর স্পেসিফিকেশন পর্যালোচনা করা হয়। সেইসাথে যেসকল নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে তা যথাযথ কিনা তাও পর্যবেক্ষণে আনা হয়। কী ওয়াল নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর গুণগতমান যাচাইকল্পে বুয়েট ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার রিপোর্টসমূহ পর্যালোচনান্তে সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

ঘ) জেটি ও স্পাড নির্মাণ

জেটি ও স্পাড নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর ল্যাবরেটরি রিপোর্ট পর্যালোচনা এবং নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত সামগ্রী পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, নির্মাণ সামগ্রীর মান যথাযথ রয়েছে। উক্ত নির্মাণ কাজের যে অনুমোদিত নকশা রয়েছে তা মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, নকশার সাথে বাস্তব কাজের সঙ্গতি রয়েছে। তবে কনসালটেন্ট কর্তৃক প্রণিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী আরসিসি নির্মাণ কাজে স্টিল সাটার ব্যবহার করার উল্লেখ থাকলেও আরসিসি নির্মাণে কাঠের সাটার ব্যবহার করা হচ্ছে। মিকচার মেশিনে বালু, সিমেন্ট ও পাথর ঢালার ক্ষেত্রে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী স্টান্ডার্ড মেজারিং বক্স ব্যবহার করার উল্লেখ থাকলেও লোহা/ এলুমিনিয়াম কড়াইয়ের মাধ্যমে উক্ত নির্মাণ সামগ্রী মিকচার মেশিনের হপারে ঢালা হচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য যে, লোহা বা এলুমিনিয়াম কড়াই ব্যবহারে নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহারে যথাযথভাবে মাপ অনুসরণ করা হচ্ছে।

ঙ) সীমানা পিলার নির্মাণ

সীমানা পিলার নির্মাণ পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, উঁচু ভূমিতে ৭.৬২ মিটার এবং নীচু ভূমিতে ১১.৫৪ মিটার পাইল করা হয়েছে। তবে এসকল পাইল লোড বেয়ারিং নয়। সীমানা পিলারের জিপিএস কোঅর্ডিনেট প্রকল্প অফিসে সংরক্ষিত বইয়ের সাথে মিল পাওয়া যায়। সীমানা পিলারের নকশা পর্যালোচনা করে দেখা যায় য়ে, নির্মাণ কাজ নির্ধারিত ওয়ার্কিং ড্রয়িং অনুযায়ী সম্পন্ন করা হচ্ছে। সীমানা পিলার নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রী বুয়েটের ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা হয়। উক্ত পরীক্ষার রিপোর্টসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, নির্মাণ সামগ্রীর গুণগতমান সন্তোষজনক রয়েছে।

৩.৩ ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

৩.৩.১ ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা

কেইস স্টাডি: ১

RWD-24 (SEL): Construction of Boundary Pillars at Dhaka River Port area
ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য বর্ণনাঃ ঢাকা নদী বন্দর এলাকায় নদীর সীমানা পিলার নির্মাণ
অর্থ বছর: ২০১৯-২০২০
ক্রয় পদ্ধতি: Open Tendering Method (OTM)

পর্যবেক্ষণ

- ক্রয় পদ্ধতি e-GP এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার কারণে ক্রয় প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধাপের অনুমোদন ও প্রয়োজনীয় সময়, যেমন- এপিপি অনুমোদন, Tender এর Validity Period, CPTU-এর Website এ প্রকাশ ইত্যাদি, দরপত্র ক্রয়, NoA প্রকাশ, সিকিউরিটি অর্থ জমা ইত্যাদি e-GP- সিস্টেমের কারণে কোন প্রকার বিচ্যুতি করা সম্ভব না।
- ক্রয় পদ্ধতি ডিপিপি অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে।
- দরপত্র ০২ (দুই) টি জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ০১ টি বাংলা (যুগান্তর) এবং ০১ টি ইংরেজি (The Daily Sun) প্রত্রিকায়।
- মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা মোট ০৩ (তিন) জন। যার মধ্যে সংস্থার বহিঃ সদস্য ০১ জন।
- Delegation of Financial power অনুযায়ী উক্ত চুক্তি অনুমোদন করেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
- চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ- ১৬ জানুয়ারি ২০২১, বাস্তবে কাজ সমাপ্তির তারিখ- ০৮/০৬/২০২২ এবং উক্ত তারিখে প্রকল্পে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী ও পরামর্শক কর্তৃক স্পেসিফিকেশন মোতাবেক কাজটি সম্পন্ন হয়েছে মর্মে প্রত্যায়ন করা হয়েছে।

পর্যালোচনা

- পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।

কেইস স্টাডি: ২

RWD-01 (SSRI-KSL): Construction of Quay wall, Walkway on Pile, RCC Steps, Bench & Umbrella, Drainage around Quay Wall with Allied Infrastructures along the bank of Turag river from Ramchandrapur to Basila and Rayerbazar khal to Kamarangirchar in Buriganga river.

ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য বর্ণনাঃ
তুরাগ নদীর রামচন্দ্রপুর হতে বসিলা পর্যন্ত অংশের ভরাটকৃত অংশের মাটি খনন, নদীর তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ, কলামের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ, আরসিসি সিড়ি, কি ওয়াল, ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন, Boulder Protection for Scour, পায়ে হাটার সেতু, রেলিং, বসার বেঞ্চ, সীমানা প্রাচীর, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ, বনায়নসহ অন্যান্য আনুসাঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ কাজ (একাধিক লট)
অর্থ বছর: ২০১৯-২০
ক্রয় পদ্ধতি: Open Tendering Method (OTM)

পর্যবেক্ষণ

- ক্রয় পদ্ধতি e-GP এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার কারণে ক্রয় প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধাপের অনুমোদন ও প্রয়োজনীয় সময়, যেমন- এপিপি অনুমোদন, Tender এর Validity Period, CPTU-এর Website এ প্রকাশ ইত্যাদি, দরপত্র ক্রয়, NoA প্রকাশ, সিকিউরিটি অর্থ জমা ইত্যাদি e-GP সিস্টেমের কারণে কোন প্রকার বিচ্যুতি করা সম্ভব না।
- ক্রয় পদ্ধতি ডিপিপি অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে।

- দরপত্র ০২ (দুই) টি জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ০১ টি বাংলা (কালের কন্ঠ) এবং ০১ টি ইংরেজি (Dhaka Trebune) প্রত্রিকায়।
- মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা মোট ০৩ (তিন) জন। যার মধ্যে সংস্থার বহিঃ সদস্য ০১ জন।
- Delegation of Financial power অনুযায়ী উক্ত চুক্তি অনুমোদন করেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
- চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ- ২২ আগস্ট ২০২০, বাস্তবে কাজ সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ ১২ জুন ২০২২।

পর্যালোচনা

- পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।

কেইস স্টাডি: ৩

RWD-05. Lot-01 (RDEL-SRL): Construction of Bank protection, walkway, RCC Steps, RCC Railing, Bench, Drainage System with allied works from Amin bazar to Estern housing under Dhaka River port (Dhaka edge)

ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য বর্ণনাঃ তুরাগ নদীর আমিনবাজার ব্রিজ হতে ইস্টার্ণ হাউজিং (ঢাকা প্রান্ত) পর্যন্ত অংশের ভারাটকৃত মাটি খনন, নদীর তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ, তীররক্ষা কাজ, আরসিসি সিড়ি, কি ওয়াল, ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন, রোলিং নির্মাণ, বসার বেঞ্চ, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, বনায়ন কাজসহ অন্যান্য আনুসাঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ কাজ (একাধিক লট)
অর্থ বছর: ২০২২-২৩
ক্রয় পদ্ধতি: Open Tendering Method (OTM)

পর্যবেক্ষণ

- ক্রয় পদ্ধতি e-GP এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার কারণে ক্রয় প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধাপের অনুমোদন ও প্রয়োজনীয় সময়, যেমন- এপিপি অনুমোদন, Tender এর Validity Period, CPTU-এর Website এ প্রকাশ ইত্যাদি, দরপত্র ক্রয়, NoA প্রকাশ, সিকিউরিটি অর্থ জমা ইত্যাদি e-GP সিস্টেমের কারণে কোন প্রকার বিচ্যুতি করা সম্ভব না।
- ক্রয় পদ্ধতি ডিপিপি অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে।
- দরপত্র ০২ (দুই) টি জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ০১ টি বাংলা (যুগান্তর) এবং ০১ টি ইংরেজি (Financial Express) প্রত্রিকায়।
- মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা মোট ০৩ (তিন) জন। যার মধ্যে সংস্থার বহিঃ সদস্য ০১ জন।
- Delegation of Financial power অনুযায়ী উক্ত চুক্তি অনুমোদন করেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
- চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ১৬ আগস্ট ২০২২, বাস্তবে কাজ সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ- ১৫ জুন ২০২৩

পর্যালোচনা

পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।

কেইস স্টাডি: ৪

পণ্য-৫: ০৬টি লংবুম এক্সকেভেটর ক্রয়।

ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য বর্ণনাঃ ০৬টি লংবুম এক্সকেভেটর ক্রয়।

অর্থ বছর: ২০১৯-২০

ক্রয় পদ্ধতি: Open Tendering Method (OTM)

পর্যবেক্ষণ

- ক্রয় প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধাপের অনুমোদন ও প্রয়োজনীয় সময়, যেমন- এপিপি অনুমোদন, Tender এর Validity Period, CPTU-এর Website এ প্রকাশ ইত্যাদি, দরপত্র ক্রয়, NoA প্রকাশ, সিকিউরিটি অর্থ জমা ইত্যাদি কোন প্রকার বিচ্যুতি হয় নি।
- ক্রয় পদ্ধতি ডিপিপি অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে।
- Delegation of Financial power অনুযায়ী উক্ত চুক্তি অনুমোদন করেন সংস্থা প্রধান
- ডিপিপি তে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে উক্ত ক্রয় কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে।

পর্যালোচনা

- পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ক্রয়কৃত এক্সকেভেটরগুলো প্রকল্পের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

কেইস স্টাডি: ৫

পণ্য-৫: ০১ (এক) টি ডাবল কেবিন পিক-আপ গাড়ী ক্রয়।

ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য বর্ণনাঃ ০১ (এক) টি ডাবল কেবিন পিক-আপ গাড়ী ক্রয়।

অর্থ বছর: ২০১৯-২০

ক্রয় পদ্ধতি: Open Tendering Method (OTM)

পর্যবেক্ষণ

- ক্রয় প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধাপের অনুমোদন ও প্রয়োজনীয় সময়, যেমন- এপিপি অনুমোদন, Tender এর Validity Period, CPTU-এর Website এ প্রকাশ ইত্যাদি, দরপত্র ক্রয়, NOA প্রকাশ, সিকিউরিটি অর্থ জমা ইত্যাদি কোন প্রকার বিচ্যুতি হয় নি।
- Delegation of Financial power অনুযায়ী উক্ত চুক্তি অনুমোদন করেন সংস্থা প্রধান
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অধিশাখা-৬ স্মারক নং ০৭.১৫৬.০২৬.০০.০১.২০০৪ (অংশ-১)-৫২০; তারিখ: ১৩ নভেম্বর ২০১৭ হতে ডাবল কেবিন পিকআপ গাড়ী ক্রয় বাবদ মোট ৫০.০০ লক্ষ টাকা

ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে। সে আলোকে ৪৯.২০ লক্ষ টাকার প্রাক্কলন অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে দরপত্র আহ্বান করলে ৪৯.৬৯ লক্ষ টাকার একটি মাত্র দরপত্র পাওয়া যায়। উক্ত দরপত্র গ্রহনযোগ্য দরদাতা হিসেবে বিবেচনা করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। উল্লেখ্য ডিপিপিতে বরাদ্দ ছিল ৪৬.৫০ লক্ষ টাকা, কিন্তু চুক্তিমূল্য ছিল ৪৯.৬৯ টাকা। ডিপিপিতে মূলধন ইকোনমিক কোড ৬৮০০ এর সাবকোড ৬৮০৭ তে মটরযান (১টি ডাবল কেবিন পিকআপ) এর বরাদ্দকৃত ছিল ৪৬.৫০ লক্ষ টাকা। কিন্তু মটরযানের সঙ্গে একটি ক্যানপি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ সংযোজন করায় অতিরিক্ত ৩.১৯ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হয়। মটরযান ক্রয় বাবদ ৪৬.৫০ লক্ষ টাকা ডিপিপি অনুযায়ী সাবকোড ৬৮০৭ খাত হতে ব্যয় করা হয়েছে এবং ক্যানপি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ বাবদ অতিরিক্ত ৩.১৯ লক্ষ টাকা সাবকোড ৬৮১৩-এ যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম হতে ব্যয় করা হয়েছে।

পর্যালোচনা

- পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। পরবর্তীতে সংশোধিত ডিপিপিতে উক্ত চুক্তি মূল্যের প্রতিফলন থাকতে হবে।

৩.৩.২ পণ্য সরবরাহের ক্রয় কার্য এবং অগ্রগতি

পণ্য সরবরাহের ক্রয় কার্য এবং এর অগ্রগতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৬টি প্যাকেজের মাধ্যমে পণ্য ক্রয় করা হয়েছে। উক্ত প্যাকেজসমূহের মাধ্যমে যেসকল পণ্য ক্রয় করা হয়েছে তারমধ্যে রয়েছে ১টি ডাবল কেবিন পিক-আপ গাড়ী, কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি (২টি কম্পিউটার, ২টি ল্যাপটপ, ২টি স্ক্যানার, ১টি প্রিন্টার, ১টি ফটোকপি মেশিন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি), ১টি টোটাল স্টেশন, ১টি লেভেল মেশিন ও জরিপ কাজের অন্যান্য যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, ৬টি লংবুম এক্সকেভেটর, এবং লংবুম এক্সকেভেটরের জন্য ৬টি পন্টুন।

প্যাকেজ নং (পণ্য ১): একটি ডাবল কেবিং পিক আপ ক্রয় করা হয়েছে। উক্ত প্যাকেজের প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছিল ৪৬.৫০ লক্ষ টাকা। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় ডিসেম্বর ২০১৮ এ। কার্যাদেশের তারিখ ছিল ১০ জানুয়ারী ২০১৯ তারিখে। চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে এবং কাজ শুরু করা হয় ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে। কাজটি সমাপ্ত হয় ২৪ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে। উক্ত প্যাকেজের চুক্তিমূল্য ছিল ৪৯.৬৯ লক্ষ টাকা। এই ক্রয় কার্য সম্পাদনে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিয়োজিত ছিল র‍্যাংগস লিমিটেড।

প্যাকেজ নং (পণ্য -২): উক্ত প্যাকেজের আওতায় কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও স্থাপনে (২টি কম্পিউটার, ২টি ল্যাপটপ, দুটি স্ক্যানার, ১টি প্রিন্টার, ১টি ফটোকপিয়ার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি) ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান মাল্টি কন সিস্টেম কর্তৃক সরবরাহ করা হয়েছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে। চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ২৯ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে। কার্যাদেশের তারিখ ছিল ০১ এপ্রিল ২০১৯ এবং কাজ শুরু করা হয় ০১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে। এই কাজ সমাপ্ত করা হয় ১৮ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে। উক্ত প্যাকেজের প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয় ৬.০০ লক্ষ টাকা এবং চুক্তি মূল্য ছিল ৫.১৮ লক্ষ টাকা।

প্যাকেজ নং (পণ্য -৩): একটি টোটাল স্টেশন, ১টি লেভেল মেশিন ও অন্যান্য জরিপের যন্ত্রপাতি (একাধিক লট) ক্রয় করা হয়েছে। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে।

চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ০৪ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে। কার্যাদেশের তারিখ ছিল ০৩ এপ্রিল ২০১৯ এবং কাজ শুরু করা হয় ০৪ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে। কাজ সমাপ্তির তারিখ ছিল ৮-৪-২০১৯ তারিখে। উক্ত প্যাকেজের প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৮.০০ লক্ষ টাকা এবং চুক্তি মূল্য ছিল ৪.৯৯ লক্ষ টাকা। এই ক্রয় কার্য সম্পাদনে এম এস ইন্ট. লিমিটেড-কে ঠিকাদার হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

প্যাকেজ নং (পণ্য- ৪): এই প্যাকেজে আসবাবপত্র ক্রয় (একাধিক লট) প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১২.০০০০ লক্ষ টাকা। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় মে ২০১৯ তারিখে। কার্যাদেশের তারিখ ছিল ১৮ জুন ২০১৯ তারিখে এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ১৮ জুন ২০১৯ তারিখে। কাজ শুরু করা হয় ১৮/০৬ ২০১৯ তারিখে এবং এই ক্রয় কাজ সমাপ্তির তারিখ ছিল ২৮ জুলাই ২০১৯ এ। উক্ত প্যাকেজের চুক্তিমূল্য ছিল ৫৪৬.৭২ লক্ষ টাকা যা ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কনক কনস্ট্রাকশন কোং এর মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়।

প্যাকেজ নং (পণ্য -৫): ৬টি লং বুম এক্সকেভেটর ক্রয়ে প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয় জানুয়ারি ২০১৯ এ। কার্যাদেশের তারিখ ছিল ০৯ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে এবং চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ১৭ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে। কাজ শুরু করা হয় ১৭ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে এবং এই কাজ সমাপ্ত হয় ২৯/০৯/২০১৯ তারিখে। উক্ত প্যাকেজের চুক্তিমূল্য ছিল ১৩৯৮.০০ লক্ষ টাকা যা ব্রাদার্স মেটাল টেক কর্পোরেশন কর্তৃক সরবরাহ করা হয়।

প্যাকেজ নং (পণ্য- ৬): লং বুম এক্সকেভেটরের জন্য ০৬টি পন্টুন সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়। উক্ত পণ্যসমূহ দি কুমিল্লা শিপ বিল্ডার্স লিমিটেড কর্তৃক সরবরাহ করা হয়। উক্ত প্যাকেজের প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয় ৬০০.০০ লক্ষ টাকা। ডিপিপি অনুযায়ী দরপত্র আহবানের তারিখ নির্ধারণ করা হয় নভেম্বর ২০১৯ তারিখে। চুক্তি মূল্য ছিল ৫৪৬.৭২ (লক্ষ টাকা) যার কার্যাদেশের তারিখ ছিল ১৫ মার্চ ২০২০ চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় ১২ এপ্রিল ২০২০ তারিখে। কাজ শুরু করা হয় ১২ এপ্রিল ২০২০তারিখে এবং কাজটি সমাপ্তির তারিখ ছিল ১০ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে।

সারণি ৩.১৫: সরবরাহ কাজের ক্রয় কার্য এবং অগ্রগতি

প্যাকেজ নং	চুক্তিপত্র নং ও তারিখ চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)	কাজের বিবরণ	ঠিকাদারের নাম	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ শুরুর তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	মে, ২০২৩ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি			
								লক্ষ্যমাত্রা		বাস্তব অগ্রগতি	
								বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
পণ্য-১	৭.০২.২০১৯ ৪৯.৬৯	০১ (এক) টি ডাবল কেবিন পিক-আপ গাড়ী ক্রয়।	র‍্যাংগস লিমিটেড	১০.০১.২০১৯	১১.০২.২০১৯	২৪.০৪.২০১৯	২৪.০৪.২০১৯	১০০	১০০	১০০	১০০
পণ্য-২	২৯.০৪.২০১৯ ৫.১৮	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও স্থাপন। (২টি কম্পিউটার, ২টি ল্যাপটপ, ২টি স্ক্যানার, ১টি প্রিন্টার, ১টি ফটোকপিয়ার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি)	মাল্টি কন সিস্টেম	০১.০৪.২০১৯	০১.০৪.২০১৯	১৮.০৪.২০১৯	১৮.০৪.২০১৯	১০০	১০০	১০০	১০০

প্যাকেজ নং	চুক্তিপত্র নং ও তারিখ চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)	কাজের বিবরণ	ঠিকাদারের নাম	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ শুরুর তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	মে, ২০২৩ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি			
								লক্ষ্যমাত্রা		বাস্তব অগ্রগতি	
								বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
পণ্য-৩	৪.০৪.২০১৯ ৪.৯৯	০১ টি টোটাল স্টেশন, ০১ টি লেভেল মেশিন ও অন্যান্য জরিপ যন্ত্রপাতি ক্রয় (একাধিক লট)।	এস এস ইন্ট লিমিটেড	৩.০৪.২০১৯	৪.০৪.২০১৯	৮.০৪.২০১৯	৮.০৪.২০১৯	১০০	১০০	১০০	১০০
পণ্য-৪	১৮.০৬.২০১৯ ৪.৫১	আসবাবপত্র ক্রয় (একাধিক লট)।	কনক কনস্ট্রাকশন কোং.	১৮.০৬.২০১৯	১৮.০৬.২০১৯	২৮.০৭.২০১৯	২৮.০৭.২০১৯				
পণ্য-৫	১৭.০৪.২০১৯ ১৩৯৮.০০	০৬টি লং বুম এক্সক্যাভেটর ক্রয়।	ব্রাদারস মেটাল টেক করপোরেশন	০৯.০৪.২০১৯	১৭.০৪.২০১৯	২৯.০৯.২০১৯	২৯.০৯.২০১৯	১০০	১০০	১০০	১০০
পণ্য-৬	১২.০৪.২০২০ ৫৪৬.৭২	লংবুম এক্সক্যাভেটরের জন্য ০৬টি পন্টুন সরবরাহ ও স্থাপন।	দ্যা কুমিল্লা শিপ বিল্ডারস লিমিটেড	১৫.০৩.২০২০	১২.০৪.২০২০	১১.০৮.২০২০	১০.০৯.২০২০	১০০	১০০	১০০	১০০

সূত্র: মাঠ জরিপ ২০২৩

পর্যালোচনা

আরডিপিপি অনুযায়ী সরবরাহ কাজের মধ্যে ১টি ডাবল কেবিন পিক আপ, ৬টি লংবুম এক্সক্যাভেটর ও ক্যানপিসহ অন্যান্য সরঞ্জাম, ৬টি পন্টুনসহ ১টি কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ, প্রকৌশল যন্ত্রপাতি এবং আসবাবপত্র ক্রয়ের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে।

- বর্নিত যানবাহন ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি আরডিপিপি নির্ধারিত ক্রয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই ক্রয় কাজ শেষ করা হয়েছে।
- সরেজমিনে দেখা যায় ক্রয়কৃত যানবাহনের মধ্যে ডাবল কেবিন পিক আপটি প্রকল্পের কার্য তদারকিতে নিয়োজিত উপপ্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ঠ প্রকৌশলীগণ ব্যবহার করছেন।
- ৬টি লংবুম এক্সকাভেটর ও ৬টি পন্টুন প্রকল্পের অধীনে দখলকৃত স্থাপনাদি উচ্ছেদসহ প্রকল্পের প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।
- কম্পিউটার সহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- প্রকৌশল যন্ত্রপাতির মধ্যে ০১টি টোটাল স্টেশন, ০১টি লেভেল মেশিনে এবং অন্যান্য জরিপ যন্ত্রপাতি প্রকল্পের সাইটে জরিপ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- ক্রয়কৃত আসবাবপত্র প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর ব্যবহৃত হচ্ছে।

৩.৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন পর্যালোচনা (লগ ফ্রেম অনুযায়ী)

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	উদ্দেশ্য অর্জন	পর্যবেক্ষণ
লক্ষ্য (GOAL): নদীর তীরভুমির অননুমোদিত দখল রোধ করার মাধ্যমে টেকসই নাব্যতা অর্জন।	১। ২০২৩ সালের মধ্যে ৫২ কিলোমিটার নদীর তীরবর্তী এলাকার অননুমোদিত দখলের হ্রাসকরণ। ২। নদীর প্রাকৃতিক প্রসস্ততা উদ্ধারকরণ।	-	-
উদ্দেশ্য (Purpose/Outcome) নদীর তীরভূমির অননুমোদিত/ অবৈধ দখল রোধে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের মাধ্যমে বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ।	ঢাকা শহরের চারদিকে নদীর তীরভূমিতে ৫২ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে (হাঁটার রাস্তা) উন্মুক্ত করা।	২৫৯.৮৫ একর তীরভূমি অননুমোদিত দখল উচ্ছেদ করা হয়েছে। ওয়াকওয়ে নির্মাণ ১৫ কিলোমিটার করার, পাশাপাশি ইকোপার্ক নির্মাণের ফলে এর সুফল স্থানীয় জনসাধারণ ভোগ করছে।	স্থানীয় জনসাধারণ প্রকল্পের সুবিধা ভোগ করছে।
আউটপুট (Output)			
১। নদীর অভ্যন্তরে অননুমোদিত ভরাটকৃত মাটি খনন। ০২। নদীর তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ। ০৩। নদীর তীরভূমির কলামের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ। ০৪। তীররক্ষা কাজ সম্পন্ন করা। ০৫। আরসিসি সিড়ি নির্মাণ। ০৬। কি ওয়াল নির্মাণ। ০৭। ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন নির্মাণ। ০৮। Boulder Protection for scour ০৯। পায়ে হাঁটার সেতু নির্মাণ। ১০। রেলিং নির্মাণ। ১১। বসার বেঞ্চ নির্মাণ। ১২। পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ। ১৩। সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।	০১। জানুয়ারি ২০২৩ এর মধ্যে নদীর তলদেশের অননুমোদিত তলানীসমূহ/ ১৮২১০০০ ঘন মিটার মাটি ভরাট খনন কাজ সম্পন্নকরণ। ০২। জানুয়ারি ২০২৩ এর মধ্যে নদীর উঁচু তীরভূমিতে ৫২ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে। ০৩। জানুয়ারি ২০২৩ এর মধ্যে ১৭৭৫০ মিটার আরসিসি কলামের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ সম্পন্ন হবে। ০৪। জানুয়ারি ২০২৩ এর মধ্যে ২৪৬৮৫ মিটার তীররক্ষা কাজ সম্পন্ন হবে। ০৫। জানুয়ারি ২০২৩ এর মধ্যে ৮০ টি আরসিসি সিড়ি নির্মাণ সম্পন্ন হবে। ০৬। জানুয়ারি ২০২৩ এর মধ্যে ১০০৪৩ মিটার কী ওয়াল নির্মাণ সম্পন্ন হবে।	১. নদীর অভ্যন্তরের অননুমোদিত ভরাটকৃত মাটি খনন ৩.৫০ লক্ষ ঘনমিটার ২. নদীর তীর ভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ ১৫ কিলোমিটার ৩. নদীর তীরভূমিতে কলামের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ ৫ কিলোমিটার ৪. তীররক্ষা কাজ ১৬ কিলোমিটার ৫. আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ ৩০টি ৬. কি ওয়াল নির্মাণ ৪ কিলোমিটার ৭. ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন নির্মাণ ৫ কিলোমিটার ৮. Boulder Protection for	জুন ২০২৩ পর্যন্ত ৫২ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার নির্মিত হয়েছে এবং ৭৫৬২টি সীমানা পিলারের মধ্যে ৫০০০টি নির্মিত হয়েছে। বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর দখলমুক্ত অংশের সৌন্দর্যবর্ধন করা এবং নদীর উভয় তীরের পরিবেশগত উন্নয়ন সাধন করার উদ্দেশ্য অর্জনে নির্ধারিত সময়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে না।

১৪। রাস্তা নির্মাণের জন্য ভুমি উন্নয়ন। ১৫। ভারী যানবাহনের জন্য জেটি নির্মাণ। ১৬। জেটির জন্য রাস্তা নির্মাণ। ১৭। RCC Parking Yard Construction- নির্মাণ। ১৮। SPUD- নির্মাণ। ১৯। নদীর সীমানা পিলার নির্মাণ। ২০। নদীর তীরভূমিতে ইকোপার্ক নির্মাণ। ২১। বনায়ন। ২২। পরিবশগত সমস্যা সমাধানকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রম (বর্জ্য ব্যবস্থাপনা/ দূষিত পানি পরিশোধনের জন্য পাইলট প্রজেক্ট/ বৃক্ষরোপণ/ পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদি)। ২৩। সচেতনতামূলক সাইনবোর্ড স্থাপন। ২৪। ০৬ টি লং বুম এক্সক্যাভেটর ও ক্যানপিসহ অন্যান্য সারঞ্জাম। ২৫। সদরঘাট ও কেরানীগঞ্জ এলাকায় যাত্রী সেবার জন্য ০৪ টি ঘাট নির্মাণ-	০৭। জানুয়ারি ২০২৩ এর মধ্যে ৩৫৩৫৮ মিটার ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন নির্মাণ সম্পন্ন হবে। ০৮। জানুয়ারি ২০২৩ এর মধ্যে ২৬৫০ মিটার Boulder Protection for scour নির্মাণ সম্পন্ন হবে। ০৯। জানুয়ারি ২০২৩ এর মধ্যে ৩৯৫ মিটার আরসিসি ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণ সম্পন্ন হবে। ১০। জানুয়ারি ২০২৩ এর মধ্যে ১০২৫২৪ মিটার আরসিসি রেলিং নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে। ১১। জানুয়ারি ২০২৩ এর মধ্যে ২৯১টি বসার বেঞ্চ নির্মাণ সম্পন্ন হবে। ১২। জানুয়ারি ২০২৩ এর মধ্যে ৩৫০০মিটার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ সম্পন্ন হবে। ১৩। জুন ২০২২ এর মধ্যে ৮৫০ মিটার সীমানা প্রাচীর নির্মাণ সম্পন্ন হবে। ১৪। মে ২০২২ এর মধ্যে ১১০০০ ঘনমিটার রাস্তা নির্মাণের জন্য ভুমি উন্নয়ন সম্পন্ন হবে। ১৫। মে ২০২২ এর মধ্যে ১৪টি আরসিসি জেটি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে। ১৬। মে ২০২২ এর মধ্যে ৯০০০ বর্গ মিটার জেটির জন্য রাস্তা নির্মাণ সম্পন্ন হবে। ১৭। মে ২০২২ এর মধ্যে ২৩০০০ বর্গ মিটার RCC Parking Yard Construction নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে। ১৮। মে ২০২২ এর মধ্যে ২৮ টি স্পাড নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে। ১৯। জানুয়ারি ২০২২ এর মধ্যে ৭৫৬২ টি নদীর সীমানা পিলার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে। ২০। মে ২০২২ এর মধ্যে নদীর তীরভূমিতে ০৩ টি ইকোপার্ক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে। ২১। জানুয়ারি ২০২৩ এর মধ্যে ৩৫৩৫৮ মিটার বনায়ন কাজ সম্পন্ন হবে।	Scour ২০ কিলোমিটার ৯. পায়ে হাটার জন্য সেতু নির্মাণ ১৫০ মি. ১০. রেলিং নির্মাণ ৪০ কিলোমিটার ১১. বসার বেঞ্চ নির্মাণ ২৯টি ১২. সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ০.৮৫ কিলোমিটার ১৩. পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ ২.১ কিলোমিটার ১৪. ভারী যানবাহনের জন্য জেটি নির্মাণ ৬টি ১৫. জেটির জন্য রাস্তা নির্মাণ ০.১০ কিলোমিটার ১৬. সীমানা পিলার নির্মাণ ৫০০০টি ১৭. Spud নির্মাণ ১২টি ১৮. নদীর তীরভূমিতে ইকোপার্ক নির্মাণ ৩টি ১৯. বনায়ন ৩ কিলোমিটার	

	২২। জানুয়ারি ২০২৩ এর মধ্যে পরিবশগত সমস্যা সমাধানকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রম (বর্জ্য ব্যবস্থাপনা/ দূষিত পানি পরিশোধনের জন্য পাইলট প্রজেক্ট/ বৃক্ষরোপণ/ পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদি) সম্পন্ন হবে। ২৩। মার্চ ২০২২ এর মধ্যে ১০০ টি সচেতনতামূলক সাইনবোর্ড স্থাপন সম্পন্ন করা হবে। ২৪। অক্টোবর ২০১৯ এর মধ্যে ক্রয় কাজ সম্পন করা হয়েছে। ২৫। মে ২০২২ এর মধ্যে সদরঘাট ও কেরানীগঞ্জ এলাকায় যাত্রী সেবার জন্য ০৪টি ঘাট নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হবে।		
ইনপুট (Input):			
১। নদীর অভ্যন্তরে অননুমোদিত ভরাটকৃত মাটি খনন ০২। নদীর তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ ০৩। নদীর তীরভূমির কলামের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ। ০৪। তীররক্ষা কাজ। ০৫। আরসিসি সিড়ি নির্মাণ। ০৬। কি ওয়াল নির্মাণ। ০৭। ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন নির্মাণ ০৮। Boulder Protection for scour ০৯। পায়ে হাঁটার সেতু নির্মাণ। ১০। রেলিং নির্মাণ। ১১। বসার বেঞ্চ নির্মাণ। ১২। পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ। ১৩। সীমানা প্রাচীর নির্মাণ। ১৪। রাস্তা নির্মাণের জন্য ভুমি উন্নয়ন। ১৫। ভারী যানবাহনের জন্য জেটি নির্মাণ। ১৬। জেটির জন্য রাস্তা নির্মাণ। ১৭। RCC Parking Yard Construction- নির্মাণ।	১। নদীর অভ্যন্তরে অননুমোদিত ভরাটকৃত মাটি খনন-১৮২১০০০ ঘন মিটার ০২। নদীর উঁচু তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ-৩৩৮৫৮মিটার ০৩। নদীর তীরভূমির কলামের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ-১৭৭৫০ মিটার ০৪। তীররক্ষা কাজ- ২৪৬৮৫ মিটার ০৫। আরসিসি সিড়ি নির্মাণ-৮০টি। ০৬। কি ওয়াল নির্মাণ-১০০৪৩মিটার ০৭। ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন নির্মাণ-৩৫৩৫৮মিটার ০৮। Boulder Protection for scour-২৬৫০মিটার ০৯। পায়ে হাঁটার সেতু নির্মাণ-৩৯৫মিটার ১০। রেলিং নির্মাণ-১০২৫২৪ মিটার ১১। বসার বেঞ্চ নির্মাণ-২৯১টি ১২। পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ-৩৫০০ মিটার ১৩। সীমানা প্রাচীর নির্মাণ-৮৫০ মিটার	পূর্ত কাজের ২৩টি প্যাকেজের মধ্যে সকল প্যাকেজের ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। ২৩টি প্যাকেজের মধ্যে ৮টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হলেও মাঠ পর্যায়ে ১৫টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে।	৩০ জুন ২০২৩ তারিখের মধ্যে উক্ত কাজসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে না।

১৮। SPUD- নির্মাণ। ১৯। উঁচু ও নিচু ভূমিতে নদীর সীমানা পিলার নির্মাণ। ২০। নদীর তীরভূমিতে ইকোপার্ক নির্মাণ। ২১। বনায়ন। ২২। পরিবশগত সমস্যা সমাধানকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রম (বর্জ্য ব্যবস্থাপনা/ দূষিত পানি পরিশোধনের জন্য পাইলট প্রজেক্ট/ বৃক্ষরোপণ/ পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদি)। ২৩। সচেতনতামূলক সাইনবোর্ড স্থাপন। ২৪। লং বুম এক্সক্যাভেটর ও ক্যানপিসহ অন্যান্য সারঞ্জাম ক্রয় ২৫। সদরঘাট ও কেরানীগঞ্জ এলাকায় যাত্রী সেবার জন্য ঘাট নির্মাণ।	১৪। রাস্তা নির্মাণের জন্য ভুমি উন্নয়ন-১১০০০মিটার ১৫। ভারী যানবাহনের জন্য জেটি নির্মাণ-১৪টি। ১৬। জেটির জন্য রাস্তা নির্মাণ-৯০০০বর্গমিটার ১৭। RCC Parking Yard Construction- ২৩০০০ বর্গ মিটার। ১৮। SPUD- ২৮টি ১৯। উঁচু ও নিচু ভূমিতে নদীর সীমানা পিলার নির্মাণ-৭৫৬২টি ২০। নদীর তীরভূমিতে ইকোপার্ক নির্মাণ (০৩) টি-৯০৪২ বর্গ মিটার ২১। বনায়ন-৩৫৩৫৮মিটার ২২। পরিবশগত সমস্যা সমাধানকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রম (বর্জ্য ব্যবস্থাপনা/ দূষিত পানি পরিশোধনের জন্য পাইলট প্রজেক্ট/ বৃক্ষরোপণ/ পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদি)। ২৩। সচেতনতামূলক সাইনবোর্ড স্থাপন-১০০টি ২৪। ০৬টি লং বুম এক্সক্যাভেটর ও ক্যানপিসহ অন্যান্য সারঞ্জাম ক্রয় কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ২৫। সদরঘাট ও কেরানীগঞ্জ এলাকায় যাত্রী সেবার জন্য ঘাট নির্মাণ- ০৪টি।		

৩.৫ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্যাদি

৩.৫.১ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃপক্ষের জনাব মোঃ নূরুল আলম, অতিরিক্ত সচিব ও সদস্য (অর্থ) প্রকল্প পরিচালক হিসাবে তিন বছর তিন মাস (২৪ জুলাই ২০১৮ থেকে ০৪ অক্টোবর ২০২১) পর্যন্ত অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন। এরপর জনাব আবু জাফর মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ কবির, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা সার্কেল ০৪ অক্টোবর ২০২১ থেকে অদ্যবধি পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

সারণি ৩.৬: দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকল্প পরিচালক

ক্র.নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদ মর্যাদা	দায়িত্বের ধরন (নিয়মিত/ অতিরিক্ত)	দায়িত্বকাল	
				আরম্ভ	সমাপ্ত
১	মোঃ নূরুল আলম	অতিরিক্ত সচিব ও সদস্য (অর্থ)	অতিরিক্ত	২৪ জুলাই ২০১৮	০৪ অক্টোবর ২০২১
২	আবু জাফর মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ কবির	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা সার্কেল	পূর্ণকালীন	০৪ অক্টোবর ২০২১	অদ্যবধি

সূত্র: প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর, ২০২৩

পর্যালোচনা

জনাব মোঃ নূরুল আলম, অতিরিক্ত সচিব ও সদস্য (অর্থ) প্রকল্প পরিচালক হিসাবে তিন বছর তিন মাস পর্যন্ত অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেছেন এবং জনাব আবু জাফর মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ কবির, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা সার্কেল ০৪ অক্টোবর ২০২১ থেকে অদ্যবধি প্রায় এক বছর সাত মাস দায়িত্ব পালন করছেন।

৩.৫.২ প্রকল্পে নিয়োজিত জনবল

ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প ব্যবস্থাপনার জন্য সৃজিত পদসমূহে যোগ্য কর্মকর্তাবৃন্দ দায়িত্ব পালন করছেন। ডিপিপি অনুযায়ী ১ জন সহকারী প্রকৌশলী, ১ জন ড্রাইভার এবং ১ জন অফিস সহায়ক আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে যোগদান করেছেন। প্রকল্প পরিচালক এবং উপ-প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দুজন কর্মকর্তা বিআইডব্লিউটিএ থেকে প্রেষণে যথাক্রমে ০৪/১০/২০২১ এবং ০২/১০/২০১৯ তারিখ থেকে কর্মরত আছেন।

সারণি ৩.৭: প্রকল্পে নিয়োজিত জনবল

ক্রমিক নং	পদের নাম	সংখ্যা (জন)		শূণ্য পদ	সংস্থান	দ্বায়িত্বকাল	
		ডিপিপিতে সংস্থান	প্রকৃত জনবলের সংখ্যা			শুরু	শেষ
০১	প্রকল্প পরিচালক	০১	০১	-	প্রেষণে	০৪.১০.২০২১	--
০২	উপ- প্রকল্প পরিচালক	০১	০১	-	প্রেষণে	০২.১০.২০১৯	--
০৩	সহকারী প্রকৌশলী	০১	০১	-	আউটসোসিং	০৬.১০.২০২১	--
০৪	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (পুর)	০২	০২	-	সরাসরি	১৫.০১.২০১৯	--
০৫	কারিগরী সহকারী (পুর)	০২	০২	-	সরাসরি	১৫.০১.২০১৯	--
০৬	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	০১	০১	-	সরাসরি	২৩.০৩.২০২২	--
০৭	ড্রাইভার	০১	০১	-	আউটসোসিং	০১.০৬.২০১৯	--
০৮	অফিস সহায়ক	০১	০১	-	আউটসোসিং	০১.০২.২০২০	--
	মোট	১০	১০	-			

মাঠ জরিপ, ২০২৩

৩.৬ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মেয়াদ ও জনবল সংক্রান্ত তথ্যাদি

সারণি ৩.৮ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির জন্য নির্ধারিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নাম ইন্টার স্পেস লিমিটেড ও ডিকন ডিজাইন স্টুডিও (জেভি)। মূল চুক্তি অনুসারে পরিকল্পনা কালে তারা জানুয়ারি ২০১৯ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ৬ মাস কাজ করে। রক্ষণাবেক্ষণ পর্যায়ে নির্মাণ তদারকিতে তারা জুলাই ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ৩০ মাস কাজ করে। পরবর্তীতে জানুয়ারি ২০২২ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত মোট ৯ মাসের তাদের কাজের চুক্তি সংশোধন অনুমোদন করা হয়। ইন্টার স্পেস লিমিটেড ও ডিকন ডিজাইন স্টুডিও জেভি-এর সাথে অক্টোবর ২০২২ থেকে নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত আরও ২ মাসের চুক্তি করা হয়। ডিসেম্বর ২০২২ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ৭ মাসের জন্য মূল চুক্তি করা হয় ডিকন ডিজাইন স্টুডিও'র সাথে। পরিশেষে দেখা যায় যে, পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে বিভিন্ন ধাপে জানুয়ারি ২০১৯ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত সর্বমোট ৫৪ মাসের মূল চুক্তি করা হয়েছে।

সারণি ৩.৮: পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের চুক্তির মেয়াদ

বিস্তারিত তথ্য		প্রতিষ্ঠানের নাম	মূল চুক্তি			অনুমোদিত সংশোধন		
			শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	স্থায়িত্বের কাল	শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	স্থায়িত্বের কাল
ডিজাইন পর্যায়	**ডিজাইনের সময় কাল** (Design Period)	ইন্টার স্পেস লিমিটেড ও ডিকন ডিজাইন স্টুডিও (জে ভি)	১/১/১৯	৩০/৬/১৯	৬ মাস			
তত্ত্বাবধান পর্যায়	**নির্মাণ তদারকির সময় কাল** (Construction Supervision Period)	ইন্টার স্পেস লিমিটেড ও ডিকন ডিজাইন স্টুডিও (জে ভি)	১/৭/১৯	৩১/১২/২১	৩০ মাস	১/১/২২	৩০/৯/২২	৯ মাস
		ইন্টার স্পেস লিমিটেড ও ডিকন ডিজাইন স্টুডিও (জে ভি)	১/১০/২২	৩০/১১/২২	২ মাস	-	-	-
		ডিকন ডিজাইন স্টুডিও	১/১২/২২	৩০/৬/২৩	৭ মাস	-	-	-
চুক্তির মোট মেয়াদ কাল			১/১/১৯	৩০/৬/২৩	৫৪ মাস	-	-	-

সূত্র: মাঠ জরিপ, ২০২৩

পর্যালোচনা

উপর্যুক্ত সারণি পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, জানুয়ারি ২০১৯ মাসে ইন্টার স্পেস লিমিটেড ও ডিকন ডিজাইন স্টুডিও (জেভি)-এর সাথে প্রথম চুক্তি করা হয়েছে এ। প্রথম ৬ মাস পরিকল্পনা কাজে ব্যয় করা হয়েছে। এর পরের ৩০ মাস পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপদান করার জন্য নির্মাণ কাজ করা হয়েছে। কিন্তু মূল চুক্তির সময়কালের মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ না হওয়ায় আরও ৯ মাস সময় বাড়ানো হয়। এরপরেও কাজ বাকি থাকায় একই সংগঠনের সাথে আরো ২ মাসের চুক্তি নবায়ন করা হয়। নির্মাণ কাজের সমাপ্তি না হওয়ায় ডিকন ডিজাইন স্টুডিও সংগঠনের সাথে আরও ৭ মাসের চুক্তি নবায়ন করা হয় যা ২০২৩ এর জুনে শেষ হবে। এখন পর্যন্ত ৫৪ মাসের চুক্তি হলেও বার বার সময় বাড়াতে হয়েছে। এরপরেও কাজ শেষ না হলে নতুন করে সঠিকভাবে পরিকল্পনা করে নির্দিষ্ট সময়কাল নির্ধারণ করা উচিত।

৩.৬.১ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মেয়াদ ও জনবল

এই প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এই জনবল নিয়োগ দিয়েছে। তারা দল নেতা, স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার, ম্যাটেরিয়াল/ কোয়ালিটি কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ার (কিউ সি ই), রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার (আর ই), স্থপতি, ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, প্লাম্বিং ইঞ্জিনিয়ার, সাইট ইঞ্জিনিয়ার ও অটো ক্যাড অপারেটর পদে নিয়োগ দিয়েছেন। এদের মধ্যে শুধু সাইট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করছে ৭ জন এছাড়া বাকি পদে ১ জন করে কাজ করছে। তাদের মধ্যে দল নেতা, স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার, ম্যাটেরিয়াল/ কোয়ালিটি কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ার (কিউ সি ই), রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার (আর ই), স্থপতি, ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, প্লাম্বিং ইঞ্জিনিয়ার কে প্রধান কর্মী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ৭ জন সাইট ইঞ্জিনিয়ার ও ১ জন অটোক্যাড অপারেটর মাঠ পর্যায়ে কাজ করার জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে (সারণি ৩.৯)।

সারণি ৩.৯: পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের জনবলের তালিকা

প্রধান কর্মীবৃন্দ			মাঠ পর্যায়ে নিয়োগকৃত জনবল		
ক্র.নং	নাম	পদবী	ক্র.নং	নাম	পদবী
১	বাবুল আক্তার	টিম লিডার	৮	মোঃ আনিসুর রহমান	সাইট ইঞ্জিনিয়ার-১
২	মোঃ ফারুক হোসেন জনি	স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার	৯	জসীম উদ্দিন	সাইট ইঞ্জিনিয়ার-২
৩	মোহাম্মদ রাকিবুর রহমান	ম্যাটেরিয়াল/ কোয়ালিটি কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ার (কিউসিই)	১০	মোঃ শাহিন হাওলাদার	সাইট ইঞ্জিনিয়ার-৩
৪	মোঃ নুরুল আলম রনি	রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার (আরই)	১১	মোঃ জুবায়ের হোসাইন	সাইট ইঞ্জিনিয়ার-৪
৫	আবু আনাস ফয়সাল	স্থপতি	১২	শামসুদ্দীন	সাইট ইঞ্জিনিয়ার-৫
৬	এস এম মুরশেদ মনোয়ার	ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার	১৩	মোঃ লিটন	সাইট ইঞ্জিনিয়ার-৬
৭	কৃষেন্দু বর্মা	প্লাম্বিং ইঞ্জিনিয়ার	১৪	মোঃ ইসমাম	সাইট ইঞ্জিনিয়ার-৭
-	-	-	১৫	মোঃ সানাউল হক	অটো ক্যাড অপারেটর

সূত্র: মাঠ জরিপ, ২০২৩

পর্যালোচনা

পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের জনবলের তালিকা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, তারা মোট ১৫ জন জনবল নিয়োগ দিয়েছে এই প্রকল্পে কাজ করার জন্য যার মধ্যে ৭ জন প্রধান কর্মী এবং বাকি ৮ জন মাঠ পর্যায়ের কর্মী হিসেবে কাজ করছে। প্রধান কর্মীদের মধ্যে আছে দল নেতা, স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার, ম্যাটেরিয়াল/ কোয়ালিটি কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ার (কিউসিই), রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার (আরই), স্থপতি, ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, প্লাম্বিং ইঞ্জিনিয়ার। প্রধান কর্মীদের পদবীতে কাজ করা জনবল প্রতিটি পদের জন্য একজন করে কাজ করছেন। মাঠ পর্যায়ের কর্মী হিসেবে কাজ করছেন ৭ জন সাইট ইঞ্জিনিয়ার ও ১ জন অটো ক্যাড অপারেটর।

৩.৭ পরামর্শকগণের চলমান কাজ পরিদর্শন ও গুণগতমান যাচাইয়ের পদ্ধতি

৩.৭.১ গুণগতমান যাচাই পদ্ধতি

- গুণগতমান যাচাইয়ের জন্য টেস্টসমূহ:
  - কাজ শুরুর পূর্বে ও চলাকালীন সময়ের কাজের টেস্ট

- কাজ চলাকালীন সময়ে কাজের টেস্ট
- কাজ সম্পাদনের পর সম্পন্নকৃত কাজের টেস্ট

- কোয়ালিটি ইন্সপেক্সন
- ঠিকাদার কর্তৃক ইস্যুকৃত আরএফআই-এর প্রতিপালন
- সাইটে কাজের সুপারভিশন
- কাজের সাইটে সাইট পরিদর্শন বহি সংরক্ষণ।

৩.৭.২ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাজের তদারকি সংক্রান্ত তথ্যাদি

- সরেজমিনে পরিদর্শনের সময় ল্যাবরেটরিতে মালামাল পরীক্ষা করে দেখা হয়। কাজ শুরুর পূর্বে এবং কাজ চলাকালিন মালামালের গুণগতমান পরীক্ষা করা হয়।
- সংশ্লিষ্ট কনসালটেন্ট কর্তৃক ঠিকাদারের স্টাকইয়ার্ড পরিদর্শন করা হয়।
- কাজের প্রতিটি ধাপে ঠিকাদার কর্তৃক ইস্যুকৃত আরএফআই সংশ্লিষ্ট কনসালটেন্ট কর্তৃক প্রতিপালন করা হয়।
- কোয়ালিটি ইন্সপেকশন ও চেকলিস্ট ফর্ম যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়।
- কনসালট্যান্টগণ সরজমিনে উপস্থিত থেকে কংক্রিটসহ প্রতিটি কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করা হয়।

৩.৮ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC) এবং স্টিয়ারিং কমিটির (PSC) সভার সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা

প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপি-তে বর্ণিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি এবং প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত ও তার বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপঃ

সভার নাম	আরডিপিপি অনুযায়ী সভার সংখ্যা	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	সিদ্ধান্ত সমূহ		সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন/ প্রতিফলন
পিআইসি সভা	আরডিপিপিতে প্রতি ০৩ মাসে ১টি পিআইসি সভা আহবানের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। সে মোতাবেক ২০টি সভা আহবান করা আবশ্যক।	১ম সভা (১০/৯/১৮)	৪.১	প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগ কাজটি দ্রুত সমপন্ন করাসহ পরামর্শক নিয়োগের পূর্বে কাজগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন ও কার্যকরি পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় এবং বরাদ্দের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিকে কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহনের অনুরোধ করবেন।	ইতিপূর্বে পিআইসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমুহ যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনা পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
			৪.২	আলোচ্য প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহবান পূর্বক একটি জলযান (স্পীড বোড/কেবিন ক্রুজার) ক্রয়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
			৪.৩	তীরভূমিতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ও সীমানা পিলার স্থাপন বিষয়ে জেলা প্রশাসনের সাথে স্থানীয় কর্মকর্তাদের পাশাপাশি প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্প অফিসের অন্যান্য	

সভার নাম	আরডিপিপি অনুযায়ী সভার সংখ্যা	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	সিদ্ধান্ত সমূহ		সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন/ প্রতিফলন
				কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্টকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
			৪.৪	বর্ণিত প্রকল্পের ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটিতে বিআইডব্লিউটিএ'র ০৩ (তিন) সদস্য-কে ১০.০৯.২০১৮ তারিখ থেকে কমিটির সদস্য হিসাবে কো-অপ্টকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
		২য় সভা (১৬/১০/১৯)	৪.০১	নদীর তীরভূমিতে সীমানা পিলারের কাজ চলমান থাকবে।	ইতিপূর্বে পিআইসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমুহ যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনা পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
			৪.০২	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বেড়ি বাধঁ সংলগ্ন যে স্থানটুকু সীমানা পিলার স্থাপনের সঙ্গে সম্পর্কিত তা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড লিখিতভাবে প্রকল্প অফিসকে অবহিত করবেন।	
			৪.০৩	প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটির সভায় প্রকল্পের চলমান কাজের অগ্রগতির স্থির চিত্র, ভিডিওসহ প্রকল্পের অগ্রগতি পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করতে হবে এবং কমিটি কর্তৃক আগামী মিটিং এর পূর্বে যে কোন দিনে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হবে।	
		৩য় সভা (২২/৯/২০)	৯.০১	পরিকল্পনা কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যৌক্তিকভাবে নতুন অঙ্গ বাতিল/পরিমাণ হ্রাস ও অপরাপর অঙ্গসমূহের পরিমাণ যৌক্তিকভাবে হ্রাস করে প্রস্তাবিত আরডিপিপি'টি সংশোধন করে ০১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি করে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করতে হবে।	ইতিপূর্বে পিআইসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমুহ যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনা পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
			৯.০২	প্রকল্পের কাজ সমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য বাস্তবতার আলোকে প্যাকেজসমূহ একাধিক লটে বিভক্ত করে দ্রুত দরপত্র প্রক্রিয়া করতে হবে।	
			৯.০৩	নদীর তীরভূমিতে রোপিত বৃক্ষসমূহ স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রতি সভায় বৃক্ষ সমূহের অবস্থা উপস্থাপন করতে হবে।	
		৪র্থ সভা (২৩/৮/২১)	৩.০১	প্রকল্পের কাজ সমূহ নির্ধারিত সময়ে সম্পাদনের জন্য ব্যাংক প্রটেকশনের জন্য চলতি বর্ষা মৌসুমে সিসি ব্লক তৈরি এবং আগত শুষ্ক মৌসুমে কাজের গতি বৃদ্ধি করতে হবে।	ইতিপূর্বে পিআইসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমুহ যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনা পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
			৩.০২	যেখানে ওয়াকওয়ের লেআউট ও নদীর হাই ব্যাংকের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বাধামুক্ত জায়গা থাকবে সেসব জায়গায় ব্যাংক	

সভার নাম	আরডিপিপি অনুযায়ী সভার সংখ্যা	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	সিদ্ধান্ত সমূহ		সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন/ প্রতিফলন
				প্রটেকশনসহ ওয়াকওয়ে নির্মাণের কাজ এখনই শুরু করতে হবে।	
			৩.০৩	পেভিং টাইলস ব্যবহারের বিষয়ে PSC সভায় উপস্থাপন করে সুরাহ করতে হবে।	
			৩.০৪	প্রকল্পের সংশোধিত আরডিপিপি'টি অনুমোদনের জন্য বিআইডব্লিউটিএ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশন হতে যৌথ উদ্দোগে কাজ করতে হবে।	
		৫ম সভা (২৮/১০/২১)	৩.০১	প্রকল্পের কাজ সমূহ নির্ধারিত সময়ে সম্পাদনের জন্য ব্যাংক প্রটেকশনের জন্য চলতি শুষ্ক মৌসুমে তীর রক্ষার কাজের গতি বৃদ্ধি করতে হবে।	ইতিপূর্বে পিআইসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমুহ যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনা পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
			৩.০২	বিভিন্ন সরকারী/ বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক সীমানা পিলার, ওয়াকওয়ে নির্মাণে বাধার বিষয়ে তালিকা করে বাধা অপসারণ ও নিরসনের লক্ষে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।	
			৩.০৩	প্রকল্পের সংশোধিত আরডিপিপি অনুসারে সকল দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দ্রুত কাজ শুরু করতে হবে।	
			৩.০৪	প্রকল্পের সন্মানী ভাতা খাতে বরাদ্দ সল্পতার বিষয়টি পরবর্তী পিএসসি সভায় সিদ্ধান্তে জন্য উপস্থাপন করতে হবে।	
		৬ষ্ঠ সভা (১৭/৮/২২)	৩.০১	প্রকল্পটির গুরত্ব বিবেচনায় নিয়ে "বি" ক্যাটাগরি থেকে "এ" ক্যাটাগরিতে উন্নীত করার বিষয়ে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় হতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ইতিপূর্বে পিআইসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমুহ যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনা পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
			৩.০২	ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ডিপিপির আন্ত:খাত সমন্বয় এবং প্রকল্প মেয়াদ জুন ২০২৪ পর্যন্ত অর্থাৎ ১ বছর বৃদ্ধি করে ২য়_সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	
			৩.০৩	সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ণ পরিকল্পনা (আরএডিপি) প্রকল্প বরাদ্দ ৩৫০.০০ কোটি টাকা প্রস্তাব করতে হবে।	
		৭ম সভা (২৬/১২/২২)	২.৪.১	প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর অর্থাৎ জুন ২০২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধিসহ আন্তঃখাত সমন্বয়/সংশোধন করে প্রস্তাব শীঘ্রই নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	ইতিপূর্বে পিআইসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমুহ যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনা পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
			২.৪.২	প্রকল্প কাজ মনিটরিংসহ স্পেফিকেশন অনুসারে দ্রুত বাস্তবায়নের সচেষ্ট হতে হবে।	

সভার নাম	আরডিপিপি অনুযায়ী সভার সংখ্যা	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	সিদ্ধান্ত সমূহ		সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন/ প্রতিফলন
			২.৪.৩	বাধাপ্রাপ্ত স্থানগুলোর সমস্যা সমাধানে তৎপরতা অব্যাহত রাখা যেতে পারে।	

প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির (PSC) সভা

সভার নাম	আরডিপিপি অনুযায়ী সভার সংখ্যা	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	সিদ্ধান্ত সমূহ		সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন/ প্রতিফলন
পিএসসি সভা	আরডিপিপিতে প্রতি ০৩ মাসে ১টি পিএসসি সভা আহবানের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। সে মোতাবেক ২০ টি সভা আহবান করা আবশ্যক।	১ম সভা (২৬/১২/২০১৮)	৪.১।	নদীর ময়লা তুলে দূরে কোথাও ফেলতে হবে এবং নদীর যেসকল জায়গা তুলনামূলক কম প্রশস্ত সে সকল জায়গা প্রশস্ত করতে হবে। সাধারণ জনগণ যাতে পুনরায় নদীতে ময়লা না ফেলে সেলক্ষ্যে প্রচার প্রচারণা চালাতে হবে;	গৃহীত সিদ্ধান্তসমুহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে পরবর্তী পিএসসি সভায় উত্থাপন করা হয়েছে।
			৪.২।	প্রকল্পের ফিজিক্যাল কার্যক্রম জুন, ২০১৯ মাসের মধ্যে শুরু করতে হবে;	
			৪.৩।	পরামর্শক কর্তৃক ড্রইং ডিজাইন চূড়ান্তকরণের পর যত দ্রুত সম্ভব প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করার উদ্যোগ নিতে হবে;	
			৪.৪।	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরসহ জনবল ও পরার্শক প্রতিষ্ঠানের জনবলের দাপ্তরিক কাজ সম্পাদনের নিমেত্ত সদরঘাটে অবস্থিত বিআইডব্লিউটিএ'র অফিসের ৩য়/৪র্থ তলা আলোচ্য প্রকল্পের জন্য অফিস স্পেস হিসাবে বরাদ্দ দিতে হবে;	
			৪.৫।	প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত যেসকল কার্যক্রমের টেন্ডার অদ্যাবধি আহবান করা হয়নি, সেগুলোর টেন্ডার জানুয়ারি, ২০১৮ মাসের মধ্যে আহবান করতে হবে;	
			৪.৬।	প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপি'র বরাদ্দ অনুযায়ী বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা আগামী ৩১ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখের মধ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে; এবং	
			৪.৭।	বর্ণিত প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটিতে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন) এবং বিআইডিব্লিউটিএ'র সদস্য (প্রকৌশল), সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালন) ও প্রধান প্রকৌশলী (পুর)- কে কো-অপ্ট করা হলো।	
		২য় সভা (১১/৪/২০১৯)	৪.১।	প্রকল্প এলাকায় প্রয়োজনীয় ড্রেজিং এবং ভরাটকৃত অননুমোদিত মাটি খননপূর্বক নদীকে গভীর ও প্রশস্ত করতে হবে। সেসরকারি ড্রেজারের পাশাপাশি বিআইডব্লিউটিএ'র নিজস্ব	গৃহীত সিদ্ধান্তসমুহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে পরবর্তী পিএসসি সভায় উত্থাপন করা হয়েছে।

সভার নাম	আরডিপিপি অনুযায়ী সভার সংখ্যা	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	সিদ্ধান্ত সমূহ		সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন/ প্রতিফলন
				ড্রেজার দ্বারাও ড্রেজিং কার্যক্রম সম্পাদনের বিষয়টি সংশোধিত ডিপিপি'তে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। সাধারণ জনগণ যাতে পুনরায় নদীতে ময়লা না ফেলে সেলক্ষে প্রচার প্রচারণা চালাতে হবে;	
			৪.২।	প্রদর্শিত 3D Animation অনুযায়ী সদরঘাট থেকে বাবু বাজার এবং কামরাঙ্গীরচর খোলামোড়া ঘাট এলাকায় (১ কিলোমিটার) কি-ওয়াল নির্মাণসহ পর্যটনবান্ধব ও আধুনিক বন্দর সুবিধাদি নির্মাণের ব্যবস্থা নিতে হবে;	
			৪.৩।	সংশোধিত ডিপিপি'তে ৩৯.১৫ কিলোমিটার নদীর উঁচু তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে উইথ ব্যাংক প্রটেকশন এর পরিবর্তে ওয়াকওয়ে উইথ কি-ওয়াল এবং ১২.৮৫ কিলোমিটার নিচু তীরভূমিতে পানির প্রবাহ অবাধ রাখার লক্ষ্যে ওয়াকওয়ে অন পাইল নির্মাণের সংস্থান রাখতে হবে;	
			৪.৪।	বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় জেটি, আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণসহ Slope Bank Protection নির্মাণ করা যেতে পারে।	
			৪.৫।	শহরের Internal Drainage এর সাথে Linkage রেখে তীররক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে;	
			৪.৬।	সিভিল কাজের প্রস্তাবিত নকশা/ডিজাইন থেকে আরকাইভ, মসজিদ ও রিভার মিউজিয়াম বাদ দিতে হবে। সদরঘাট হতে বাবুবাজার ব্রিজ অংশে কোন Food Court এর সংস্থান রাখা যাবে না;	
			৪.৭।	নদীর তীররক্ষা বাঁধ নির্মাণের নিমিত্ত Quay wall এবং Slope Protection করার সময় Scouring Depth বিবেচনা করতে হবে।	
			৪.৮।	প্রকল্পের আওতায় সীমানা পিলার ১০০ ফিট পরপর না দিয়ে আরো দূরে দূরে দিতে হবে। সীমানা পিলারের ডিজাইনে জি.পি.এস ও নাইট নেভিগেশন থাকবে;	
			৪.৯।	চলমান উচ্ছেদ অভিযান পরবর্তী সৃষ্ট Debris/ ধ্বংসাবশেষ দ্রুত অপসারণ করতে হবে;	
			৪.১০।	অনুমোদিত প্রকল্পভুক্ত কম্পোনেন্ট/প্যাকেজসমূহের দরপত্র এখনি আহ্বান করতে হবে যাতে দ্রুত প্রকল্পের কার্যক্রম দৃশ্যমান হয়;	

সভার নাম	আরডিপিপি অনুযায়ী সভার সংখ্যা	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	সিদ্ধান্ত সমূহ		সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন/ প্রতিফলন
			৪.১১।	আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক অনুমোদনের প্রযোজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে আগামী ৩০ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে; এবং	
			৪.১২।	বর্ণিত প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটিতে উপ-প্রকল্প পরিচালক-কে কো-অপ্ট করা হলো।	
		৩য় সভা (২৮/১০/২০১৯)	৩.৩.১	প্রকল্পের কাজ নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্নের লক্ষ্যে এর ১ম সংশোধনের প্রস্তাব অনুমোদনের বিষয়টি দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে;	গৃহীত সিদ্ধান্তসমুহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে পরবর্তী পিএসসি সভায় উত্থাপন করা হয়েছে।
		৪র্থ সভা (২১/৬/২০২১)	৩.১।	প্রকল্পের আরডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে;	গৃহীত সিদ্ধান্তসমুহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে পরবর্তী পিএসসি সভায় উত্থাপন করা হয়েছে।
			৩.২।	ওয়াকওয়েতে নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য লাইটিং এবং সৌন্দর্যবর্ধনের বিষয়টি সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে;	
			৩.৩।	প্রকল্পটি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বিবেচনায় যথাযথভাবে বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখতে হবে;	
			৩.৪।	প্রকল্পের আরডিপিপি অনুমোদনের পূর্বে NOA দেয়া যাবে না এ বিবেচনায় টেন্ডার আহবান করা যাবে;	
		৫ম সভা (১৭/১/২০২২)	১০.১	শুষ্ক মৌসুমের সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে;	গৃহীত সিদ্ধান্তসমুহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে পরবর্তী পিএসসি সভায় উত্থাপন করা হয়েছে।
			১০.২	অনুমোদিত ডিপিপি'তে বর্ণিত খাত মোতাবেক বরাদ্দ ব্যয় করতে হবে;	
			১০.৩	ওয়াকওয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য লাইটিং ও সৌন্দর্যবর্ধনের কাজটি সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব জরুরি ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	
		৬ষ্ঠ সভা (৫/৬/২০২২)	১০.১।	প্রকল্পের সার্বিক কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে। প্রকল্পের আওতায় যে সমস্ত এলাকায় কাজ বন্ধ আছে সে সব কাজ পুনঃচালুর জরুরী ব্যবস্থা নিতে হবে।	গৃহীত সিদ্ধান্তসমুহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে পরবর্তী পিএসসি সভায় উত্থাপন করা হয়েছে।
			১০.২	ওয়াকওয়ের উপর নির্দিষ্ট দূরত্বে সিটিং বেঞ্চ এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য রাস্তা থেকে হুইল চেয়ারে ওয়াকওয়েতে উঠার জন্য র‍্যাম্প স্থাপন করতে হবে।	

সভার নাম	আরডিপিপি অনুযায়ী সভার সংখ্যা	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	সিদ্ধান্ত সমূহ		সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন/ প্রতিফলন
			১০.৩	নৌযান বার্থিং স্পটে ওয়াকওয়ের পাশে মুরিং বোলার্ড স্থাপন করতে হবে।	
			১০.৪	প্রকল্পটির নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করতে হবে।	
		৭ম সভা (৬/১০/২০২২)	১০.১।	প্রকল্পের সার্বিক কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে। বিভিন্ন এলাকায় বন্ধ থাকা কাজগুলো পুনঃ চালুর ব্যবস্থা নিতে হবে।	গৃহীত সিদ্ধান্তসমুহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে পরবর্তী পিএসসি সভায় উত্থাপন করা হয়েছে।
			১০.২	ওয়াকওয়ের উপর নির্দিষ্ট দুরত্বে নির্মিতব্য সিটিং বেঞ্চ এর উপর ছাতা বা ছাউনী স্থাপন করতে হবে।	
			১০.৩	প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধিসহ অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে রেখে আন্তঃখাত সমন্বয় করে ডিপিপি সংশোধন প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	
		৮ম সভা (১১/১/২০২৩)	৬.১	প্রকল্পের মেয়াদ ১ (এক) বছর অর্থাৎ জুন ২০২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধিসহ আন্তঃখাত সমন্বয়/সংশোধন করে প্রস্তাব শীঘ্রই নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ডিপিপি সংশোধনের পূর্বে ওয়াকওয়ের সিটিং বেঞ্চ এর ডিজাইন চূড়ান্ত করতে হবে। বৃক্ষরোপণের বিষয়ে গনপূর্ত বিভাগের আরবরী কালচারের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।	গৃহীত সিদ্ধান্তসমুহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
			৬.২	প্রকল্প কাজ মনিটরিংসহ শুষ্ক মৌসুমকে কাজে লাগিয়ে স্পেসিফিকেশন অনুসারে দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।	
			৬.৩	বাধাপ্রাপ্ত স্থানগুলোর সমস্যা সমাধানে তৎপরতা অব্যাহত রাখা যেতে পারে।	
আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা	ডিপিপি/ আরডিপিপিতে এ বিষয় সুনির্দিষ্ট কোন নিয়ম নাই।	১৪/০৮/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়	(ক)	ছোট দিয়াবাড়ী সিন্নিরটেক ল্যান্ডিং স্টেশন হতে তামান্না পার্ক পর্যন্ত ২.২৫ কিঃ মিটার এলাকায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন উন্নয়ন বোর্ড এর অধিগ্রহণকৃত নদীর তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণের লক্ষ্যে প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বাপাউবো, ঢাকা এর নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট সংস্থা- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা উত্তর কর্পোরেশন এবং ঢাকা ওয়াসার সমন্বয়ে জরুরীভিত্তিক একটি যৌথ কমিটি গঠন করতে হবে। জরুরীভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ যৌথ কমিটিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রতিনিধির নাম মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। গঠিত কমিটি কর্তৃক ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক ওয়াকওয়ে এর	আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ওয়াকওয়ের এলাইনমেন্ট নির্ধারনের জন্য একটি যৌথ কমিটি গঠন করা হয়। যৌথ কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এলাইনমেন্ট নির্ধারণ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী মাঠ পর্যায় কাজ চলমান রয়েছে।

সভার নাম	আরডিপিপি অনুযায়ী সভার সংখ্যা	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	সিদ্ধান্ত সমূহ		সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন/ প্রতিফলন
				এলাইনমেন্ট নির্ধারণ করতঃ সুপারিশ প্রদান করবে।	
			(খ)	যৌথ কমিটি কর্তৃক ওয়াকওয়ে এর এলাইনমেন্ট নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ স্থগিত রাখতে হবে। বাস্তবায়নেঃ বাপাউবো, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা ওয়াসা	

পর্যালোচনা

আলোচ্য প্রকল্পের পিআইসি, পিএসসি, এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হলো।

- এখানে দেখা যায় যে, সীমানা পিলারের ডিজাইনে জি.পি.এস ও নাইট নেভিগেশন থাকার কথা উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়নি।
- ওয়াকওয়ের উপর নির্দিষ্ট দূরত্বে সিটিং বেঞ্চ এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য রাস্তা থেকে হুইল চেয়ারে ওয়াকওয়েতে উঠার জন্য র‍্যাম্প স্থাপন করতে হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে ও ওয়াকওয়ের নতুন নকশায় নির্দিষ্ট দূরত্বে সিটিং বেঞ্চ সংযোজন করা হলেও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য রাস্তা থেকে হুইল চেয়ারে ওয়াকওয়েতে উঠার জন্য র‍্যাম্প স্থাপন পরিলক্ষিত হয়নি।
- নৌযান বার্দিং স্পটে ওয়াকওয়ের পাশে মুরিং বোলার্ড স্থাপন করতে হবে। ওয়াকওয়ের পাশে মুরিং বোলার্ড স্থাপন করা হয়নি।
- ওয়াকওয়ের উপর নির্দিষ্ট দুরত্বে নির্মিতব্য সিটিং বেঞ্চ এর উপর ছাতা বা ছাউনী স্থাপন করতে হবে। তবে এখনও ছাউনী স্থাপন করা হয়নি।

৩.৯ অডিট পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

অডিট পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীররক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পে Feasibility Study না করা সত্ত্বেও Feasibility Study করা দেখিয়ে ডিপিপি প্রণয়ন এবং অনিয়মিতভাবে ৮৪৮,৫৫,০০,০০০ টাকার প্রাক্কলিত ব্যয়ের প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীররক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ (২য় পর্যায়) DPP-তে দেখানো Feasibility Study এবং সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনা দেখা যায়, বড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীররক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের জন্য ৮৪৮,৫৫,০০,০০০ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে DPP প্রণয়ণ করা হয়েছে। DPP প্রণয়ণকালে Feasibility Study করা হয়নি। পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়ের ২০.৮০৪০১৪.০০.০০.০১৪.২০১২ (অংশ-১)/২০৪; তারিখঃ ১০ অক্টোবর ২০১৬

খ্রিঃ সংখ্যক স্বারকের অনুচ্ছেদ ৪.১ মোতাবেক ২৫ কোটি টাকার বেশী প্রাক্কলিত প্রকল্প নেয়ার ক্ষেত্রে Feasibility Study করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ১০০ কোটি টাকার বেশির প্রাক্কলিত ব্যয়ের প্রকল্প নেয়ার ক্ষেত্রে বাইরের প্রতিষ্ঠান দিয়ে Feasibility Study করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে, কিন্তু এক্ষেত্রে তা করা হয়নি। বাইরের প্রতিষ্ঠান দিয়ে যে Feasibility Study দেখানো হয়েছে তা নিরীক্ষার নিকট গ্রহনযোগ্য নয়।

অনিয়মের কারণঃ পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়ের ২০.৮০৪০১৪.০০.০০. ০১৪.২০১২(অংশ-১)/২০৪; তারিখ: ১০/১০/২০১৬ খ্রিঃ সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ ৪.১ এর লঙ্ঘন। আলোচ্য অডিট আপত্তি এখনও নিস্পত্তি হয়নি।

সারণি ৩.১০: প্রকল্পের অডিট পর্যালোচনা

ক্রমিক	অডিট পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান	সময় কাল (অর্থবছর)	অডিটকৃত অর্থের পরিমাণ	অডিট আপত্তি (যদি থাকে)		
				আপত্তির বর্ণনা	অর্থের পরিমাণ	নিষ্পত্তি হয়েছে কিনা?
১.	পরিবহন অডিট অধিদপ্তর	২০১৮-১৯, ২০১৯-২০, ২০২০-২১	৮৪৮৫৫.০০ লক্ষ টাকা	Feasibility Study না করা সত্ত্বেও Feasibility Study করা দেখিয়ে DPP প্রণয়ণ এবং অনিয়মিতভাবে ৮৪৮,৫৫,০০,০০০ টাকার প্রাক্কলিত ব্যয়ের প্রকল্প অনুমোদন।	৮৪৮৫৫.০০ লক্ষ টাকা	০৬/০৪/২০২৩ তারিখের দ্বিপক্ষীয় সভায় নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হয়।
২.	পরিবহন অডিট অধিদপ্তর	২০২১-২২		অডিট চলমান রয়েছে।		

অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের জবাব

উল্লেখ্য যে, "বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীররক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ (২য় পর্যায়)" প্রকল্পটি প্রণয়নের পূর্বে "DPC Group-Modern Engineers Planners & Consultant JV" প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জুন ২০১৬ তে Feasibility Study সম্পাদন করা হয়। উক্ত Feasibility Study এর উপর ভিত্তি করে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) প্রণয়ন করা হয়। প্রকল্প প্রস্তাবটি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে যাচাই-বাছাই করে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক সুপারিশের পর তা পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটিতে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থ মন্ত্রণালয়, আইএমইডির প্রতিনিধি অর্ন্তভুক্ত ছিল। প্রকল্প প্রস্তাবটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই-বাছাই করে ৮৪৮.৫৫ কোটি টাকার ডিপিপি অনুমোদনের সুপারিশ করা হয়। পিইসি সভার সুপারিশ মোতাবেক প্রকল্প প্রস্তাবটি একনেক সভায় উপস্থাপিত হয়। পরবর্তীতে ২২ মে ২০১৮ তারিখ একনেক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। একনেক হতে অনুমোদন ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায় ।

যেহেতু প্রকল্পটি Feasibility Study করে প্রণয়ন করা হয়েছে এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে একনেক সভায় প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এক্ষেত্রে নিয়ম মেনেই প্রকল্পটি অনুমোদন লাভ করেছে।

পর্যালোচনা

প্রকল্পের ডিপিপি এবং ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ডিপিপি প্রণয়ন করার পূর্বে Feasibility Study করে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে একনেক সভায় প্রকল্পটি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। অপরদিকে, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ২০.৮০৪০১৪.০০.০০.০১৪.২০১২ (অংশ-১)/২০৪; তারিখঃ ১০/১০/২০১৬ খ্রিঃ সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ ৪.১ মোতাবেক ২৫ কোটি টাকার বেশী প্রাক্কলিত প্রকল্প নেয়ার ক্ষেত্রে Feasibility Study করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ১০০ কোটি টাকার বেশির প্রাক্কলিত ব্যয়ের প্রকল্প নেয়ার ক্ষেত্রে বাইরের প্রতিষ্ঠান দিয়ে Feasibility Study করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এক্ষেত্রে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার পূর্বেই Feasibility Study-এর প্রতিবেদন জুন ২০১৬ তারিখ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৩.১০ মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা কাজের ফলাফল পর্যালোচনা

৩.১০.১ উত্তরদাতাগণের বয়স

মাঠ সমীক্ষায় প্রাপ্ত সংখ্যাগত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জরিপে অংশগ্রহণকারীগণ ১৮-৭৯ বছর বয়সী। নিম্নোক্ত চিত্রে দেখা যায় যে, জরিপে অংশগ্রহণকারী বেশিরভাগই ২০-৩৪ বছর বয়সের যা শতকরা প্রায় ৪২ ভাগ। আরও দেখা যায় যে, প্রায় ৩২ ভাগ অংশগ্রহণকারী ৩৫-৪৯ বছর বয়সের। ১৮ শতাংশ উত্তরদাতা ৫০-৬৪ বয়সী। জরিপে অংশগ্রহণকারী মাত্র ১ শতাংশ ৬৫ বয়সের উর্ধ্বে।

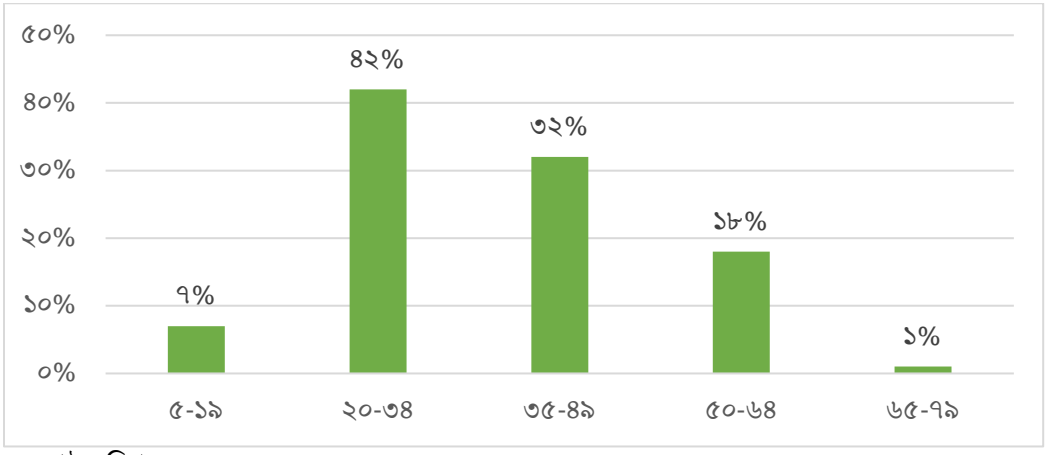

সূত্র: মাঠ জরিপ, ২০২৩

চিত্র ৩.১৬: উত্তরদাতার বয়স

৩.১০.২ উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা

নিম্নোক্ত চিত্রে দেখা যায় যে, সর্বোচ্চ ২৩ শতাংশ সাক্ষাৎকার প্রদানকারী এইচএসসি/ সমমান পর্যায়ের শিক্ষিত। ১৮ শতাংশ ব্যক্তি ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। এরপরেই রয়েছে ১৫% উত্তরদাতা, যারা এসএসসি বা সমমান পর্যায়ে লেখাপড়া করেছেন। ১৪ শতাংশ উত্তরদাতা স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন এবং ১২ শতাংশ উত্তরদাতা ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। ৯% উত্তরদাতা নিরক্ষর এবং ১% উত্তরদাতা মাস্টার্স বা তদূর্ধ্ব পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন।

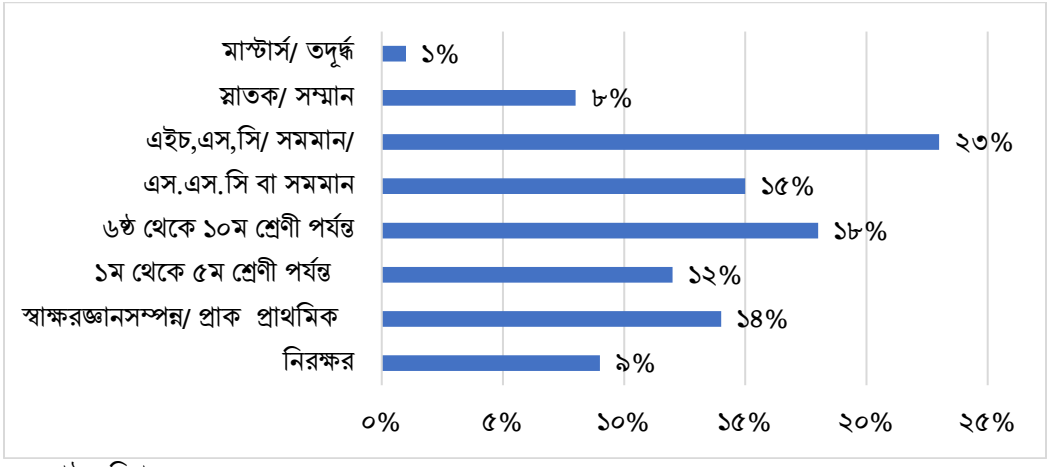

সূত্র: মাঠ জরিপ, ২০২৩

চিত্র ৩.১৭: উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা

৩.১০.৩ উত্তরদাতার পেশা

নিম্নোক্ত চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সাক্ষাৎকারদাতারা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। জরিপে অংশগ্রহণকারী সর্বোচ্চ ১৯ শতাংশ ব্যক্তির পেশা বেসরকারি চাকুরি, ব্যবসা এবং ছাত্র-ছাত্রী। তালিকায় এরপরেই আছেন প্রায় ৬% দিনমজুর। ঘাট শ্রমিক এবং দোকানের কাজ করেন এমন উত্তরদাতা রয়েছেন ৪%। জরিপে ৩% রিকশাচালক অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়াও, জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মোটর গাড়ি চালক, কৃষক, নৌ শ্রমিক, বাসার কাজ, বেকার, কারখানা শ্রমিক, মোটর শ্রমিক, মোটর/ ট্রাক শ্রমিক, রংমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, সিএনজি/ অটো চালক ও অন্যান্য পেশাজীবী রয়েছেন।

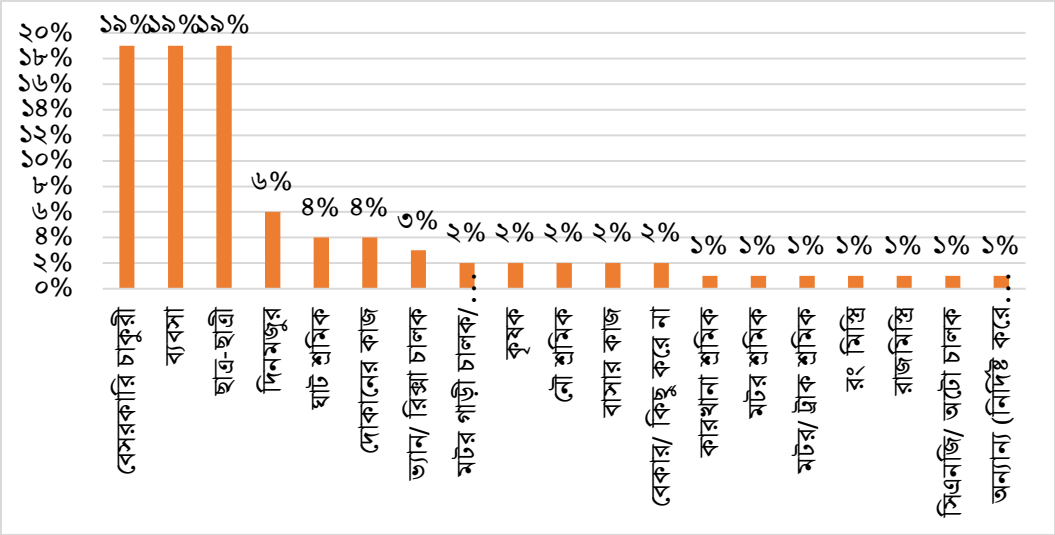

সূত্র: মাঠ জরিপ, ২০২৩

চিত্র ৩.১৮: উত্তরদাতার পেশা

৩.১০.৪ প্রকল্পের আওতাধীন কাজের স্থানে জনগণের উপস্থিতি

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৮৮% উত্তরদাতা নিয়মিত প্রকল্পের আওতাধীন কাজের স্থানে যাতায়াত করে। বাকি ১২ শতাংশ উত্তরদাতা করেন না। নিম্নের চিত্র থেকে বোঝা যায় যে, ৪৭% অংশগ্রহণকারী প্রতিদিন প্রকল্পের কাজের স্থানে যাতায়াত করে। সপ্তাহে ২/৩ বার ১৪% উত্তরদাতা এবং ১৫% উত্তরদাতা মধ্যে প্রকল্পের কাজের স্থানে যাতায়াত করেন।

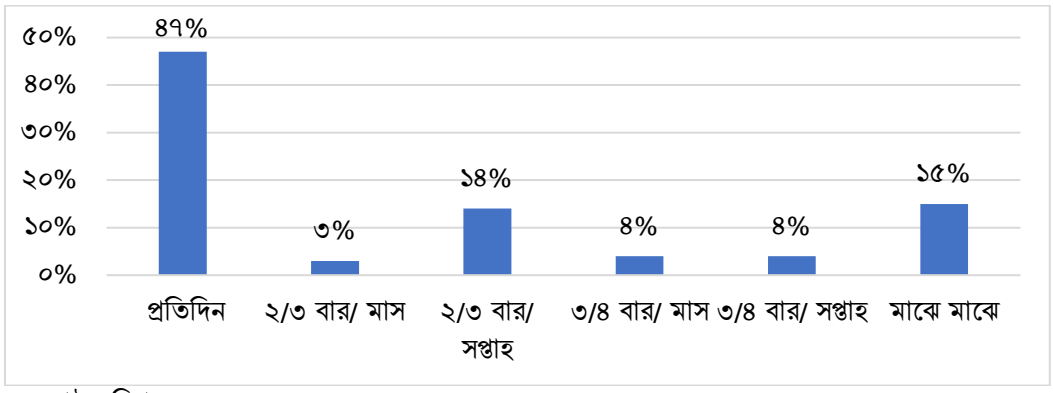

সূত্র: মাঠ জরিপ, ২০২৩

চিত্র ৩.১৯ প্রকল্পের আওতাধীন কাজের স্থানে জনগণের উপস্থিতি

৩.১০.৫ প্রকল্পের আওতাধীন কাজসমূহ সম্পর্কে ধারনা

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৯৪ শতাংশ উত্তরদাতা প্রকল্পের আওতাধীন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত আছেন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬৪% বলেছেন প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ করা কাজগুলো তাদের ব্যবহার উপযোগী হয়েছে। তাদের মধ্যে প্রকল্পের আওতায় ওয়াকওয়ে নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে বলে সর্বোচ্চ ২৩ শতাংশ উত্তরদাতা জানিয়েছেন। আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ এবং বসার বেঞ্চ নির্মাণ সম্পর্কে যথাক্রমে ১৫ শতাংশ উত্তরদাতা অবগত আছেন বলে জরিপে উঠে এসেছে। ১২ শতাংশ এবং ১১ শতাংশ যথাক্রমে সীমানা পিলার নির্মাণ ও ঘাট নির্মাণ সম্পর্কে জানিয়েছেন। ১০% উত্তরদাতা সীমানা প্রাচীর নির্মাণ হয়েছে বলে জানিয়েছেন। শতকরা ৬ ভাগ উত্তরদাতা ইকোপার্ক নির্মাণের ব্যাপারে অবগত রয়েছেন। কেবলমাত্র ৪ শতাংশ উত্তরদাতা পার্কিং ইয়ার্ড নির্মাণের কথা জানিয়েছেন।

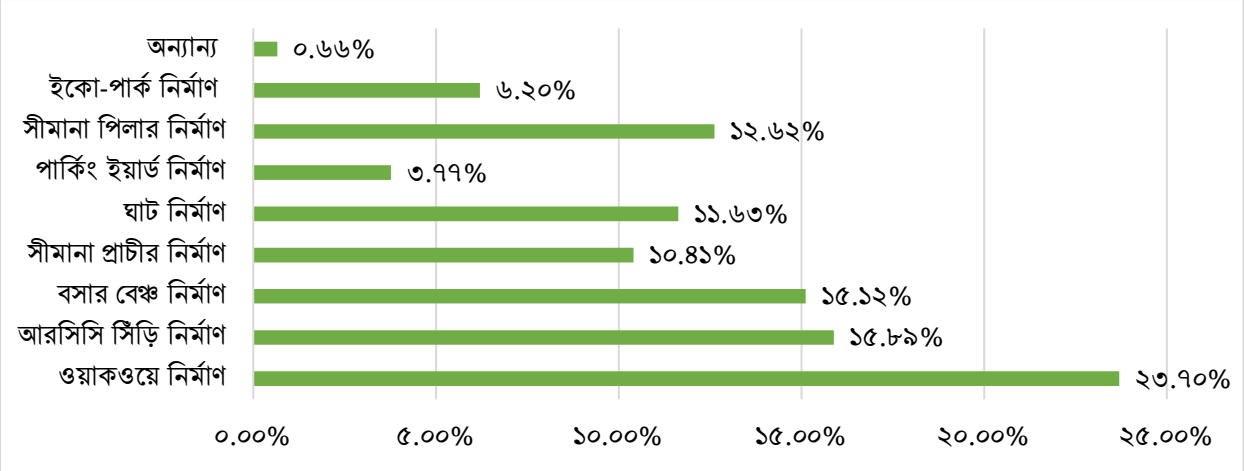

সূত্র: মাঠ জরিপ, ২০২৩

চিত্র ৩.২০: প্রকল্পের আওতাধীন কাজসমূহ সম্পর্কে ধারনা

৩.১০.৬ ভৌত অবকাঠামোর গুণগতমান বিষয়ে উত্তরদাতার মতামত

জরিপে অংশগ্রহণকারী মধ্যে ৫০% উত্তরদাতা প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামো গুণগতমান ভালো বলেছেন। ৩১% উত্তরদাতা বলেছেন নির্মাণ কাজের মান খুব ভালো এবং ১৮% উত্তরদাতা বলেছেন মান মোটামুটি ভালো। ১% উত্তরদাতা মনে করেন অবকাঠামো নির্মাণের গুণগতমান খারাপ।

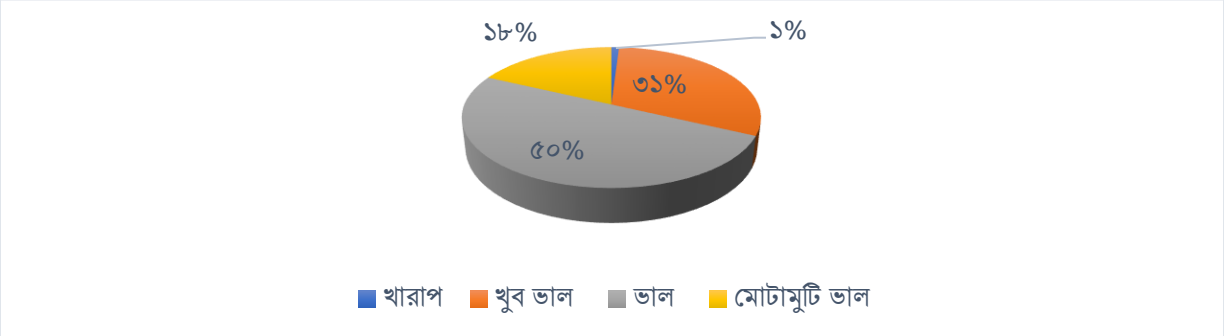

সূত্র: মাঠ জরিপ, ২০২৩

চিত্র ৩.২১: ভৌত অবকাঠামোর গুণগতমান বিষয়ে উত্তরদাতার মতামত

৩.১০.৭ প্রকল্পের ফলে জনগণের সুবিধাসমূহ

শতকরা ৬৫ ভাগ উত্তরদাতা জানেন প্রকল্পের শেষে কি কি সুযোগ পাওয়া যাবে। প্রকল্পের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ফলে নানারকম সুবিধা পেয়েছেন এবং পরবর্তীতে পাবেন বলে মনে করেন উত্তরদাতারা। তাদের মধ্যে ২৩ ভাগ মনে করেন উন্নয়নমূলক বিবিধ কার্যক্রমের ফলে পরিবেশ উন্নত হয়েছে। ওয়াকয়ে নির্মাণের ফলে জনগণের চলাফেরা করতে সুবিধা হয়েছে। কিছু জায়গায় নির্মাণ কাজ চলমান থাকলেও আগের চেয়ে উন্নত হওয়ায় পথচারীদের চলাফেরা করতে সুবিধা হয়েছে বলে মনে করেন ১৭ শতাংশ উত্তরদাতা। রাস্তা, পার্ক, ইকোপার্ক ইত্যাদি নির্মাণের ফলে এলাকাবাসীদের অবসর কাটানোর এবং বিনোদনের জায়গা তৈরি হয়েছে বলে মনে করেন ১৫ এবং ১৪ শতাংশ উত্তরদাতা। নদীর পাশের পরিবেশ এবং ঘাট নির্মাণের ফলে পারাপারের সুবিধা হয়েছে বলে মতামত দিয়েছেন যথাক্রমে ১৩ এবং ১২ শতাংশ উত্তরদাতা।

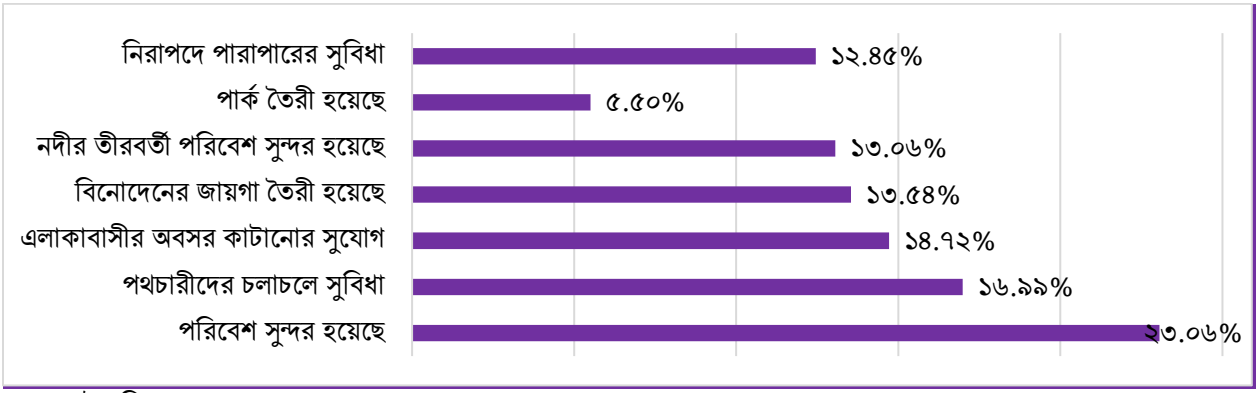

সূত্র: মাঠ জরিপ, ২০২৩

চিত্র ৩.২২: প্রকল্পের ফলে জনগণের সুবিধাসমূহ

৩.১০.৮ প্রকল্পের ফলে জনগণের সন্তুষ্টি

বর্তমান প্রকল্পের ফলে যে পরিবর্তন হয়েছে তাতে ৯০% উত্তরদাতা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। বাকি ১০ ভাগ কিছু পরামর্শ প্রদান করেছেন। নিচের চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে ২৯ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন ময়লা ফেলার স্থান সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া উচিত। ২০ ভাগ মনে করেন রক্ষণাবেক্ষণের তদারকির ব্যবস্থা থাকা উচিত। এছাড়াও, নির্মাণ কাজের মান ঠিক রাখা (১৩%), বেঞ্চ সংস্কার করতে হবে (৩%), ব্রিজের নিচের অসমান মাটি লেভেল করে দিতে হবে (১২%), ওয়াকওয়ের পাশের ড্রেন খোলা রাখা যাবে না (১১%), পার্কের বনায়ন/ সবুজায়নকে নিয়মিত যত্ন করতে হবে (৫%) পরামর্শ প্রদান করেছেন।

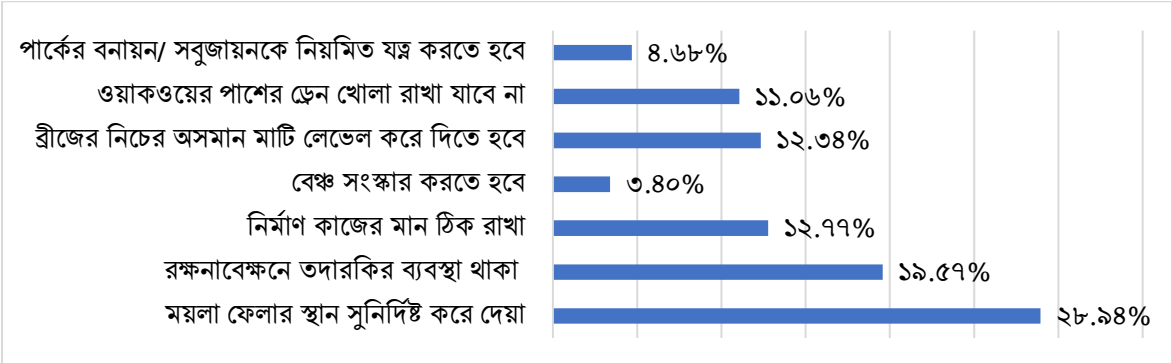

সূত্র: মাঠ জরিপ, ২০২৩

চিত্র ৩.২৩: প্রকল্পের ফলে জনগণের সন্তুষ্টি

৩.১০.৯ প্রকল্পের ব্যবহার উপযোগী সুবিধাসমূহ

উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬৭% প্রকল্পের ফলে সৃষ্ট সুবিধা ভোগ করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন। ৩৩% উত্তরদাতা কোন সুবিধা ভোগ করেননি। উত্তরদাতাদের মধ্যে যারা সুবিধা ভোগ করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন, তাদের মধ্যে ৬১% বলেছেন হাঁটার পথ নির্মাণের ফলে সুবিধা হয়েছে। ১২% বলেছেন ইকোপার্ক নির্মাণের ফলে সুবিধা হয়েছে। এছাড়াও, জেটি, তীর বেষ্টনী, রেস্টুরেন্ট নির্মাণের ফলে সুবিধা হয়েছে বলে তারা উল্লেখ করেছেন।

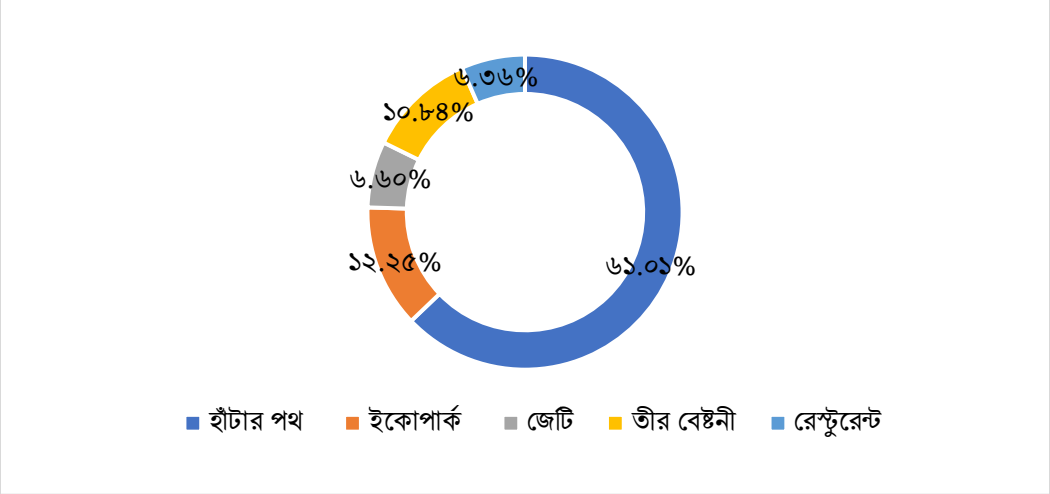

সূত্র: মাঠ জরিপ, ২০২৩

চিত্র ৩.২৪: প্রকল্পের ব্যবহার উপযোগী সুবিধাসমূহ

৩.১০.১০ প্রকল্পের ফলে এলাকার সার্বিক উন্নয়ন

জরিপে অংশগ্রহণকারী মধ্যে শতকরা ৭৬ ভাগ উত্তরদাতা সুবিধাসমূহ ব্যবহার করে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। বাকি ১৩% অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। প্রকল্পের ফলে জনগণের আর্থিক সুবিধা হয়েছে কিনা এমন প্রশ্নে ২৪% উত্তরদাতা বলেছেন তাদের সুবিধা হয়েছে এবং ৭৬% উত্তরদাতা বলেছেন তাদের কোন আর্থিক সুবিধা হয়নি।

জরিপে অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩৫% মনে করেন প্রকল্পের কারণে তাদের এলাকার পরিবেশ উন্নত হয়েছে। ৩১% বলেছেন তাদের যাতায়াতে সুবিধা হয়েছে। ২২% মতামত দিয়েছেন যে প্রকল্পের ফলে এলাকার সৌন্দর্য্যবর্ধন হয়েছে। শতকরা ১০ ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন প্রকল্পের ফলে যানজট কমেছে।

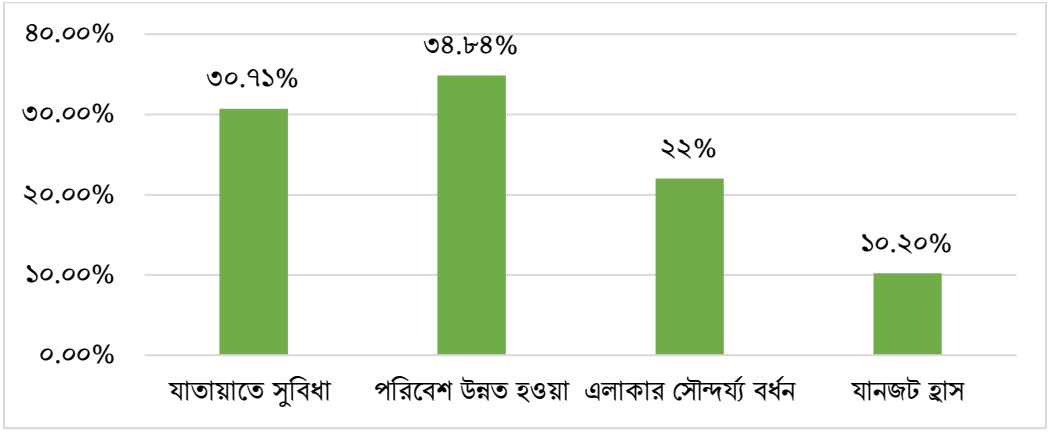

সূত্র: মাঠ জরিপ, ২০২৩

চিত্র ৩.২৫: প্রকল্পের ফলে এলাকার সার্বিক উন্নয়ন

৩.১০.১১ প্রকল্পের সুবিধাদি টিকে থাকা বিষয়ক মতামত

জরিপে অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫৮ ভাগ বলেছেন তারা এই সুবিধা টিকে থাকার ক্ষেত্রে ঝুঁকির আশংকা করেন। ৪২% বলেছেন তারা ঝুঁকির আশংকা করেন না। এই সেবা বা সুবিধা কতদিন টিকে থাকবে এমন প্রশ্নে উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩১% বলেন ৫০ বছরের বেশি সুবিধা টিকে থাকবে। ১৭% উত্তরদাতা বলেছেন ৩১-৪০ এবং ৪১-৫০ বছর টিকে থাকবে। ১৫% মনে করেন এই সুবিধাগুলো ১১-২০ বছর পর্যন্ত টিকে থাকবে। ১২% উত্তরদাতা ১০ বছর পর্যন্ত টিকে থাকবে বলে মতামত দিয়েছেন। অপরদিকে, ৮% উত্তরদাতা মনে করেন সুবিধাগুলো ২১-৩০ বছর পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে।

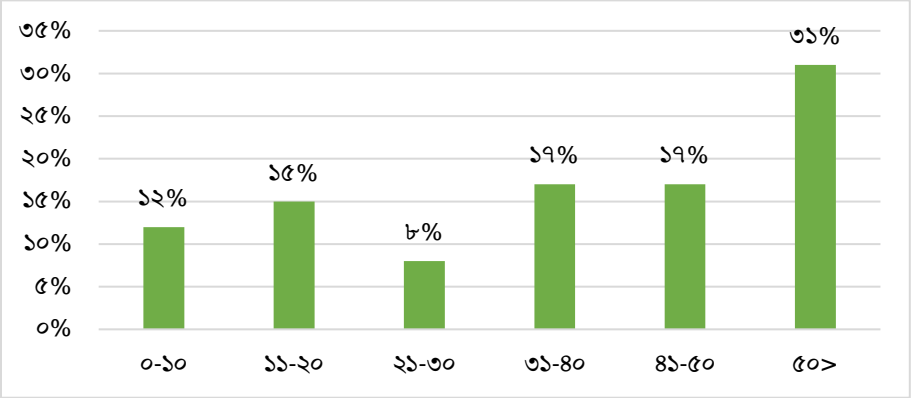

সূত্র: মাঠ জরিপ, ২০২৩

চিত্র ৩.২৬: প্রকল্পের সুবিধাদি টিকে থাকার সময়কাল

উত্তরদাতাগণ প্রকল্পের সেবা বা সুবিধাসমূহ টিকে থাকার ক্ষেত্রে কিছু ঝুঁকির বিষয়ে আশংকা প্রকাশ করেছেন । নিম্নের চিত্র থেকে বোঝা যায় যে, ২৯% উত্তরদাতা মনে করেন আবর্জনা ফেলে পরিবেশ নষ্ট করার ফলে সুবিধাগুলো পরবর্তীতে ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। ময়লা ফেলার নির্দিষ্ট জায়গা না থাকায় সুবিধাগুলো ঝুঁকিতে পড়বে বলে মতামত দিয়েছেন ২৩% উত্তরদাতা। রাতে আলোর ব্যবস্থা না থাকা, ওয়াকয়েতে মোটর সাইকেল চালানো, নদীপারের ভাঙ্গান কে প্রকল্পের সেবা/ সুবিধা টিকে থাকার ক্ষেত্রে ঝুঁকির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন উত্তরদাতাগণ।

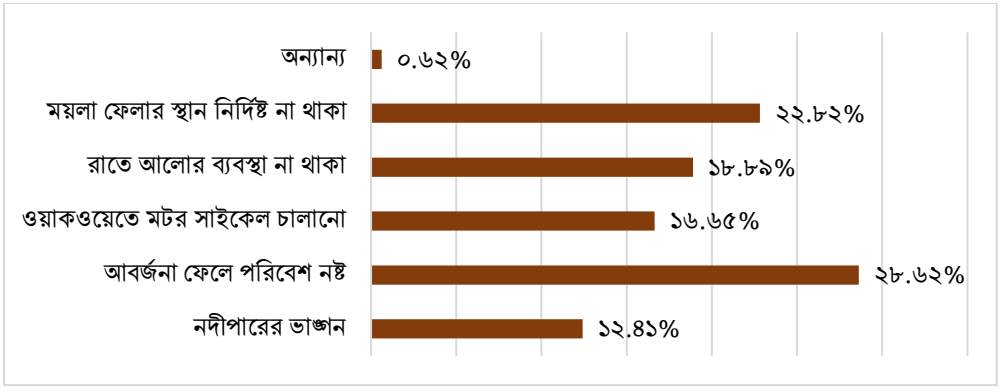

সূত্র: মাঠ জরিপ, ২০২৩

চিত্র ৩.২৭: প্রকল্পের সুবিধাদি টিকে থাকার ক্ষেত্রে ঝুঁকিসমূহ

৩.১০.১২ প্রকল্প এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি বিষয়ক মতামত

নিম্নের চিত্র থেকে দেখা যায় যে, ৩৫% উত্তরদাতা মনে করেন প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ওয়াকওয়ে/ ঘাটে হকার/ অস্থায়ী ব্যবসা করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। ১৭% বলেছেন ঘাট নির্মাণের ফলে যাত্রী বেড়েছে এবং মাঝিদের আয় বেড়েছে। ১৪% বলেছেন পার্ককে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

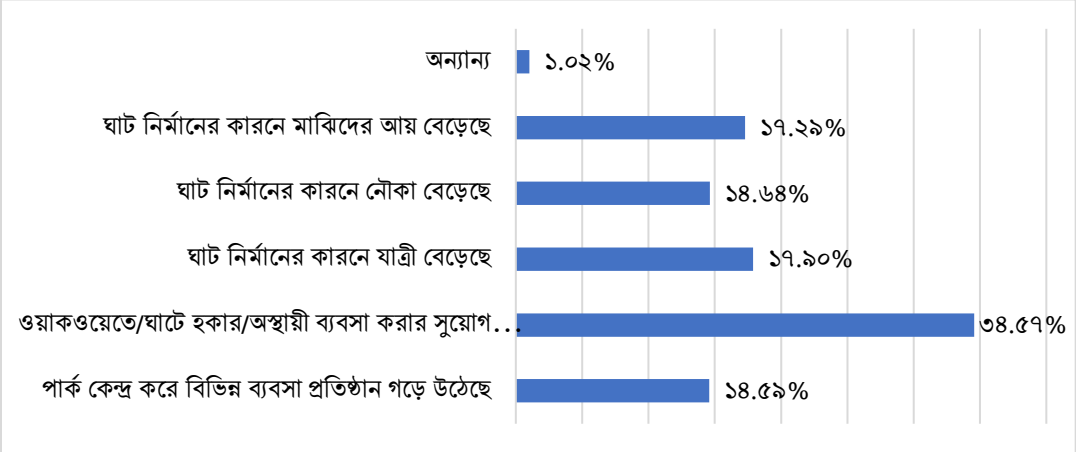

সূত্র: মাঠ জরিপ, ২০২৩

চিত্র ৩.২৮: প্রকল্প এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি বিষয়ক মতামত

৩.১০.১৩ প্রকল্প বাস্তবায়নে দরিদ্র মানুষের জীবনমানে সম্ভাব্য প্রভাব

নিম্নের চিত্র থেকে দেখা যায় যে, ৩১% উত্তরদাতা মনে করেন প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এলাকার দরিদ্র মানুষের নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নত হবে বলে মনে করেন ২৯% উত্তরদাতা। ২২% উত্তরদাতা মনে করেন প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার পরে এলাকার দরিদ্র মানুষের আয় বৃদ্ধি পাবে। ১৯ ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন দরিদ্র মানুষ প্রতিদিন কাজ পাবে।

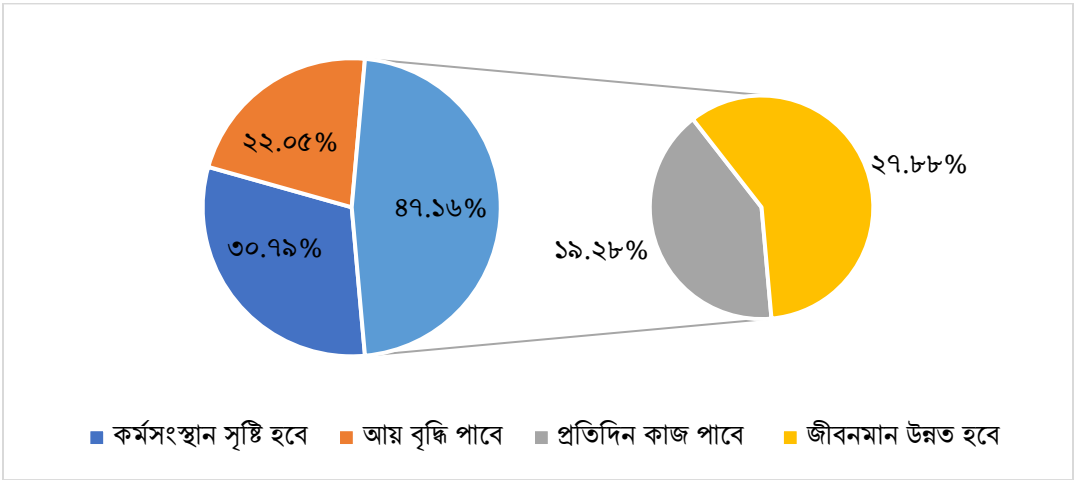

সূত্র: মাঠ জরিপ, ২০২৩

চিত্র ৩.২৯: প্রকল্প বাস্তবায়নে দরিদ্র মানুষের জীবনমানে সম্ভাব্য প্রভাব

৩.১০.১৪ প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ টেকসইকরণে পদক্ষেপ

প্রকল্পটির কার্যক্রমসমূহকে টেকসই করার জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মতামত প্রদান করেছেন উত্তরদাতাগণ। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩০% মনে করেন প্রকল্পের আওতায় করা সুবিধাগুলোকে বেশীদিন ব্যবহারযোগ্য রাখার জন্য নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। ২০% উত্তরদাতা বলেছেন উদ্ধারকৃত জায়গাগুলো আবার দখল রোধ করতে নিয়মিত তদারকি করতে হবে। যথাক্রমে ১৫% এবং ১৪% উত্তরদাতা নিয়মিত পুলিশ টহল এর ব্যবস্থা করা এবং সুবিধাগুলোর আশেপাশে সিসিটিভি এর আওতায় আনার পরামর্শ দিয়েছেন। ১৬% উত্তরদাতা যাত্রী ছাউনির ব্যবস্থা করা দরকার বলে মন্তব্য করেছেন। ৬% উত্তরদাতা পার্ক রক্ষণাবেক্ষণে কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করতে হবে বলে মতামত প্রদান করেন।

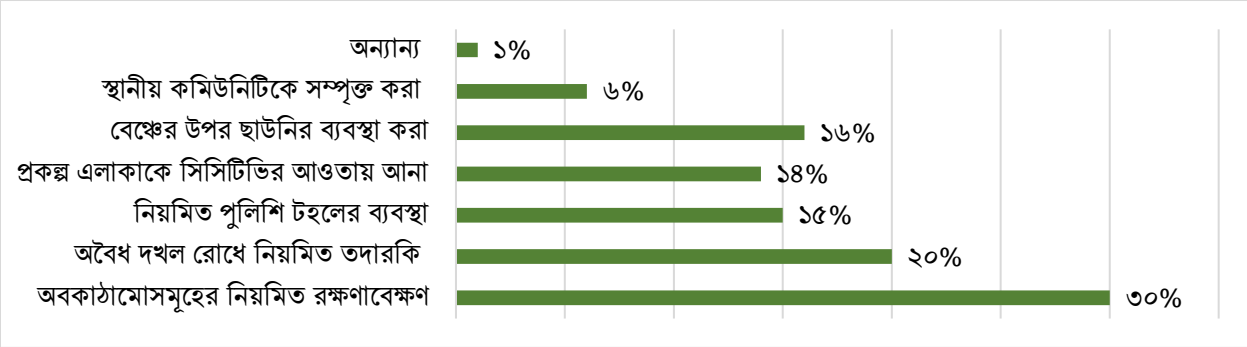

সূত্র: মাঠ জরিপ, ২০২৩

চিত্র ৩.৩০: প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বন্দর এলাকায় সৃষ্ট সম্ভাব্য কর্মসংস্থান

৩.১০.১৫ প্রকল্পের কার্যক্রম টেকসইকরণে মতামত

প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহকে টেকসই করার জন্য উত্তরদাতাগণ কিছু মতামত প্রদান করেছেন যা নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো। চিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ৪২% উত্তরদাতা মনে করেন প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত অবকাঠামোসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। ২৬% উত্তরদাতা বলেছেন দর্শনার্থীদের মাধ্যমে যেন নদী দূষণ না হয়, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। প্রাকৃতিকভাবে সৌন্দর্যবর্ধন করতে হবে/ ছায়া প্রদানকারী বৃক্ষরোপণ করতে হবে বলে মনে করেন ২৪% উত্তরদাতা। ৬% উত্তরদাতা মনে করেন পার্কগুলোতে বিনামূল্যে প্রবেশের সুযোগ দেয়া উচিত।

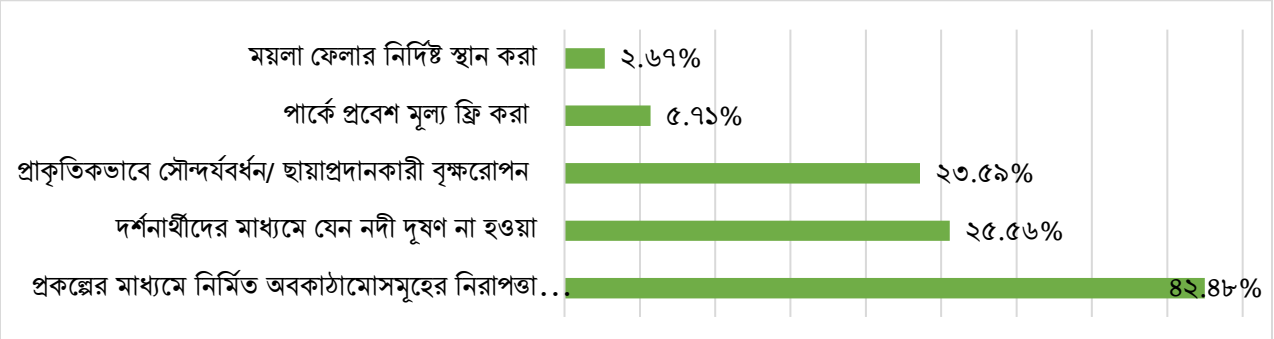

সূত্র: মাঠ জরিপ, ২০২৩

চিত্র ৩.৩১: প্রকল্পের কার্যক্রম টেকসইকরণে মতামত

৩.১১ গুণগত তথ্যের বিশ্লেষণ

৩.১১.১ মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার (Key Informant Interview-KII)

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার অংশ হিসেবে গুণগত উপাত্ত সংগ্রহের অংশ হিসাবে সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/ কাউন্সিলর, স্থানীয় ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি/ সুশীল সমাজের প্রতিনিধি/ স্থানীয় এনজিও'র প্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা, বন্দর/ ঘাট ব্যবহারকারী, প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা, প্রকল্প বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত কর্মকর্তা এবং প্রকল্প পরিচালককে নির্ধারিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। তারা প্রকল্পের ওয়াকওয়ে, আরসিসি সিঁড়ি, কি ওয়াল, সীমানা প্রাচীর, ঘাট নির্মাণ, ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন, Boulder Protection for Scour, পার্কিং ইয়ার্ড, জেটি ও স্পাড, সীমানা পিলার এবং ইকো-পার্ক নির্মাণসহ সকল অঙ্গের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে মতামত প্রদান করেন। এছাড়া ভবিষ্যতে এই প্রকল্পের প্রভাব কি হবে তা নিয়ে আলোচনা করেন।

বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে, ৩০টি আরসিসি সিঁড়ি, ৪ কিলোমিটার কী ওয়াল, ০.৮৫ কিলোমিটার সীমানা প্রাচীর, ৫ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন, ৬টি জেটি ও ১২টি স্পাড, ৫০০০টি সীমানা পিলার এবং ২টি ইকো-পার্ক নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি প্রায় ৬০%।

প্রকল্প এলাকার আশে-পাশে শিল্প-কারখানা ও বাণিজ্যিক স্থাপনা নির্মিত হবে, এবং সরকারী-বেসরকারী খাতে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে প্রকল্পটি এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সেই সাথে মানুষের সমাগম বৃদ্ধির ফলে প্রকল্প এলাকার আশে-পাশে আবাসিক ও বাণিজ্যিক জমির মূল্য বৃদ্ধি পাবে।

উক্ত প্রকল্প পূর্ণাঙ্গ রূপে চালু হলে চারটি নদীতে পানি প্রবাহের নিশ্চয়তার পাশাপাশি ড্রেজিং-এর ব্যবস্থা এবং নদীতে সকল প্রকার বর্জ্য ফেলা বন্ধ করা আবশ্যক। অন্যথায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাধাগ্রস্ত হবে।

উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত অবকাঠামোসমূহের নির্মাণকালীন মান বজায় রাখার জন্য ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রী নিয়মিতভাবে বিআরটিসি, বুয়েট থেকে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। অবকাঠামোর নির্মাণকালীন মান যথাযথভাবে বজায় রাখার নিমিত্তে নিয়মিত ল্যাবরেটরির মাধ্যমে মান পরীক্ষা করার ফলে নির্মাণকালীন মান বজায় থাকে।

প্রকল্পের সুবিধাসমূহকে টেকসই করার লক্ষ্যে ব্যবহারকারীদের মতামত কর্তৃপক্ষকে আমলে নিতে হবে। সেই সাথে প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন করা জরুরী। একই সাথে, যত দ্রুত সম্ভব প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট সুবিধাদি ব্যবহারকারীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া প্রয়োজন। দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দক্ষ জনবল নিয়োগ দিতে হবে। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অঙ্গসমূহ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ দরকার, তাতে সেবার মান বৃদ্ধি পাবে। বর্তমান সক্ষমতার সাথে দক্ষ জনবল, নিরাপত্তা এবং যোগাযোগ ব্যাবস্থার আরও উন্নত করা প্রয়োজন।

প্রকল্প পরিচালকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ

মেয়র, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ

চিত্র ৩.৩২: মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ

পর্যালোচনা

জনাব সেলিনা হায়াত আইভি, মেয়র নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন বলেন, "বিআইডব্লিউটিএ তাদের প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় সিটি কর্পোরেশনের সাথে আলোচনা বা পরামর্শ করেনি। তাদের প্রকল্পগুলো দেখে মনে হয়েছে মহামান্য আদালতের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি। তিনি আরও বলেন এখনও প্রভাবশালীর দখল থেকে নদী দখলমুক্ত করা যায়নি। সিটি কর্পোরেশন-এর এলাকার মধ্যে নদী দেখভালের দায়িত্ব সিটি কর্পোরেশনের এবং এখানে কোন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হলে সিটি কর্পোরেশনের সাথে আলোচনা করে করা উচিত। এক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন সর্বাত্নভাবে সহযোগিতা করবে।"

জনাব দেওয়ান আইনুল হক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা পওর সার্কেল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ণ বোর্ড বলেন, "সিন্নিরটেক থেকে ধুর শেড পর্যন্ত সড়কটি কয়েকটি স্পটে পাউবো এর অধিগ্রহনকৃত জায়গায় সীমানা পিলার স্থাপন করা হয়েছে। সড়ক ও জনপথ বিভাগের সড়ক নির্মাণ করার জন্য কতটুকু জায়গা লাগবে তা রেখে সীমানা ওয়াকওয়ে নির্মাণ করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। আমরা স্বপ্রনোদিত হয়ে তাদের কাজে সহায়তা করলেও তাদের কাজে যথেষ্ট সমন্বয়হীনতা প্রকাশ পাচ্ছে। বাপাউবো নারায়নগঞ্জে ড্রেজার বেইজ জেটির স্থানে দুই পাশে ওয়াকওয়ে র্নিমাণ করা হলে জেটি ব্যবহার করা সম্ভব হবে না।"

জনাব সাকিব মাহমুদ, সহকারী প্রধান, বাংলাদেশ নদী রক্ষা কমিশন বলেন, "১৯১০ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত সিএস রেকর্ড করা হয়। পরবর্তীতে আরও জরিপ হয়েছে এবং জমির মালিকানা পরিবর্তন বা হাতবদল হয়েছে। বিআইডব্লিউটিএ সিএস জরিপ এবং তাদের বন্দরের যে গেজেট রয়েছে তার ভিত্তিতে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করে সীমানা পিলার স্থাপন করে। এতে অনেক মানুষ জমি হারিয়েছে। তাদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থা করা দরকার ছিল। এ ক্ষেত্রে সিএস জরিপ অনুসরণ করলে এই সমস্যা কম হতো। সীমানা পিলারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্সের মাধ্যমে পিলারে এলার্ম বেজে উঠবে এবং কেন্দ্রিয় সার্ভারে তা নির্দেশ করবে এমন ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আবার সিসি ক্যামেরাও স্থাপন করার ফলে পিলারের নিরাপত্তার পাশাপাশি নৌপথও

নিরাপদ হতো। সীমানা পিলারের অবস্থান টেকসই করার পাশাপাশি নদী দখল রোধকল্পে সিএস জরিপের মানচিত্র, স্যাটেলাইট ইমেজ এর সমন্বয়ে একটি জিআইএস ম্যাপ প্রণয়ন করা জরুরী।"

বাংলাদেশ রিভার ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান জনাব মনির হোসেন জানান, "তাঁরা মোট ৯৬টি দূষণ উৎস চিহ্নিত করতে পেরেছেন। উৎসগুলোর মধ্যে রয়েছে শিল্পকারখানার ১৭টি, গাজীপুর সিটি করপোরেশনের ৮, খামারের ১২, হাটবাজারের ৬, সংযুক্ত নদী–খাল ৩, বসতবাড়ি ও অন্যান্য ৫০টি। শিল্পকারখানাগুলোয় ইটিপি থাকলেও ব্যবহার করা হয় না। টঙ্গী ও কোনাবাড়ী বিসিকসহ গাজীপুরে পাঁচ হাজারের বেশি কলকারখানা রয়েছে। এসবের তরল বর্জ্য সরাসরি ফেলা হয় ডোবায়। অনবরত দুর্গন্ধযুক্ত বর্জ্য পানি গিয়ে পড়ছে পাশের জলাশয়ে। সবশেষ ঠিকানা তুরাগ নদ। এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের তেমন তৎপরতা দেখা যায় না। ফসলের মাধ্যমে তরল বিষ মানবদেহে ঢুকছে। জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ।" তিনি আরও বলেন, "গাজীপুরের পানিতে লেড, ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়াম সহনীয় মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। নদী-খাল-বিল ও জলাশয়ে দূষণের মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলছে। এক জলাশয় আরেক জলাশয়ের পানি দূষিত করছে। ভূগর্ভস্থ পানিকেও দূষিত করছে। এতে মানবদেহ ও জলচর প্রাণীর ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। এ অঞ্চলের মানুষের চর্মরোগ, ব্রঙ্কাইটিস ও শ্বাসকষ্টজনিত রোগ বেড়ে যাচ্ছে। এ পরিস্থিতির জন্য কারখানাগুলোয় ইটিপি স্থাপন ও নিয়মিত চালু রাখা নিশ্চিত করতে হবে। দূষণকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তিনি আরও বলেন দূষণে গাজীপুর সংকটাপন্ন হলে রাজধানী ঢাকাকেও বাঁচনো যাবে না কারণ, গাজীপুর হচ্ছে ঢাকার উজানের অঞ্চল।"

পরিবেশ অধিদপ্তরের গাজীপুরের উপপরিচালক জনাব নয়ন মিয়া বলেন, "গাজীপুরে কয়েকটি ছাড়া সব কারখানায় বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) আছে, কিন্তু অনেক প্রতিষ্ঠান ইটিপি চালু রাখে না। পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে নিয়মিত অভিযান চালানো হচ্ছে। জরিমানা করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ১২টি প্রতিষ্ঠানের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।"

পর্যালোচনা

ওয়াকওয়ে, সীমানা পিলার, ঘাট, সীমানা প্রাচীর, বসার বেঞ্চ প্রভৃতি নির্মাণ করার ফলে এলাকার পরিবেশ বদলে গেছে ঠিকই কিন্তু, নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়াতে হবে যাতে মানুষ নিরাপদে চলাচল করতে পারে। বিশেষ করে সন্ধ্যার পর পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। ওয়াকওয়ের উপর দিয়ে সাইকেল, ভ্যান এবং মটর সাইকেল চলাচল করে যা বন্ধ করে মানুষের হাঁটা-চলার নিরাপদ ব্যবস্থা করতে হবে। অবকাঠামোসমূহের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণে জোর দিতে হবে। তা না হলে, এখন পর্যন্ত যেসব কাজ সম্পন্ন হয়েছে তা টিকিয়ে রাখা যাবে না। যেমন, ড্রেন এখনই ময়লা ফেলে ভরাট করা হচ্ছে; সীমানা পিলার এবং ওয়াকওয়ের মধ্যের জায়গায় ময়লা ফেলা হচ্ছে। ওয়াকওয়ের পাশে ময়লা ফেলার সুযোগ বন্ধ করতে হবে। এখানে গাছ লাগানো যেতে পারে। অপরদিকে, এই জায়গাগুলো নার্সারী মালিকদেরকে নার্সারী করার জন্য বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে। এতে সৌন্দর্যবর্ধনের সাথে সাথে তদারকি এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হবে। তা না হলে পুনরায় দখল এবং নদী দূষণ বন্ধ করা সম্ভব হবে না। আশেপাশের এলাকা থেকে সকল বয়সের মানুষ ওয়াকওয়েতে হাঁটতে আসেন কিন্তু এর আশেপাশে কোথাও টয়লেট এর ব্যবস্থা নেই। আবার বৃষ্টি হলে জনসাধারণকে ভিজতে হবে। এর জন্য টয়লেট এবং ছাউনী নির্মাণ করা দরকার। জনসাধারণের জন্য নির্মিত সুবিধাদি ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদেরকেও

অর্ন্তভূক্ত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে তরুণ এবং কিশোর-কিশোরীদেরকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। সেই সাথে বৃক্ষরোপণ এবং পরিচর্যার দায়িত্বে স্থানীয় কমিউনিটির সাধারণ জনগণকে এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে উৎসাহিত করতে হবে।

৩.১১.২ নিবিড় সাক্ষাৎকার (In Depth Interview- IDI)

গুণগত উপাত্ত সংগ্রহের অংশ হিসাবে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিকে নির্ধারিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

ওয়াকওয়ে নির্মাণ, আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ, কি ওয়াল নির্মাণ, বসার বেঞ্চ নির্মাণ, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, ঘাট নির্মাণ, পার্কিং ইয়ার্ড নির্মাণ, সীমানা পিলার নির্মাণ, ইকো-পার্ক নির্মাণ -এর ফলে ঢাকার চারপাশে মনোরম অবকাঠামোতে সংযোজিত হবে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের প্রায় ৬১ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২০২৩ সালের জুন মাসের মধ্যেই কাজ শেষ হবে না বলে কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে। তবে প্রকল্প এলাকায় নদী কেন্দ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন ধরনের দোকানপাট, শিল্প-কারখানা, আবাসন প্রকল্প গড়ে উঠবে। সেখানে এলাকার জনগণ নতুন নতুন কর্মসংস্থানে সুযোগ পাবে। নিজ দেশীয় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান, ও কর্মীর মাধ্যমে উক্ত সকল কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে, যা এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

চিত্র ৩.৩৩: নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ

প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে জড়িত সহকারী প্রকৌশলী বলেন, “এখন পর্যন্ত প্রকল্পটির ৬১% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তবে জুন ২০২৪ নাগাদ বাকি কাজ সম্পন্ন হবে।” তিনি আরও বলেন, “প্রকল্পটি বাস্তবায়নে নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে নদীর তীরবর্তী অবৈধ দখল মুক্ত ও কাজটি নদীর তীরবর্তী হওয়ায় শুষ্ক মৌসুমের উপর নির্ভরশীলতা অন্যতম। এই প্রকল্পের সবল দিক হলো এটি সুপরিকল্পিত একটি প্রকল্পটি যা বাস্তবায়িত হলে নগরবাসীদের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে, যেমন: কর্মসংস্থান, দরিদ্র মানুষের আয় বৃদ্ধি এবং নদী তীরে সুন্দর পরিবেশ বজায় থাকা অন্যতম। নদীর সীমানা

নির্ধারনের পদ্ধতি খুবই টেকসই যা নদীর দখল রোধ করবে। মাটি অপসারণের মাধ্যমে নাব্যতা বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে নদীর সামগ্রিক পরিবেশ উন্নয়নে এই প্রকল্প অনেক ভুমিকা রাখবে।"

ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ কনসোর্টিয়ামের প্রধান জনাব শরীফ জামিল বলেন, 'নদী রক্ষা করা না গেলে নদীমাতৃক দেশকেও রক্ষা করা যাবে না। নদীদূষণ প্রতিরোধ করতে হবে এবং নদীকেন্দ্রিক জীবিকা পুনরায় ফিরিয়ে আনতে হবে।

পর্যালোচনা

নদী রক্ষায় গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নদীপাড়ের মানুষদের মতামত নেওয়া প্রয়োজন। কারণ তাঁরা ভুক্তভোগী। তারা নদী রক্ষার জন্য সঠিক পরামর্শ দিতে পারবেন। নির্মিত অবকাঠামোসমূহের স্থায়িত্ব নিয়মিত রক্ষণা বেক্ষণ এবং ব্যবহারকারীদের উপর নির্ভর করবে। নদীর তীরভূমির পরিবেশ উন্নয়নে বৃক্ষ রোপনের পাশাপাশি নিয়মিত পরিচর্যা করা এবং এসকল স্থানে কোন প্রকার ময়লা আবর্জনা ফেলা রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩.১১.৩ দলগত আলোচনা (Focus Group Discussion- FGD)

দলগত আলোচনা বা এফজিডি'র ক্ষেত্রে বাছাই করা ৮-১০ জন প্রকল্পের উপকারভোগীদের নিয়ে গঠিত গ্রুপে এই আলোচনা করা হয়। দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতায় বৈসাদৃশ্য থাকলেও সকলের পেশা একই। অর্থাৎ দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ ছিলেন একই পেশার মানুষ, যেমন: বন্দর শ্রমিকদের দলগত আলোচনায় সকল অংশগ্রহণকারী ছিলেন বন্দর শ্রমিক। আবার স্থানীয় ব্যবসায়ীদের দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সকলেই ছিলেন প্রকল্পের আশেপাশের এলাকার ব্যবসায়ী। অপরদিকে, ঘাট শ্রমিকদের দলগত আলোচনায় সকল অংশগ্রহণকারী ছিলেন ঘাট শ্রমিক। স্থানীয় জনগণ যারা আলোচ্য প্রকল্পের অন্যতম সুবিধাভোগী তাদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে পেশাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে প্রকল্প এলাকা কেন্দ্রিক ব্যবসায়ীদের বাছাই করা হয়। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রকল্প সম্পর্কে তারা কতটুকু অবগত আছেন এবং প্রকল্পের সক্ষমতা সম্পর্কে তারা কতটুকু অবগত আছেন সেটা যাচাই করা। এই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ করা হয়। একজন মডারেটর এবং একজন নোট টেকারের সমন্বয়ে ফোকাস গ্রুপ বা দলগত আলোচনা সম্পন্ন করা হয়। মডারেটর একটি গাইডলাইন অনুসরণ করে আলোচনা করেন। পর্যবেক্ষণ ও আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তসমূহ নোট টেকার লিপিবদ্ধ করেন, যা সমীক্ষার প্রতিবেদন প্রণয়নে ব্যবহার করা হয়েছে।

ওয়াকওয়ে, সীমানা পিলার, ঘাট, সীমানা প্রাচীর, বসার বেঞ্চ প্রভৃতি নির্মাণ করা হয়েছে তবে পার্ক এখনো খোলা হয়নি। প্রকল্প এলাকায় কোন লাইট দেখা যায়নি। নিরাপত্তা ব্যবস্থার দিকে নজর দিতে হবে। পুলিশি টহল বা নিজস্ব নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। ওয়াকওয়ের বেশ কয়েকটি স্থানে টাইলস ভাঙ্গা দেখা যায়। ওয়াকওয়ের এক্সপান্সন জয়েন্টে টাইলসসহ ভাঙ্গা দেখা যায় যা মেরামত করা আবশ্যক। ব্লকএর কাজ যেখানে করা হয়েছে কোথাও কোথাও দেবে গেছে। সীমানা পিলার অস্থায়ী বাড়ি-ঘর দ্বারা কোথাও কোথাও ঢাকা পড়ে গিয়েছে। সীমানা পিলার লাগোয়া

প্রাচীর এবং বাড়ি-ঘর নির্মিত হয়েছে এতে বলা যায় তারা পুনরায় দখলের প্রচেষ্টা বিদ্যমান রেখেছে। সাইকেল, ভ্যান এবং মটর সাইকেল চলাচল বন্ধ করে মানুষের হাঁটাচলার নিরাপদ ব্যবস্থা করতে হবে। ইকোপার্ক-এ সকল বয়সের ছেলে-মেয়েদের সাতাঁর শেখানোর ব্যবস্থা থাকলে ভালো হয়।

পর্যালোচনা

প্রকল্প এলাকায় ওয়াকওয়ে, সীমানা পিলার, ঘাট, সীমানা প্রাচীর, বসার বেঞ্চ প্রভৃতি নির্মাণ করা হয়েছে। তবে পার্ক এখনো খোলা হয়নি। ওয়াকওয়েতে সাইকেল, ভ্যান এবং মটরসাইকেল চলাচল করে, তা বন্ধ করে মানুষের হাঁটা-চলা নিরাপদ ব্যবস্থা করতে হবে। ওয়াকওয়ে কোন লাইট নেই যার ফলে সন্ধ্যার পরে এখানে থাকা বা হাঁটা-চলা করা অনিরাপদ। প্রকল্প এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়াতে হবে, যাতে মানুষ নিরাপদে চলাচল করতে পারে। ওয়াকওয়ের কোন স্থানে বা আশেপাশে কোথাও টয়লেটের ব্যবস্থা নেই। আবার বৃষ্টি হলে কোন ছাউনী না থাকায় ভিজতে হয়। এর জন্য ছাউনী নির্মাণ করা দরকার। আশেপাশের বাসাবাড়ির ময়লা ড্রেনে ফেলায় ড্রেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ওয়াকয়ের পাশে ময়লা ফেলার সুযোগ বন্ধ করতে হবে। ময়লা ফেলা বন্ধ করতে এসকল স্থানে গাছ লাগানো যেতে পারে। স্থাপনাসমূহ যথাযথ তদারকি এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব না হলে নদীর তীরভূমি পুনরায় দখল হবে। ইকোপার্ক-এ প্রবেশ ফ্রি করা দরকার। কিন্তু, রাইড এর জন্য ফি/ ভাড়া নেয়া যেতে পারে। পার্কে সকালে বয়স্কদের জন্য হাঁটার সুযোগ খুবই ভালো উদ্যোগ। পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম এবং বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমে এলাকার জনগণকে সম্পৃক্ত করা দরকার।

চিত্র ৩.৩৪: দলগত আলোচনা

৩.১১.৪ স্থানীয় কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ

মাঠ পর্যায়ের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের শেষ পর্যায়ে ক্রয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালার স্থান, তারিখ, সময় এবং অতিথিদের তালিকা চূড়ান্ত করা হয়। তবে কর্মশালার স্থান নির্বাচনে প্রকল্প এলাকার উপর স্টাডি করে বিভিন্ন নির্দেশক যেমন প্রকল্পের কাজের পরিধি, সুবিধাভোগীর সংখ্যা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে আইএমইডি'র কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সৈয়দ নজরুল ইসলাম কনভেনশন

সেন্টার, মিরপুর বড়বাজার, দারুস সালাম, ঢাকা স্থানীয় কর্মশালার স্থান হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছিল। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন পেশার মানুষ, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি, প্রশাসনের কর্মকর্তা, স্থানীয় বণিক সমিতির প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, বিআইডব্লিউটিএ-র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ ক্রয় কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ আইএমইডি'র কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। যেসকল বিষয়বস্তু নিয়ে স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা করা হয়েছিল, তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:-

প্রকল্পটির প্রাসঙ্গিকতা, প্রধান প্রধান কর্মকান্ডসমূহের অগ্রগতি, এলাকায় দৃশ্যমান পরিবর্তন, এলাকার কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনসহ প্রকল্পটির প্রভাব, স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণে প্রকল্পটির প্রভাব, প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিকসমূহ এবং সৃষ্ট সুযোগ সুবিধা ও ঝুঁকিসমূহ কি কি হবে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

কর্মশালায় আলোচকবৃন্দ প্রকল্পটির প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে বলেন, এটি একটি যুগোপযোগি প্রকল্প, যা ঢাকাকে বাসযোগ্য একটি আধুনিক নগর হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। এর কার্যক্রম পূর্ণ সক্ষমতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে এবং শতকরা ৬১ ভাগ কাজ সম্পাদিত হয়েছে। এটি সরকারের রাজস্ব বাজেটে সম্পূর্ণ দেশীয় ডিজাইন, ড্রয়িং দ্বারা বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়াও, প্রকল্পটি সম্পন্ন করতে ডিপিপি মাত্র একবার সংশোধন করতে হয়েছে। প্রকল্পের সকল কাজ জুন, ২০২৩ এর মধ্যেই সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না বলে বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। প্রকল্পটি পুনরায় সংশোধন করার জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

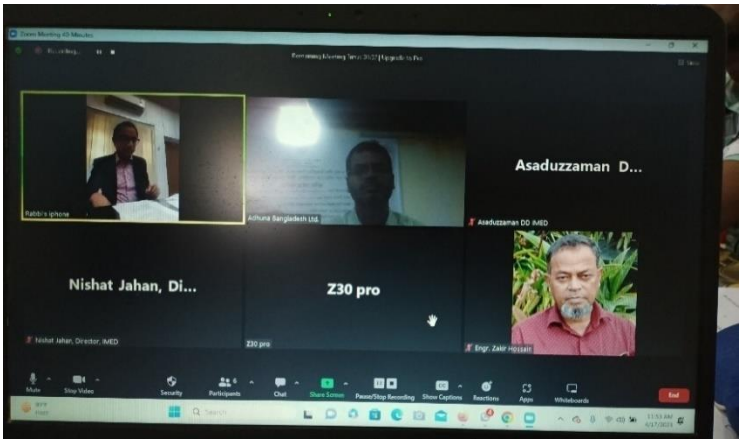

চিত্র ৩.৩৫: স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা

পর্যালোচনা

- উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ওয়াকওয়ে, সীমানা পিলার, ঘাট, সীমানা প্রাচীর, বসার বেঞ্চ প্রভৃতি নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলো ব্যবহার উপযোগী হলেও ইকোপার্ক এখনো জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়নি (বড় বাজার এলাকায়)।
- ওয়াকওয়েতে কোন লাইটিং ব্যবস্থা দেখা যায়নি। ওয়াকওয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পুলিশি টহল বা নিজস্ব নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

- ওয়াকওয়ের কিছু কিছু জায়গার টাইলস ভাঙ্গা দেখা যায় এবং ওয়াকওয়ের এক্সপান্সন জয়েন্টে টাইলসসহ ভাঙ্গা দেখা যায় যা মেরামত করা আবশ্যক। অপরদিকে, ব্লক-এর কাজ কোথাও দেবে গেছে, এগুলিও ঠিক করা দরকার।
- উন্নয়ন কাজে টেকসই নির্মাণ পদ্ধতি এবং মানসম্মত নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করার পাশাপাশি নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।
- সিন্নিরটেক-এ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নির্মিত হরিরামপুর শশ্মান ঘাট ওয়াকওয়ের পথ আটকে দিয়ে সীমান দেয়াল তৈরী করেছে।
- কোথাও কোথাও সীমানা পিলার অস্থায়ী বাড়ি-ঘর দ্বারা ঢাকা পড়ে গিয়েছে। সীমানা পিলার লাগোয়া প্রাচীর এবং বাড়ি-ঘর নির্মাণ যা পুনরায় দখল প্রচেষ্টার অংশ বলা যায়।
- আরসিসি সিঁড়িতে লাগানো লোহার পাত কোন কোন স্থানে উঠে গেছে।
- ওয়াকওয়েতে সাইকেল, ভ্যান এবং মটরসাইকেল চলাচল করে যা অনতিবিলম্বে বন্ধ করে মানুষের হাঁটা-চলার নিরাপদ ব্যবস্থা করতে হবে ।
- আশেপাশের এলাকার ময়লা ড্রেনে ফেলা হয় যার ফলে ড্রেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অনতিবিলম্বে এসকল কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে। ময়লা ফেলা বন্ধ করতে বাগান করা বা গাছ লাগানো যেতে পারে।
- প্রকল্পের সকল কাজ যথাযথভাবে তদারকি এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব না হলে পুনরায় দখল হবার সম্ভাবনা রয়েছে।
- প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত অঙ্গসমূহের ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।
- ইকোপার্কে সকালে বয়স্কদের জন্য হাঁটার সুযোগ করে দেয়া খুবই ভালো একটি উদ্যোগ। প্রকল্প এলাকার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে ও বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমে এলাকার জনগণকে সম্পৃক্ত করা দরকার।

চতুর্থ অধ্যায়
প্রকল্পের SWOT পর্যালোচনা

SWOT Analysis হলো Strengths, Weaknesses, Opportunities এবং Threats এর সংক্ষিপ্ত রুপ। এটি একটি কাঠামোগত পদ্ধতি যা প্রকল্পের উক্ত চারটি দিক মূল্যায়ন বা বিশ্লেষণ করে। তম্মধ্যে সবল ও দুর্বল দিকসমূহ প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রনাধীন সুযোগসমূহ এবং ঝুঁকিসমূহ বাইরের বিষয় যা প্রকল্প বাস্তবায়নকারীকে অনুমান করতে হয় এবং তদনুযারী সক্রিয় হতে হয়। বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীর রক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলগত আলোচনা, স্থানীয় কর্মশালা এবং অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ (SWOT) শনাক্ত করা হয়েছে। এই SWOT- এর আলোকে ভবিষ্যতে একই ধরনের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

প্রকল্পের সবল দিকসমূহ (Strengths)	**প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ (Weaknesses)**
• প্রকল্পের শুরু থেকে অদ্যবধি নিয়মিতভাবে প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের দায়িত্ব পালন করছেন; • প্রকল্পের খাতওয়ারী বাজেট চাহিদা ছিল; • প্রকল্পের আওতায় বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা; • মন্ত্রণালয় ও বিভাগ কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং করা; • নদীর তীরভূমিতে অবৈধ দখলদার অপসারণ; • সীমানা পিলার স্থাপনের মাধ্যমে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ; • নৌযান চলাচল বৃদ্ধি, মানুষের যাতায়ত, কর্মসংস্থান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার; এবং • নদীর তীরবর্তী এলাকার সৌন্দর্য্যবর্ধনের মাধ্যমে পরিবেশের আমূল পরিবর্তন।	• নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন না হওয়া; • নদীর জায়গায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ অপসারণ করে পুনঃস্থাপন না করা; • নৌযান বার্দিং স্পটে ওয়াকওয়ে'র পাশে মুরিং বোলার্ড স্থাপন না করা; • ওয়াকওয়ে'র নির্দিষ্ট দূরত্বে সিটিং বেঞ্চের উপর ছাউনী এবং টয়লেটের ব্যবস্থা না থাকা; • শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য রাস্তা থেকে হুইল চেয়ারে ওয়াকওয়েতে ওঠার জন্য র‍্যাম্প না থাকা; • প্রকল্প এলাকায় স্ট্রিট লাইটের ব্যবস্থা না থাকা; • নদীর পানির দূষণ হ্রাসে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা ডিপিপি-তে উল্লেখ না থাকা; এবং • প্রকল্পের ডিপিপি-তে সুনির্দিষ্ট এক্সিট প্লান না থাকা।

প্রকল্পের কারণে সৃষ্ট সুযোগ (Opportunities)	**প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ (Threats)**
• বর্তমান প্রকল্পটি বাস্তবায়নে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে অন্যান্য শহরে এই ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে নদীকে রক্ষা করা সম্ভব হবে; • 'নদী'র আইনগত স্বত্বাকে কাজে লাগিয়ে নিরবিচ্ছিন্ন রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; • নদীর সীমানা চিহ্নিত এবং পিলার স্থাপন করে পুনরায় দখলের শঙ্কা না থাকা; • দৃশ্যমান অবকাঠামো ব্যবহারে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি; • সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি সম্ভব হবে; • কম সময়ে অধিক পরিমাণ পণ্য পরিবহন করার ফলে পরিবহন ব্যয় ও সময় হ্রাস পাবে; • ঢাকার চারপাশে নদী কেন্দ্রিক পর্যটন শিল্পের প্রসারে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হবে; এবং • পর্যটন শিল্পের সহায়ক পরিবেশ তৈরীর সাথে সাথে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে যা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে।	• প্রকল্প এলাকায় তদারকি/ নজরদারি কম থাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থার ঘাটতি; • উচ্ছেদের পরও নদীতে কঠিন বর্জ্য এবং বিল্ডিং ভাঙ্গার ধ্বংসাবশেষ ফেলা হচ্ছে যা পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি নতুনভাবে দখলের আশংকা সৃষ্টি করছে; • আদালতে মামলা বিচারাধীন থাকায় প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতিতে স্থবিরতা; • নির্মিত অবকাঠামোগুলোর সাথে রশি দিয়ে নৌযান বেঁধে রাখার কারণে অবকাঠামো ঝুঁকির মুখে পড়বে; এবং • সীমানা পিলারের জিপিএস কোঅর্ডিনেট প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের নিজস্ব সার্ভারে সংরক্ষণ না করা।

১। প্রকল্পের সকল দিকসমূহ (Strengths)

নদীর তীরভূমিতে অবৈধ দখলদার অপসারণ

প্রকল্প চলাকলীন সময়ে প্রকল্প এলাকায় প্রায় ২৫৯.৮৫ একর ফোরশোর ভূমি দখলমুক্ত হয়েছে।

নদীর তীরভূমিতে সীমানা পিলার স্থাপনের মাধ্যমে সীমানা চিহ্নিতকরণ

বর্ণিত প্রকল্পের অধীনে বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষ্যা নদীর তীরভূমিতে সীমানা পিলার স্থাপনের মাধ্যমে নদীর সীমানা চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। যার ফলে পূনরায় নদীর তীরভূমি দখল সহজেই দৃশ্যমান হবে এবং এমন প্রচেষ্টা দ্রুত রোধ করা সম্ভব হবে।

নৌপথ কেন্দ্রিক মানুষের যাতায়াত, কর্মসংস্থান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে সহায়ক ভূমিকা পালন

সিঁড়ি ও জেটি নির্মাণ এবং নদীর তীর থেকে ভরাটকৃত মাটি অপসারণ করার মাধ্যমে নৌযান চলাচল সহজ হবার পাশাপাশি মানুষের যাতায়াত বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া নদী পথে পণ্য পরিবহন বৃদ্ধি পাওয়ায় উক্ত এলাকায় শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে কম খরচ এবং নিরাপদে পণ্য পরিবহনে প্রকল্পটি ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

সকল বয়সী মানুষের চলাফেরা ও বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি

প্রকল্প এলাকায় ওয়াকওয়ে নির্মাণের ফলে নদীতীরে ভ্রমণপিপাসু মানুষের চলাফেরা বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাস্থ্য সচেতন এবং ডায়াবেটিস আক্রান্ত ব্যক্তিরা প্রতিদিন ওয়াকওয়েতে হাঁটাচলা করতে পারছেন। এধরনের সুযোগ আগে এ এলাকায় ছিল না। অন্যদিকে প্রকল্পের অধীনে তিনটি ইকোপার্ক (টঙ্গি, মিরপুর, নারায়ণগঞ্জ) নির্মাণের ফলে সকল বয়সের মানুষের চিত্ত বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

নদী তীরবর্তী এলাকায় সৌন্দর্যবর্ধনের মাধ্যমে পরিবেশের আমূল পরিবর্তন

প্রকল্পের অধীনে নদীর তীরের দখলমুক্ত করার মাধ্যমে এলাকা হতে ময়লা আবর্জনা প্রথমত দূর করার মাধ্যমে পরিবেশের ব্যাপক উন্নতি সাধন হয়েছে। ওয়াকওয়ে নির্মাণ সম্পন্ন এবং বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে নদীতীরের সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি পাবে । ফলে, এলাকার পরিবেশের প্রভূত উন্নতি হবে। নদীতীরের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশ ফিরে আসবে ।

২। প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ (Weakness)

সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব

প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে জড়িত সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয় যা প্রকল্প বাস্তবায়নে অন্যতম দুর্বল দিক। এটি প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা সৃষ্টি করে।

নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন না হওয়া

মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের সমাপ্তির তারিখ ছিল ৩০ জুন ২০২২ এবং অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্প সমাপ্তির সময় ১২ মাস বৃদ্ধি করে ৩০ জুন ২০২৩ এ নির্ধারণ করা হয়। ৩০ এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা যায় প্রকল্পটির বাস্তব অগ্রগতি ৬১% অর্জিত হয়েছে। ফলে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রকল্পের ১০০% বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। ফলে প্রকল্পটির মাধ্যমে অর্জিত সুফল পাওয়াও বিলম্বিত হবে।

নদীর জায়গায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ অপসারণ করে পুনস্থাপন না করা

নদীর জায়গায় প্রায় ১১৩টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত হয়েছে এছাড়াও, রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ইত্যাদি। উক্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ অপসারণ করে পুনস্থাপনে বিলম্বের কারণে এসকল এলাকায় ওয়াকওয়েসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণে বিলম্ব হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সিন্নিরটেক এলাকায় হরিরামপুর শ্মশান ঘাট এর কারণে ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ আটকে আছে।

নৌযান বার্দিং স্পটে ওয়াকওয়ের পাশে মুরিং বোলার্ড স্থাপন না করা

নৌযান বার্দিং স্পটে কোন মুরিং বোলার্ড না থাকায় নৌযানগুলি ওয়াকওয়ের পিলার, রেলিং এবং সীমানা পিলারের সাথে দড়ি দিয়ে বেঁধে বার্দিং করে থাকে। এতে উক্ত স্থাপনাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

ওয়াকওয়ে'র নির্দিষ্ট দূরত্বে সিটিং বেঞ্চের উপর ছাউনী এবং টয়লেটের ব্যবস্থা না থাকা

ওয়াকওয়েতে যাতায়াতকারী মানুষের বিশ্রামের সুবিধার্থে আরসিসি বসার বেঞ্চ স্থাপন করা হয়েছে। বৃষ্টিতে ভিজার হাত থেকে রক্ষার জন্য উক্ত বসার বেঞ্চের উপর ছাউনি দেয়া প্রয়োজন। প্রকল্পটির কার্যক্রম টেকসই করার জন্য পদক্ষেপ হিসেবে ১৬% উত্তরদাতা ছাউনির ব্যবস্থা প্রয়োজন বলে মতামত দিয়েছেন।

অপরদিকে, প্রকল্পের অধীনে নির্মিত ওয়াকওয়ের আশেপাশে কোন টয়লেটের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ফলে ওয়াকওয়েতে হাঁটাচলা করা সকল বয়সের মানুষ বিশেষ করে বৃদ্ধ ও ডায়াবেটিস রোগীদের খুবই অসুবিধা হয়।

শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য রাস্তা থেকে হুইলচেয়ারে ওয়াকওয়েতে ওঠার জন্য ব্যবস্থা না থাকা

প্রকল্পের অধীনে নির্মিত ওয়াকওয়েতে বিভিন্ন বয়সী মানুষের হাঁটাচলার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য রাস্তা থেকে হুইলচেয়ারে ওয়াকওয়েতে ওঠার জন্য কোন র‍্যাম্প না থাকায় তাদের ওয়াকওয়েতে উঠতে বেশ সমস্যায় পড়তে হয়।

প্রকল্প এলাকায় স্ট্রীট লাইটের ব্যবস্থা না থাকা

প্রকল্প এলাকার নিরাপত্তা বিশেষ করে ওয়াকওয়েতে হাঁটাচলা করা লোকজনদের সুবিধার্থে স্ট্রিট লাইট এর ব্যবস্থা করা খুবই প্রয়োজন। অন্যথায় ওয়াকওয়ে মাদকসেবী, ছিনতাইকারী, সমাজ বিরোধীদের আখড়ায় পরিণত হবে।

ওয়াকওয়ের উপর দিয়ে সাইকেল, মোটরসাইকেল ইত্যাদি চলাচলের প্রতিবন্ধক ব্যবস্থা না থাকা

ওয়াকওয়ের উপর দিয়ে সাইকেল, মোটরসাইকেল, রিক্সা, ভ্যান ইত্যাদি চলাচল রোধে কোন প্রতিবন্ধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। যত্রতত্র এ ধরনের যানবাহন ওয়াকওয়ের উপর দিয়ে চলাচল করার ফলে ওয়াকওয়েতে হাঁটাচলা করা পথচারীদের দুর্ঘটনাসহ নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। অপরদিকে, ওয়াকওয়ের কিছু জায়গায় টাইলস ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

নদীর পানি দূষণ হ্রাসে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা ডিপিপিতে না থাকা

নদীর পানি দূষণ হ্রাস করা প্রকল্পটির অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হওয়া সত্ত্বেও দূষণ হ্রাস করার কোন প্রক্রিয়া বা পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়টি ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। নির্মিত অবকাঠামোসমূহ নদীকেন্দ্রিক পর্যটন প্রসারে সহায়ক ভূমিকা রাখলেও নদীর পানি দূষণ এবং এর ফলে সৃষ্ট দুর্গন্ধ বিরুপ পরিস্থিতি তৈরী করতে পারে।

প্রকল্পের ডিপিপিতে সুনির্দিষ্ট এক্সিট প্ল্যান না থাকা

প্রকল্পের ডিপিপিতে সুনির্দিষ্ট এক্সিট প্লান না থাকায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন শেষে ভৌত অবকাঠামোগুলো রক্ষণাবেক্ষণ কিভাবে করা হবে তা নিয়ে জটিলতা তৈরী হতে পারে।

৩। প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট সুযোগ (Opportunities)

বর্তমান প্রকল্পটি বাস্তবায়নে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে অন্যান্য শহরে এই ধরনের আরো প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে নদীকে রক্ষা করা সম্ভব হবে

প্রকল্প বাস্তবায়নে কর্তৃপক্ষ মামলাজনিত কারণে স্থগিতাদেশের মত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবার পাশাপাশি, নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়া, নির্মাণ কাজের সময় অস্থায়ী হকার/ ক্ষুদ্র ব্যবসায়িদের উচ্ছেদ, স্থানীয় বাসিন্দাদের অসহযোগিতা, এবং ঘাট এলাকায় কাজ করার ক্ষেত্রে অস্থায়ী ঘাট নির্মাণজনিত কারণে অতিরিক্ত সময়ক্ষেপণ হয়েছে। এসকল অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে অন্যান্য শহরে একই ধরনের আরো প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে অন্যান্য নদীকেও রক্ষা করা সম্ভব হবে।

নদীর সীমানা চিহ্নিত এবং পিলার স্থাপন করে পুনরায় দখলের শঙ্কা না থাকা

বর্ণিত প্রকল্পের অধীনে বিআইডব্লিউটিএ সিএস জরিপ এবং বন্দরের গেজেট অনুযায়ী নদীর সীমানা চিহ্নিত করে সীমানা পিলার স্থাপন করেছে। এছাড়াও, জিপিএস এর মাধ্যমে প্রতিটি সীমানা পিলারের অবস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে, ফলে নদীর তীরভূমি পুনঃদখল রোধ করা সম্ভব হবে।

নদীর আইনগত স্বত্বাকে কাজে লাগিয়ে নিরবিচ্ছিন্ন রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

বর্ণিত প্রকল্পটি সম্পাদন শেষে বিআইডব্লিউটিএ বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর দখল মুক্ত তীরভূমিতে সীমানা পিলার ও ওয়াকওয়ে নির্মাণের মাধ্যমে দখল পাকাপোক্ত করতে সম্ভব হবে। ফলে পরবর্তীতে উক্ত নদীটির যেকোনো অবৈধ দখল রোধ কল্পে নদীর আইনগত সত্তাকে কাজে লাগিয়ে নিরবিচ্ছিন্ন রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে।

নদীর সীমানা চিহ্নিত এবং পিলার স্থাপন করে পুনরায় দখলের শঙ্কা না থাকা

বর্ণিত প্রকল্পের অধীনে বিআইডব্লিউটিএ সিএস জরিপ এবং বন্দরের গেজেট অনুযায়ী নদীর সীমানা চিহ্নিত করে সীমানা পিলার স্থাপন করেছে। এছাড়াও, জিপিএস এর মাধ্যমে প্রতিটি সীমানা পিলারের অবস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে, ফলে নদীর তীরভূমি পুনঃদখল রোধ করা সম্ভব হবে।

নির্মিত অবকাঠামো ব্যবহারে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি

দখল মুক্ত নদী তীরভূমিতে দৃশ্যমান বিভিন্ন অবকাঠামো যেমন সীমানা পিলার, ওয়াকওয়ে, বসার বেঞ্চ, ইকোপার্ক, আরসিসি সিঁড়ি ইত্যাদি জনগণের ব্যবহারের জন্য নির্মিত হয়েছে এবং তারা এগুলোর সরাসরি উপকারভোগী। তাদের মধ্যে নদী দখলের বিরুদ্ধে সচেতনতা এবং তারাই কেবল এসকল অবকাঠামো যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারে সেই বিষয়ে সচেতনতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে।

সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি সম্ভব হবে

প্রকল্পের মাধ্যমে জেটি ও সিঁড়ি নির্মাণের ফলে একদিকে যেমন নিরাপদে পণ্য ওঠানামা সহজ হয়েছে তেমন নদী পথে পণ্য পরিবহনও বৃদ্ধি পাবে । ফলে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও, ৩টি ইকোপার্ক লিজ প্রদানের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আয় করা সম্ভব হবে।

কম সময়ে অধিক পরিমাণ পণ্য পরিবহন করার ফলে পরিবহন ব্যয় হ্রাস পাবে

প্রকল্পের অধীনে ১৪টি জেটি ও ৮০টি সিঁড়ি নির্মাণের ফলে পণ্য ওঠানামা সহজতর ও নিরাপদ হবে। ফলে পরিবহন ব্যয় ও পরিবহনের সময় হ্রাস পাবে। তবে, ঘাট থেকে পরবর্তী পরিবহন প্রাপ্তি সহজলভ্য করতে হবে।

ঢাকার চারপাশে নদীকেন্দ্রিক পর্যটন শিল্পের প্রসারে সহায়ক ভূমিকা রাখবে

প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকায় বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ করে এবং প্রকল্পের এলাকা থেকে আবর্জনা দূর করার মাধ্যমে তীরভূমি দূষণমুক্ত করা সম্ভব হবে। এর ফলে প্রকল্পের এলাকায় জমির ব্যবহার পূর্বের তুলনায় কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে। মানুষের যাতায়াত, কর্মসংস্থান এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে। জেটি এবং সিড়ি নির্মাণের ফলে নৌযানের চলাচল সহজ হবে এবং এর ফলস্বরূপ নদীকেন্দ্রিক পর্যটন শিল্প প্রসারের পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে যা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে

প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের ফলে নৌপথে চলাচল বৃদ্ধি, মানুষের যাতায়াত, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটার পরিবেশ তৈরী হচ্ছে। পর্যটন শিল্পের প্রসারের সহায়ক পরিবেশ তৈরী হচ্ছে। ফলে হোটেল, মোটেল ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণে বেসরকারি বিনিয়োগ এগিয়ে আসতে উৎসাহিত হবে। ফলশ্রুতিতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে।

৪। প্রকল্পের ঝুঁকি সমূহ (Threats)

প্রকল্প এলাকায় নজরদারী কম থাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থার ঘাটতি

প্রকল্প এলাকায় নিয়মিত তদারকি/ নজরদারী না থাকলে নির্মিত অবকাঠামোগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার না করার ফলে এগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ওয়াকওয়ের যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলে পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি তীরভূমির সৌন্দর্য হ্রাস পাবে। পুলিশি টহল, স্ট্রীট লাইটিং এবং প্রশাসনের নজরদারীর অভাবে রাতের বেলা ওয়াকওয়েসহ, আরসিসি সিঁড়িতে মাদকসেবী ও ছিনতাইকরীদের উপস্থিতি বৃদ্ধির ফলে এলাকাবাসী এসকল সুবিধা ব্যবহার করতে নিরুৎসাহী হবে।

উচ্ছেদের পরও নদীতে কঠিন বর্জ্য এবং ভবনের ধ্বংসাবশেষ ফেলা

উচ্ছেদের পর নিয়মিত তদারকি না থাকায় নদীতে কঠিন বর্জ্য এবং ভবনের ধ্বংসাবশেষ ফেলা হচ্ছে, যা পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি নতুন ভাবে দখলের আশঙ্কার সৃষ্টি করছে।

আদালতে বিভিন্ন মামলা বিচারাধীন থাকায় প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতিতে স্থবিরতা

অনেক দখলদার আদালতে মামলা করায় এবং আদালতের স্থিতাবস্থা আদেশের কারণে প্রকল্পের কাজ বাঁধাগ্রস্ত হয়েছে। ফলে প্রকল্পের ভৌত কাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হওয়ার বিষয়ে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে।

নির্মিত অবকাঠামোগুলোর সাথে রশি দিয়ে নৌযান বেঁধে রাখার কারণে অবকাঠামোর স্থায়িত্ব হ্রাস পাবে

প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত বিভিন্ন অবকাঠামোর সাথে (যেমন: ওয়াকওয়ের পিলার) মালবাহী বড় নৌকা/ কার্গোর নোঙর করা রশি বাঁধার কারণে অবকাঠামোসমূহের স্থায়ীত্ব ঝুঁকিতে পড়বে।

সীমানা পিলারের জিপিএস কোঅর্ডিনেট নিজস্ব সার্ভারে সংরক্ষণ না করা

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ একটি রেকর্ড বইয়ের মাধ্যমে সীমানা পিলারের জিপিএস কোঅর্ডিনেট সংরক্ষণ করা হচ্ছে। প্রকল্প অফিসে জিপিএস কো-অর্ডিনেট-এর কোন সফট কপি (ইলেকট্রনিক) নেই বা বিআইডব্লিউটিএ'র কোন কোন সার্ভারে সংরক্ষণ করা হয় নাই। সেই সাথে উক্ত উপাত্তের ভিত্তিতে কোন মানচিত্র প্রণয়ন করাও হয়নি।

পঞ্চম অধ্যায়
সার্বিক পর্যবেক্ষণ

নিবীড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো, চলমান প্রকল্পের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার পাশাপাশি কাজের অগ্রগতি এবং গুণগতমান পর্যালোচনা করা। সেই সাথে প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রকল্পটি তাদের জন্য কতটুকু উপযোগী তার বিশ্লেষণ করা। এছাড়া প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট থেকে প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, বছরভিত্তিক বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও ব্যয় বিশ্লেষণ, প্রকল্পের সবল দিক, সুযোগ, দুর্বল দিক ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা। সর্বোপরি প্রকল্পটি এ পর্যন্ত কতটুকু আউটপুট অর্জন করতে পেরেছে, তা পর্যালোচনা করে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা। নিবিড় পরিবীক্ষণ চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন পর্যায় থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক নিবীড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

৫.১ সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় না থাকা

ডেমরা থানার অন্তর্গত সুলতান কামাল ব্রিজ এলাকায় ১টি লটে ৩টি জেটি নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজের মধ্যে ইতোমধ্যে ২টি জেটির প্রায় ৭০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত কাজে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন ধরনের বাধার কারণে নির্মাণকাজ বন্ধ হয়ে যায়। অপরদিকে, মিরপুর এলাকায় বড় বাজার জামে মসজিদ থেকে তামান্না পার্ক পর্যন্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ণ বোর্ডের অধিগ্রহণকৃত জায়গায় কাজ করতে বাধা দেওয়া হয়। একই এলাকায় হরিরামপুরে নদীর জায়গায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক একটি প্রকল্পের মাধ্যমে শশ্মান ও মন্দির নির্মাণ করা হচ্ছে যার ফলে আলোচ্য প্রকল্পের ওয়াকওয়ে নির্মাণকাজ বাধাগ্রস্ত হয়। নদীর জায়গায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান অপসারণ করে পুন:স্থাপন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত থাকলেও তার বাস্তবায়ন পরিলক্ষিত হয়নি। এ সকল বিষয়কে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় না থাকা বলে বিবেচিত হয়। (অনুচ্ছেদ ৩.১.৬ এবং ৩.১১.১ পৃষ্ঠা নং ৫৬, ১১১)

৫.২ প্রকল্পের অনুমোদন ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি

বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীর রক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প ২২ মে ২০১৮ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। অনুরুপভাবে ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ ইং প্রকল্পের ডিপিপি-এর ১ম সংশোধন অনুমোদন করা হয়েছে। উক্ত ডিপিপি সংশোধনের ফলে প্রাক্কলিত ব্যয় (৮৪৮৫৫.০০–১১৮১১০.৩১) = ৩৩২৫৫.৩১ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০২২ এর পরিবর্তে জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি ৪৪.০৫%। মাঠ পর্যায়ে উক্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি ৬১%। সেক্ষেত্রে অবশিষ্ট কাজসমূহ সমাপ্তকরণে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। (অনুচ্ছেদ ৩.১.৩, পৃষ্ঠা নং ৫১)

৫.৩ পূর্ত কাজের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত এবং সম্পাদনের পর্যায়ে যেসকল পূর্ত কাজ রয়েছে তা অনুমোদিত ড্রইং/ ডিজাইন অনুযায়ী সম্পাদন করা হচ্ছে। কার্য তদারকিতে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক একটি পরামর্শ প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ করা

হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীগণ সার্বোক্ষণিকভাবে প্রকল্পের কাজ তদারকিতে নিয়োজিত আছে। পূর্ত কাজে ব্যবহৃত মালামাল বিআরটিসি, বুয়েট, ঢাকা কর্তৃক নিয়মিতভাবে টেস্ট করা হয়েছে। পূর্ত কাজের মান পরীক্ষার ক্ষেত্রে টেস্ট রিপোর্টসমূহ পর্যলোচনা করে দেখা যায় যে, নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর মান বজায় রাখা হচ্ছে। ভৌত কাজের অবশিষ্ট অংশের গুণগতমান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নিয়মিত ল্যাবরেটরির মাধ্যমে মান পরীক্ষা করা আবশ্যক। (অনুচ্ছেদ ৩.২, পৃষ্ঠা নং ৭৮)

৫.৪ সীমানা পিলারের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ একটি রেকর্ড বইয়ের মাধ্যমে সীমানা পিলারের জিপিএস সংরক্ষণ করা হচ্ছে। প্রকল্প অফিসে সীমানা পিলারের জিপিএস কো-অর্ডিনেট-এর কোন সফট কপি নেই বা কোন কোন সার্ভারে এটি সংরক্ষণ করা হয় নাই। সেই সাথে উক্ত উপাত্তের ভিত্তিতে কোন মানচিত্র প্রণয়ন করা হয়নি। সীমানা পিলারের জিপিএস কো-অর্ডিনেটসমূহের নিরাপত্তার স্বার্থে বিআইডব্লিউটিএ'র নিজস্ব সার্ভারে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। (ভৌত কাজের কেইস স্টাডি ২ পৃষ্ঠা নং ৬২)

অপরদিকে, প্রকল্প এলাকায় যাতে কোন নৌ দুর্ঘটনা না ঘটে এবং সীমানা পিলারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ১৪% উত্তরদাতা মনে করেন সীমানা পিলারে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা যেতে পারে। (অনুচ্ছেদ ৩.১০.১৪, পৃষ্ঠা নং ১১০)

৫.৫ প্রকল্প এলাকায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

প্রকল্প এলাকার নিরাপত্তা বিশেষ করে ওয়াকওয়েতে চলাচল করা লোকজনের সুবিধার্থে স্ট্রিট লাইটিং এর ব্যবস্থা না থাকায় ওয়াকওয়ে মাদকসেবী, ছিনতাইকারী, সমাজ বিরোধীদের আখড়ায় পরিণত হবে। অপরদিকে, ওয়াকওয়ের উপর দিয়ে সাইকেল, মোটরসাইকেল, রিক্সা, ভ্যান ইত্যাদি চলাচল রোধে কোন প্রতিবন্ধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। ফলে ওয়াকওয়েতে চলাচলাকরীদের দুর্ঘটনাসহ নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

বেসরকারী উদ্যোগে ওয়াকওয়ে'র উপর দিয়ে বার্জ/ জাহাজ থেকে সিমেন্ট খালাস করার জন্য ইলেকট্রিক কনভেয়ার বেল্ট স্থাপন করা হয়েছে যা জনসাধারণের চলাচলের জন্য বিপদজনক। অপরদিকে, ওয়াকওয়ের রেলিং, পিলার এবং সীমানা পিলারের সাথে পণ্যবাহী নৌযান বেঁধে রাখা হয় যা অবকাঠামোসমূহের স্থায়িত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। (অনুচ্ছেদ ৩.১১.৩ এবং ৩.১১.৪, পৃষ্ঠা নং ১১৫ এবং ১১৬)

৫.৬ প্রকল্প বাস্তবায়নে বিবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা

সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়হীনতা এবং মামলাজনিত কারণে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ ছাড়াও এই প্রকল্পের আওতায় নির্মাণকাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে বিবিধ চ্যালেঞ্জ এর সম্মুখীন হতে হয়েছে। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

ক) নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়া;

খ) নির্মাণ কাজের সময় অস্থায়ী হকার/ ক্ষুদ্র ব্যবসায়িদের উচ্ছেদ;

গ) স্থানীয় বাসিন্দাদের অসহযোগিতা; এবং

ঘ) ঘাট এলাকায় কাজ করার ক্ষেত্রে অস্থায়ী ঘাট নির্মাণজনিত কারণে অতিরিক্ত সময়ক্ষেপণ। (অনুচ্ছেদ ৩.১.৬ পৃষ্ঠা নং ৫৬)

৫.৭ প্রকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্য

নদীর তীরভূমির অননুমোদিত/ অবৈধ দখল রোধে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের মাধ্যমে বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ করা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য । উক্ত উদ্দেশ্য প্রতিপালনে নিম্নবর্নিত কাজগুলো সম্পাদন করাও প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

- বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর দখলমুক্ত অংশের সৌন্দর্যবর্ধন করা;
- নদীর উভয় তীরের পরিবেশগত উন্নয়ন সাধন করা;
- নদীর দখলমুক্ত তীরভূমিতে অবকাঠামো নির্মাণ করে ব্যবহার করা;
- নদীর নাব্যতা, গভীরতা ও প্রশস্ততা বৃদ্ধি করা; এবং
- নদীর পানির দূষণ হ্রাস করা।

প্রকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির সকল কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়িত হলে প্রকল্পের সকল উদ্দেশ্য যথাযথ বলে প্রতীয়মান হবে। তবে “নদীর পানির দূষণ হ্রাস করা” বিষয়টি কেবলমাত্র এই প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এরজন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশন, শিল্প মালিক এবং তাদের এসোসিয়েশন, সুশীলসমাজসহ স্থানীয় জনগণকে সাথে নিয়ে কাজ করতে হবে। (চতুর্থ অধ্যায়)

৫.৮ প্রকল্পের মূল কার্যক্রমসমূহে স্থানীয় জনসাধারণের সম্পৃক্ততা

এই প্রকল্পের আওতায় নদীর সীমানা নির্ধারণ এবং নদীর তীরে ওয়াকওয়ে নির্মাণ নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। কারণ এই দুইটি কাজের ফলে নদীর নিজস্ব সীমানা দৃশ্যমান হয়েছে। এর ফলে, সহজেই নদী দখল, দূষণ রোধে যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা সহজ হবে। ওয়াকওয়ে নির্মাণ করার মাধ্যমে জনসাধারণকে সুন্দর একটি পরিবেশ উপহার দেয়ার মাধ্যমে এই প্রকল্পের সাথে তাদের সম্পৃক্ততা সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে প্রকল্পের সুবিধাদি সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হবে।

আরসিসি সিড়ি, জেটি স্থাপনের মাধ্যমে নদীর দুই পাড়ের মানুষের যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। এগুলো ব্যবহার করে বয়স্ক মানুষ, নারী ও শিশু সহজে এবং নিরাপদে নৌকায় উঠা-নামা করতে পারছে। তাদের কোন ধরনের কাদা মাড়ানো বা বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হচ্ছে না।

নদীর তীরে নির্মিত ভৌত অবকাঠামোসমূহের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ঢাকার চারপাশে নদী কেন্দ্রিক পর্যটন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের আওতায় বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের সাথে আলোচনা শুরু করতে পারে। এর ফলে বেসরকারি বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি পাশাপাশি নদী তীরের সৌন্দর্যবর্ধন তরান্বিত হবে। সীমানা পিলার এবং ওয়াকওয়ে’র মধ্যবর্তী জায়গা নার্সারী ব্যবসায়ীদেরকে বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে। এর ফলে উক্ত স্থান পরিচ্ছন্ন থাকার পাশাপাশি প্রকৃতিক ফুল ও ফলের সমারোহ দৃষ্টি গোচর হবে। (অনুচ্ছেদ ৩.১১.১ থেকে ৩.১১.৪, পৃষ্ঠা নং ১১১ থেকে ১১৬)

৫.৯ পিএসসি ও পিআইসি সভা পর্যবেক্ষণ

আরডিপিপিতে প্রতি ৩ মাসে ১টি প্রকল্প সম্পাদন কমিটির (পিআইসি) সভা আহবানের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়। এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত মোট ২০টি সভার মধ্যে এখন পর্যন্ত মোট ৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আরডিপিপিতে প্রতি ৩ মাসে ১টি প্রকল্প পরিচালনা কমিটির (পিএসসি) সভা করার কথা থাকলেও ২০টি সভার মধ্যে ৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পের যথাযথ অগ্রগতির স্বার্থে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব-এর সভাপতিত্বে ১টি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, নৌযান বার্দিং স্পটে ওয়াকওয়ের পাশে মুরিং বোলার্ড স্থাপন করতে হবে। ওয়াকওয়ের পাশে মুরিং বোলার্ড স্থাপন পরিলক্ষিত হয়নি। ওয়াকওয়ের উপর নির্দিষ্ট দুরত্বে নির্মিতব্য সিটিং বেঞ্চ এর উপর ছাতা বা ছাউনী স্থাপন করতে হবে। তবে এখনও ছাউনী স্থাপন করা হয়নি। অনুচ্ছেদ ৩.৮, পৃষ্ঠা নং ৯৩)

৫.১০ ক্রয় কার্য পর্যবেক্ষণ

এই প্রকল্পের ৬টি প্যাকেজের ক্রয় কার্য পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। যেসব উল্লেখযোগ্য কারণের জন্য যেসকল প্যাকেজের কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ হয়নি তা হলোঃ অবৈধ দখলদার অপসারণ করতে সময় ব্যয় হওয়া, বৈশ্বিক করোনার প্রার্দুভাব এবং ঠিকাদারকে সাইট বুঝিয়ে দিতে বিলম্বসহ আদালতে মামলা বিচারাধীন থাকা উল্লেখযোগ্য। (অনুচ্ছেদ ৩.৩, পৃষ্ঠা নং ৮০)

৫.১১ অডিট কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ

পরিবহন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পে দুটি অডিট কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রথমটিতে পরিবহন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০,২০২০-২১ অর্থ বছরে অডিট আপত্তিতে দেখা যায় Feasibility Study না করা সত্ত্বেও Feasibility Study করা দেখিয়ে DPP প্রণয়ণ এবং অনিয়মিতভাবে ৮৪৮,৫৫,০০,০০০ টাকার প্রাক্কলিত ব্যয়ের প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে মর্মে অডিট আপত্তি প্রদান করা হয়েছে যা এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। তবে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণে প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সেই সাথে বিআইডব্লিউটিএ'র অডিট বিভাগের মাধ্যমে পরিবহন অডিট অধিদপ্তরের সাথে বিষয়টি নিয়ে সমন্বয় করা হচ্ছে। অপর অডিট কার্যক্রম এখনও চলমান রয়েছে। (অনুচ্ছেদ ৩.৯, পৃষ্ঠা নং ১০১)

৫.১২ প্রকল্পের SWOT পর্যবেক্ষণ

- প্রকল্পটির সবল দিকগুলোর মধ্যে নদী তীরবর্তী দখলদার অপসারণ করা, সীমানা পিলার স্থাপনের মাধ্যমে নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণ এবং ওয়াকওয়ে নির্মাণকাজের ফলে এলাকার সব বয়সের মানুষের চলাফেরা, শ্রান্তি-বিনোদন এর ব্যবস্থা করার মাধ্যমে পরিবেশের প্রভূত উন্নয়ন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।
- দুর্বল দিকসমূহ হচ্ছে, প্রকল্পের কাজসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন না হওয়া, প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজে সমন্বয়হীনতা।
- সম্ভাবনার জায়গার মধ্যে ঢাকার চারপাশে নদী কেন্দ্রিক যাতায়াত ও পর্যটন শিল্পের প্রসার ঘটা, পরিবেশের উত্তরোত্তর উন্নয়ন ঘটানোর সুযোগ তৈরী এবং বেসরকারি বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি।
- প্রকল্পটির ঝুঁকি হচ্ছে, তদারকি/ নজরদারি না থাকা, নিরাপত্তা ব্যবস্থার ঘাটতি; ময়লা ফেলার মাধ্যমে নতুনভাবে দখলের আশংকা সৃষ্টি। (চতুর্থ অধ্যায়)

৫.১৩ এক্সিট প্লান

ডিপিপিতে এই প্রকল্পের ‘এক্সিট প্ল্যান’ বিষয়রক কোন তথ্য প্রদান করা হয় নাই। প্রকল্প শেষ হওয়ার পর প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)-এর রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অন্যথায়, উচ্ছেদকৃত তীরভূমি এবং ভৌত অবকাঠামো পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তার কাজ সুষ্ঠু ভাবে করা সম্ভব হবে না। (অনুচ্ছেদ ১.৯, পৃষ্ঠা নং ৩২)

ষষ্ঠ অধ্যায়
উপসংহার ও সুপারিশ

৬.১ সুপারিশ

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের ফলাফল পর্যালোচনা এবং সার্বিক পর্যবেক্ষণের আলোকে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা তুলে ধরা হলো:

১. আরডিপিপি'র অনুমোদিত সময়সীমার (৩০ জুন ২০২৩) মধ্যে প্রকল্পের শতভাগ কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। প্রকল্পের বাকি কাজ সমাপ্ত করার লক্ষ্যে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

২. প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত অবকাঠামোসমূহ টেকসইকরণের ক্ষেত্রে নির্মাণ সামগ্রীর মান বজায় রাখার নিমিত্তে নিয়মিত ল্যাবরেটরির মাধ্যমে মান পরীক্ষা করা যেতে পারে।

৩. প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে জড়িত সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে।

৪. সীমানা পিলারের নিরাপত্তার জন্য সীমানা পিলারের জিপিএস কোঅর্ডিনেট বিআইডব্লিউটিএ-র নিজস্ব সর্ভারে সংরক্ষণ করতে পারে। উক্ত পিলারের জিপিএস কোঅর্ডিনেটের ভিত্তিতে একটি জিআইএস ম্যাপ প্রণয়ন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে তৎকালীন ও বর্তমান স্যাটেলাইট ইমেজ ব্যবহার করা যেতে পারে।

৫. প্রকল্প এলাকায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সোলারের মাধ্যমে স্ট্রিট লাইটিং-এর ব্যবস্থার সাথে সাথে পুলিশি টহলের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। সোলারভিত্তিক লাইটিং ব্যবস্থার জন্য সিটি কর্পোরেশন ও স্থানীয় সরকার বিভাগকে এবং পুলিশি টহলের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অনুরোধ করা যেতে পারে।

৬. সীমানা পিলারের স্থায়িত্ব এবং নৌপথের দুর্ঘটনা রোধে পিলারে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা যেতে পারে।

৭. শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য রাস্তা থেকে হুইল চেয়ারে ওয়াকওয়েতে উঠার জন্য র‍্যাম্প স্থাপন করতে হবে।

৮. ওয়াকওয়ের উপর নির্মিত সিটিং বেঞ্চের উপর ছাতা বা ছাউনী স্থাপন করার পাশাপাশি নির্দিষ্ট দূরত্বে টয়লেট স্থাপন করা প্রয়োজন। বিআইডব্লিউটিএ লিজ প্রদানের মাধ্যমে উক্ত টয়লেটসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে।

৯. প্রকল্পের সকল অঙ্গের নিরাপত্তা এবং পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পুলিশি টহলের পাশাপাশি স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রকল্প এলাকার মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে।

১০. নির্মিত অবকাঠামোর স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ওয়াকওয়ের পাশে নৌযান বার্দিং স্পটে মুরিং বোলার্ড স্থাপন করতে হবে।

১১. ওয়াকওয়েতে যানবাহন চলাচল বন্ধ করার লক্ষ্যে ওয়াকওয়ের প্রবেশমুখে এসএস প্রতিবন্ধক বেড়া দেয়া যেতে পারে।

১২. প্রকল্পে যেসকল অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে, তা যথাসময়ে নিষ্পত্তি করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয়, ত্রিপক্ষীয় অডিট সভার মাধ্যমে বর্ণিত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৩. নদীকেন্দ্রিক পর্যটন শিল্প প্রসারে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের সাথে আলোচনার মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে হবে।

১৪. প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত অবকাঠামোসমূহের কার্যকারিতা টেকসই রাখার লক্ষ্যে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করার নিমিত্তে বিআইডব্লিউটিএ'র রাজস্ব বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা যেতে পারে।

৬.২ উপসংহার

বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীর রক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের মাধ্যমে ওয়াকওয়ে, আরসিসি সিঁড়ি, কি ওয়াল, বসার বেঞ্চ, সীমানা প্রাচীর, ঘাট, পার্কিং ইয়ার্ড, সীমানা পিলার, ইকো-পার্ক এর ফলে এলাকার পরিবেশ উন্নত হবার পাশাপাশি নদী পথে দ্রুত পণ্য খালাস, যানজট নিরসন ও পণ্য পরিবহনে গতিশীলতা আনা সম্ভব হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে নিঃসন্দেহে নদী কেন্দ্রিক পর্যটন তথা ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ অনেকটা সহজ হবে। সর্বোপরি এই প্রকল্প রাজধানী ঢাকা তথা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। সেই সাথে চার পাশে বেষ্টিত নদী তার আপন স্বত্বা ফিরে পাবে।

তথ্যপুঞ্জি

BBS, 2014. *Population and Housing Census 2011, National Volume-3: Urban Area Report.* Bangladesh Bureau of Statistics, Government of Bangladesh, Dhaka.

BIWTA, 2022. Monthly Implementation Progress Review, April 2023. Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA), Ministry of Shipping, Government of Bangladesh, Dhaka

GoB, 2021. *Revised Development Project Proposal (RDPP) for Construction & Installation of demarcation pillar, walkway, Bank Protection, Jetty with allied work on Evicted Foreshore Land of the River Buriganga, Turag, Balu and Sitalakhya (1st Revised).* Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA), Ministry of Shipping, Government of Bangladesh, Dhaka.

সংযোজন/ পরিশিষ্ট

সংযুক্তি ১: প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কিছু স্থির চিত্র

চিত্র ১: টঙ্গি ইকো পার্ক

চিত্র ২: সীমানা পিলার পর্যবেক্ষণ (টঙ্গি ও কামরাঙ্গীর চর)

চিত্র ৩: ড্রয়িং অনুযায়ী জেটি ও স্পাড পর্যবেক্ষণ (তুরাগ নদ)

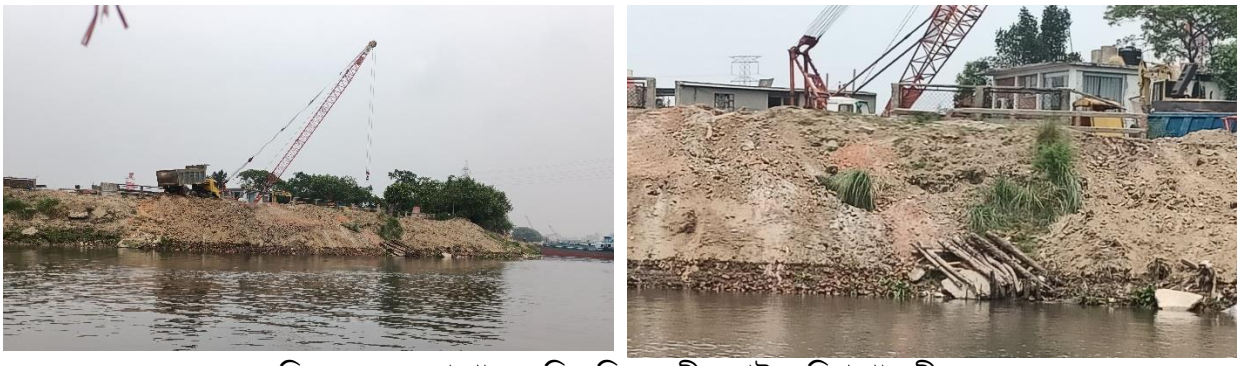

চিত্র ৪: ভবন ভাঙ্গা ডেবরিস দিয়ে নদী ভরাট (বুড়িগঙ্গা নদী)

চিত্র ৫: নদী অভ্যন্তরে কাঠের বল্লি পাইলিং-এর মাধ্যমে জেটি নির্মাণ

চিত্র ৬: নিরাপত্তা সরঞ্জাম (হেলমেট, সিকিউরিটি সু) পরিধান ব্যতিত নির্মাণ কাজ করা (আলীগঞ্জ, পাগলা, নারায়ণগঞ্জ)

চিত্র ৭: প্রকল্প সংক্রান্ত বিলবোর্ড বা সাইন বোর্ড (বুড়িগঙ্গা নদী)

চিত্র ৮: ওয়াকওয়ের উপরে নির্মিত কনভেয়ার বেল্ট ও ড্রেজারের পাইপ (ঢাকা উদ্যান)

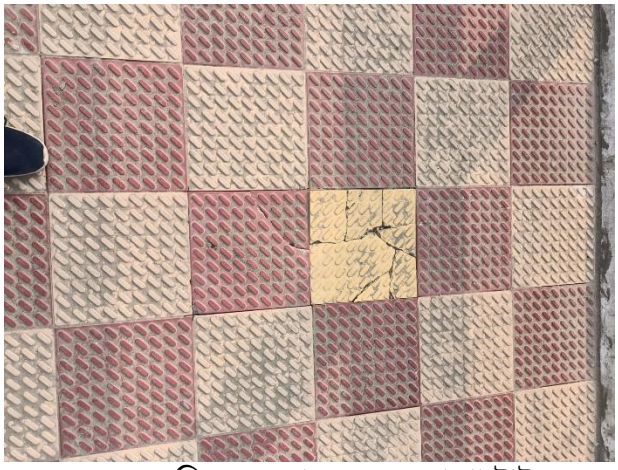

চিত্র ৯: ওয়াকওয়েতে ভাঙ্গা টাইলস এবং রেডিমিক্সের উচ্ছিষ্ট অংশ (তুরাগ নদ)

চিত্র ১০: এক্সপাঞ্চশন জয়েন্টে নোজিং এমএস বার হারিয়ে যাওয়া (ঢাকা উদ্যান)

চিত্র ১১: ওয়াকওয়েতে বাই সাইকেল ও মটর সাইকেল চালনা (ঢাকা উদ্যান)

চিত্র ১২: মাঠ পর্যায়ে উপাত্ত সংগ্রহ (নারায়ণগঞ্জ এলাকা)

চিত্র ১৩: মাঠ পর্যায়ে ভৌত কাজ পর্যবেক্ষণ (কামরাঙ্গীর চর)

চিত্র ১৪: ওয়াকওয়ে'র পাইল এবং শোর প্রটেকশান কাজ (বুড়িগঙ্গা নদী)

চিত্র ১৫: শহরের অভ্যন্তরীণ ড্রেনের (সেফটিক ট্যাংকের সংযোগসহ) এবং পানি শিল্প বর্জ্য সরাসরি নদীতে পড়ছে

চিত্র ১৬: ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কারণে ওয়াকওয়ে'র কাজে বাঁধা (তুরাগ নদ)

সংযুক্তি ২: জরিপের প্রশ্নমালা

তথ্যদাতার সম্মতি

আমাদের শুভেচ্ছা নিবেন। বাংলাদেশ সরকারের আইএমইডি কর্তৃক "বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীর রক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক চলমান প্রকল্পটির প্রকল্পের অর্জন, ফলাফল এবং প্রভাব জানার জন্য একটি মূল্যায়ন করা হচ্ছে। এই জরিপের অংশ হিসাবে আমরা আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। এই আলাপের জন্য আধা ঘন্টার মত সময় লাগতে পারে। আমরা আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, আপনার সঙ্গে আলাপের বিষয়সমূহ আমরা গোপন রাখব এবং আপনি যে তথ্য প্রদান করবেন তা শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে। আপনি ইচ্ছা করলে কোন প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারেন বা আপনি যে কোন সময় সাক্ষাৎকার ত্যাগ করতে পারেন। আপনার সম্মতি নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করতে চাই। আপনি কি সাক্ষাৎকার প্রদানে সম্মত?

১. হ্যাঁ ২. না

আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য রাজি হওয়ায় আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

তথ্যসংগ্রহকারীর নাম:

জেলার নাম: উপজেলা/ সিটি কর্পোরেশনের নাম:

উত্তরদাতার নাম: মোবাইল নম্বর:

ইউনিয়ন/ গ্রাম/ মহল্লার নাম: ওয়ার্ড নম্বর:

১. উত্তরদাতার লিঙ্গ: [ ]
   কোড: ১. নারী, ২. পুরুষ, ৩. তৃতীয় লিঙ্গ

২. উত্তরদাতার বয়স: [ ] বছর

৩. শিক্ষাগত যোগ্যতা [ ]

৪. বৈবাহিক অবস্থা [ ]

   কোড: ১. বিবাহিত ২. অবিবাহিত ৩. বিধবা ৪. বিপত্নিক ৫. তালাকপ্রাপ্ত (একক/ single)

৫. উত্তরদাতার পেশা: [ ]

৬. আপনার বাড়ি/ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রকল্প এলাকা থেকে কত দূরে অবস্থিত? [ ] কিলোমিটার

৭. আপনি কি এখানে নিয়মিত আসেন? কোড: ১. হ্যাঁ ২. না [ ]

৮. উত্তর "হ্যাঁ" হলে, কতবার?

   ক. প্রতিদিন

   খ. ...------বার/ সপ্তাহ

   গ. --------বার/ মাস

   ঘ. মাঝে মাঝে

৯. আপনি কি জানেন এখানে বিভিন্ন উন্নয়ণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে/ চলমান?

   কোড: ১. হ্যাঁ ২. না

১০. আপনি কি জানেন এই প্রকল্পের আওতায় কি কি কাজ করা হচ্ছে?

কোড: ১. ওয়াকওয়ে নির্মাণ ২. আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ ৩. বসার বেঞ্চ নির্মাণ
৪. সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ৫. ঘাট নির্মাণ ৬. পার্কিং ইয়ার্ড নির্মাণ
৭. সীমানা পিলার নির্মাণ ৮. ইকো-পার্ক নির্মাণ ৯. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)

[ ][ ]
[ ][ ]
[ ][ ]

১১. প্রকল্পের কোন সুযোগ-সুবিধা বর্তমানে আপনাদের ব্যবহার উপযোগী হয়েছে?
১. হ্যাঁ ২. না

১২. উত্তর "হ্যাঁ" হলে কোন কোন সুবিধা ব্যবহার উপযোগী হয়েছে?
কোড: ১. ওয়াকওয়ে নির্মাণ ২. আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ ৩. বসার বেঞ্চ নির্মাণ
৪. সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ৫. ঘাট নির্মাণ ৬. পার্কিং ইয়ার্ড নির্মাণ
৭. সীমানা পিলার নির্মাণ ৮. ইকো-পার্ক নির্মাণ

১৩. এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে স্থানীয় জনগণের কি কি সুবিধা হচ্ছে?
কোড: ১. যাতায়াতে সুবিধা ২. পরিবেশ উন্নত হওয়া ৩. এলাকার সৌন্দর্য্য বর্ধন
৪. যানজট হ্রাস ৪. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)

১৪. আপনার এখানে ঘুরতে আসার কারণসমূহ কি?
কোড: ১. আগের চেয়ে পরিবেশ উন্নত হয়েছে
২. বেড়ানোর উপযুক্ত পরিবেশ হয়েছে
৩. হাঁটার রাস্তা হয়েছে
৪. বাচ্চাদের খেলাধূলার সুবিধা হয়েছে
৫. বাগান করার মাধ্যমে এলাকার পরিবেশ বদলে গেছে
৬. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন):

১৫. আপনি বর্তমান উন্নয়ন কাজের আগের পরিবেশকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করবেন?
ক. পরিবেশ অত্যন্ত খারাপ ছিল
খ. ময়লা-দুর্গন্ধে ভরা ছিল
গ. এখানে নদী ছিল মনেই হত না
ঘ. দোকান-পাট দিয়ে দখলা করা ছিল
ঙ. অন্যান্য :

১৬. ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের গুণগতমান কেমন পরিলক্ষিত হচ্ছে?
১. খুব ভাল ২. ভাল ৩. মোটামুটি ভাল ৪. খুব খারাপ ৫. খারাপ

১৭. এই প্রকল্পের ফলে আপনার এলাকায় কি কি পরিবর্তন হবে? (একাধিক উত্তর)
কোড: ১. আবাসিক ও বাণিজ্যিক জমির মূল্য বৃদ্ধি ২. কর্মসংস্থান সৃষ্টি
৩. ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ৪. মানুষের আয় বৃদ্ধি
৫. মালামাল পরিবহনে সময় ও অর্থ কম লাগা ৬. পরিবেশের উন্নয়ন
৭. এলাকার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি ৮. জমির মূল্য বৃদ্ধি
৯. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)

১৮. আপনি কি জানেন এখানে কি কি সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে বা যাবে (উন্নয়ন কার্যক্রম শেষে)?
কোড: ১. হ্যাঁ ২. না

১৯. উত্তর "হ্যাঁ" হলে কি কি সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে বা যাবে (উন্নয়ন কার্যক্রম শেষে)?

ক. খ.

গ. ঘ.

২০. বর্তমান প্রকল্পের ফলে যে পরিবর্তন হয়েছে তাতে আপনি কি সন্তুষ্ট? ☐

কোড: ১. হ্যাঁ ২. না

২১. উত্তর "না: হলে, আপনি কি কি পদক্ষেপ নিতে পরামর্শ দেবেন?

ক.

খ.

গ.

ঘ.

২২. আপনি কি কোন সেবা/সুবিধা গ্রহন করেছেন? ☐

কোড: ১. হ্যাঁ ২. না

☐☐☐
☐☐☐

২৩. উত্তর "হ্যাঁ" হলে, সেটি কি?

১. হাঁটার পথ ২. ইকোপার্ক ৩. জেটি

৪. তীর বেষ্টনী ৫. রেস্টুরেন্ট ৬. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)

২৪. এই সুবিধা ব্যবহারে আপনি কি সন্তুষ্ট? ☐

কোড: ১. হ্যাঁ ২. না

☐

২৫. এর ফলে আপনার কি কোন আর্থিক সুবিধা হয়েছে?

কোড: ১. হ্যাঁ ২. না

২৬. "হ্যাঁ" হলে, আগের তুলনায় তার পরিমাণ কেমন (শতকরা হারে)?

ক...----------

২৭. এই সুবিধা/ সেবা কতদিন টিকে থাকবে বলে আপনি মনে করেন (বছর)?

ক. ----------

২৮. এই সেবা/ সুবিধা টিকে থাকার ক্ষেত্রে আপনি কি কোন ঝুঁকির আশংকা করেন?

২৯.উত্তর 'হ্যাঁ/ না' হলে, কেন?

ক. ----------

খ. ----------

৩০. প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে আপনার এলাকায় কি ধরনের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে?

উ: ১. ---------- ২.---------- ৩. ----------

৩১. প্রকল্পটি আপনার এলাকার দরিদ্র মানুষের জীবন মানে কি প্রভাব রাখবে?

কোড: ১. কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে ২. আয় বৃদ্ধি পাবে
৩. প্রতিদিন কাজ পাবে ৪. জীবনমান উন্নত হবে

৩২. প্রকল্পটির কার্যক্রমসমূহকে টেকসই করার লক্ষ্যে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে?
উ: ১. ---------- ২.---------- ৩. ----------

৩৩. এই প্রকল্প সম্পর্কে আপনার কোন মূল্যবান মতামত থাকলে অনুগ্রহ করে বলুন?
উ: ১. ---------- ২.---------- ৩. ----------

৩৪. জিপিএস কোওয়ার্ডিনেট

আপনার মূল্যবান সময় দেবার জন্য ধন্যাবাদ।

সংযুক্তি ৩: মূল তথ্যদাতার (KII) প্রশ্নমালা

তথ্যদাতার সম্মতি

আমাদের শুভেচ্ছা নিবেন। বাংলাদেশ সরকারের আইএমইডি কর্তৃক "বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীর রক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক চলমান প্রকল্পটির প্রকল্পের অর্জন, ফলাফল এবং প্রভাব জানার জন্য একটি মূল্যায়ন করা হচ্ছে। এই জরিপের অংশ হিসাবে আমরা আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। এই আলাপের জন্য আধা ঘন্টার মত সময় লাগতে পারে। আমরা আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, আপনার সঙ্গে আলাপের বিষয়সমূহ আমরা গোপন রাখব এবং আপনি যে তথ্য প্রদান করবেন তা শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে। আপনি ইচ্ছা করলে কোন প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারেন বা আপনি যে কোন সময় সাক্ষাৎকার ত্যাগ করতে পারেন। আপনার সম্মতি নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করতে চাই। আপনি কি সাক্ষাৎকার প্রদানে সম্মত?

১. হ্যাঁ ২. না

আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য রাজি হওয়ায় আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

১.	সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম	
২.	পদবী	
৩.	মোবাইল নম্বর	
৪.	প্রতিষ্ঠানের নাম	

(স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি এবং স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা)

সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: সময়:

১. আপনি এই প্রকল্পের সাথে কিভাবে সম্পৃক্ত? : হলে (পদবী)

২. না হলে, আপনি কি প্রকল্পটি সর্ম্পকে অবগত?

৩. বর্তমানে প্রকল্পটি শতকরা কত ভাগ সম্পন্ন হয়েছে বলে আপনি জানেন?

৪. বাকী কাজ কবে নাগাদ সম্পন্ন হবে বলে আশা করছেন?

৫. সম্পন্ন কাজের গুণগত মান কেমন বলে আপনার মূল্যায়ন?

৬. প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে, উদ্দেশ্য পূরণ হবে – আপনি কি মনে করেন?

৭. উদ্দেশ্য পূরণ না হলে, কি কারণে সেটি হবে না বলে আপনি মনে করেন?

৮. নদীর সীমানা নির্ধারনের পদ্ধতি কি টেকসই বলে মনে করেন? বিকল্প কোন পরামর্শ দিবেন কি?

৯. নদীর সামিগ্রক পরিবেশ উন্নয়নে এই প্রকল্প কি কোন ভূমিকা রাখবে? হলে, কিভাবে?

১০. নদী দখল রোধে এই প্রকল্প কি ভূমিকা রাখবে? হলে, কিভাবে?

১১. নদী দূষণ রোধে এই প্রকল্প কি ভূমিকা রাখবে? ভূমিকা রাখলে, কিভাবে?

১২. প্রকল্পটি কি টেকসই হবে - আপনার মূল্যায়ন জানান ।

১৩. আপনার মতে এই প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিকসমূহ কি কি?

১৪. আপনার মতে প্রকল্পের ঝুঁকি ও সম্ভাবনার জায়গাগুলো কি কি?

১৫. আপনার মতে এগুলো সমাধানের পথ কি কি?

১৬. এই প্রকল্পের প্রাথমিক উপকারভোগী কারা? তাদের জন্য কি কি সুবিধা রয়েছে? তারা কি এসব বিষয়ে অবগত?

১৭. পরবর্তী বা সমাগ্রিক উপকারভোগী কারা? তাদের জন্য কি কি সুবিধা রয়েছে? তারা কি এসব বিষয়ে অবগত?

১৮. তারা প্রকল্প বাস্তবায়নে কি কোন ভূমিকা রাখছে? প্রকল্পর প্রণয়নে/ নকশায় কি তাদের কোন ভূমিকা ছিল?

১৯. এ ধরনের প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য কি কোন ধরনের নীতিমালা পরিকল্পনার পরিবর্তন/ সংশোধনের প্রয়োজন মনে করেন? হলে, কি কি?

২০. এই প্রকল্পটি শেষ হবার পর উক্ত প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কর্মকান্ডের কার্যকারিতা ধরে রাখার ক্ষেত্রে কি ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে বলে মনে করেন?

২১. আপনার মতে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করলে প্রকল্পের সুবিধাসমূহ টেকসই হবে?

২২. প্রকল্পটি সম্পর্কে আপনার কোন মতামত থাকলে তা প্রদানে অনুরোধ করছি?

২৩. ভবিষ্যতে এধরনের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আপনার সুপারিশসমূহ কি কি?

আপনার মূল্যবান সময়ের জন্য অনেক ধন্যবাদ ।

মূল তথ্যদাতার প্রশ্নমালা

তথ্যদাতার সম্মতি

আমাদের শুভেচ্ছা নিবেন। বাংলাদেশ সরকারের আইএমইডি কর্তৃক "বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীর রক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক চলমান প্রকল্পটির প্রকল্পের অর্জন, ফলাফল এবং প্রভাব জানার জন্য একটি মূল্যায়ন করা হচ্ছে। এই জরিপের অংশ হিসাবে আমরা আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। এই আলাপের জন্য আধা ঘন্টার মত সময় লাগতে পারে। আমরা আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, আপনার সঙ্গে আলাপের বিষয়সমূহ আমরা গোপন রাখব এবং আপনি যে তথ্য প্রদান করবেন তা শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে। আপনি ইচ্ছা করলে কোন প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারেন বা আপনি যে কোন সময় সাক্ষাৎকার ত্যাগ করতে পারেন। আপনার সম্মতি নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করতে চাই। আপনি কি সাক্ষাৎকার প্রদানে সম্মত?

১. হ্যাঁ ২. না

আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য রাজি হওয়ায় আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

(সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের/ সিপিটিইউ কর্মকর্তা)

১.	সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম	
২.	পদবী	
৩.	মোবাইল নম্বর	
৪.	প্রতিষ্ঠানের নাম	

সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: সময়:

১. আপনি কি প্রকল্পটির সাথে কিভাবে সংশ্লিষ্ট?

২. আপনার মতে প্রকল্পের সকল উদ্দেশ্য কি বাস্তবায়িত হচ্ছে?

৩. অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী বছর ভিত্তিক সংস্থান অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গেছে কি? না পাওয়া গেলে তার কারণ কি কি?

৪. প্রকল্পের অর্থ ছাড় কি যথা সময়ে হয়েছিল? না হলে কারণ কি?

৫. মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পটি নিয়মিত মনিটরিং করা হয়েছে কি?

৬. প্রকল্পটি সম্পন্ন করতে আপনারা কি কোন ধরনের প্রতিকুলতার মুখোমুখি হয়েছেন এবং এর কারণ কি কি ছিল?

প্রতিকুলতা কি কি ছিল:

ক খ.

গ. ঘ.

ঙ. চ.

কারণ কি কি ছিল:

ক খ.

গ. ঘ.

ঙ. চ.

৭. ক্রয় প্রক্রিয়ায় PPA-২০০৬ এবং PPR-২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি?

৮. দরপত্রের নির্ধারিত সময় অনুযায়ী সকল কাজ সম্পাদিত হচ্ছে কি? না হলে তার কারণ কি?

৯. সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কি নির্ধারিত সময়ে পণ্যসমূহ সরবরাহ করছে?

১০. এই প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত পণ্যসমূহ কি স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সরবরাহ করা হচ্ছে?

১১. আপনার মতে প্রকল্পটির আওতায় পূর্ত কাজ এবং পণ্যসমূহের গুণগতমান কতটুকু বজায় রাখা হচ্ছে?

১২. প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন অডিট আপত্তি আছে কি? থাকলে তার পরিমাণ কত?

১৩. অডিট আপত্তিগুলো কি নিষ্পত্তি হয়েছে? না হলে তার কারণ কি?

১৪. আপনার মতে প্রকল্পটি পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে কি কি অবদান রাখবে?

১৫. আপনার মতে এই প্রকল্পটির সবল দিক, দুর্বল অবস্থা, প্রকল্পের ঝুঁকি এবং সম্ভাবনা গুলো কি কি?

প্রকল্পের সবল দিক

প্রকল্পের দুর্বল অবস্থা

প্রকল্পের ঝুঁকি; এবং

প্রকল্পের সম্ভাবনা

১৬. প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহের রক্ষণাবেক্ষণে মন্ত্রণালয়ের কি পরিকল্পনা রয়েছে?

১৭. প্রকল্পের অগ্রগতিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মতামত কি?

১৮. আপনার মতে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করলে প্রকল্পের সুবিধাসমূহ টেকসই হবে?

১৯. প্রকল্পটি সম্পর্কে আপনার কোন মতামত থাকলে তা প্রদানে অনুরোধ করছি?

২০. ভবিষ্যতে এধরনের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আপনার সুপারিশসমূহ কি কি?

আপনার মূল্যবান সময়ের জন্য অনেক ধন্যবাদ ।

মূল তথ্যদাতার প্রশ্নমালা

তথ্যদাতার সম্মতি

আমাদের শুভেচ্ছা নিবেন। বাংলাদেশ সরকারের আইএমইডি কর্তৃক "বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীর রক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক চলমান প্রকল্পটির প্রকল্পের অর্জন, ফলাফল এবং প্রভাব জানার জন্য একটি মূল্যায়ন করা হচ্ছে। এই জরিপের অংশ হিসাবে আমরা আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। এই আলাপের জন্য আধা ঘন্টার মত সময় লাগতে পারে। আমরা আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, আপনার সঙ্গে আলাপের বিষয়সমূহ আমরা গোপন রাখব এবং আপনি যে তথ্য প্রদান করবেন তা শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে। আপনি ইচ্ছা করলে কোন প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারেন বা আপনি যে কোন সময় সাক্ষাৎকার ত্যাগ করতে পারেন। আপনার সম্মতি নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করতে চাই। আপনি কি সাক্ষাৎকার প্রদানে সম্মত?

১. হ্যাঁ ২. না

আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য রাজি হওয়ায় আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

(প্রকল্প পরিচালক/ উপ-প্রকল্প পরিচালক)

১. প্রকল্প গ্রহণের পটভূমি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলুন?

২. প্রকল্পের কার্যক্রম পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি? কোনো কার্যক্রম পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব না হলে তার কারণ কী?

৩. প্রকল্পটির সাম্ভব্যতা সমীক্ষা (Feasibility) করা হয়েছে কি না?

৪. ডিপিপিতে যেভাবে প্রকল্পের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিলো তা কি সেভাবে অর্জিত হচ্ছে? হয়ে না থাকলে তার কারণ কি?

৫. এ পর্যন্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি কত?

৬. প্রকল্পের বর্তমান বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি কি অনুমোদিত প্রকল্প ছকে প্রস্তাবিত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? না হয়ে থাকলে এর কারণগুলি উল্লেখ করুন।

৭. অনুমোদিত সংশোধিত (১ম) প্রকল্প অনুসারে বর্তমান কাজটি ৩০ জুন ২০২৩ সালে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আছে। প্রকল্পের বর্তমান অগ্রগতি অনুসারে উক্ত সময়সীমা মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব কি? না হয়ে থাকলে তার মূল কারণ কি?

৮. প্রকল্পটি পুনরায় সংশোধনের প্রয়োজন আছে কি? উত্তর হ্যা হয়ে থাকলে তার বিস্তারিত কারণ উল্লেখ করুন/

৯. অনুমোদিত প্রকল্প , ১ম সংশোধিত প্রকল্প এবং প্রস্তাবিত ২য় সংশোধিত প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রাক্কলিত ব্যয়ের একটি তুলনামূলক চিত্র প্রদান করুন।

১০. বর্তমান প্রকল্প সম্পাদনের পূর্বে বিআইডাব্লিউটিএ কর্তৃক একই ধরনের "ঢাকা , নারায়ণগঞ্জ ও টংগী নদী বন্দরের উচ্ছেদকৃত ফোরশোর ভূমিতে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ" শীর্ষক একটি প্রকল্প সম্পাদন করা হয়। উক্ত প্রকল্প সম্পাদনের সময় যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলো বর্তমান প্রকল্প সম্পাদনে কি একই রকম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে? দুটি প্রকল্পের সাধারণ সমস্যাগুলো কি কি?

১১. প্রথম প্রকল্পের সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়ায় ২য় প্রকল্পের সমস্যা সমাধান সম্ভব হয়েছে কি?

১২. প্রকল্পের কাজ সম্পাদনের সময় বিআইডাব্লিউটিএ এর বিভিন্ন বিভাগ এবং অন্যান্য সংস্থা যেমন; পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ইত্যাদির সম্পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া গেছে কি?

১৩. প্রকল্প সম্পাদনের অন্যন্য সংস্থাগুলির সম্পূর্ণ সহযোগিতা না পাওয়া গেলে তার কারণ কি বলে আপনি মনে করেন? এ ব্যাপারে কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ সমস্যা সমাধান এ সহায়ক হবে বলে আপনি মনে করেন?

১৪. প্রকল্পটির নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পাদনে কি কি উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

১৫. নদীর সীমানা নির্ধারনের পদ্ধতি কি টেকসই বলে মনে করেন? বিকল্প কোন পরামর্শ দিবেন কি?

১৬. নদীর সামিগ্রক পরিবেশ উন্নয়নে এই প্রকল্প কি কোন ভূমিকা রাখবে? হলে, কিভাবে?

১৭. নদী দখল রোধে এই প্রকল্প কি ভূমিকা রাখবে? হলে, কিভাবে?

১৮. নদী দূষণ রোধে এই প্রকল্প কি ভূমিকা রাখবে? ভূমিকা রাখলে, কিভাবে?

১৯. প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কি ধরনের আর্থিক ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সমস্যার সুম্মখীন হতে হচ্ছে? কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে উক্ত সমস্যা রোধ করা সম্ভব?

২০. প্রকল্পের ভৌতবাস্তব অগ্রগতি অনুসারে বরাদ্দকৃত অর্থ চাহিত অর্থ ছাড় যথেষ্ট হচ্ছে কি? এ ব্যাপারে বিস্তারিত অর্থ্যাত চাহিত অর্থ ও অর্থ ছাড়ের ছক অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রদান করুন

২১. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত ডিজাইন বাস্তবিক তৃতীয় কোনো প্রতিষ্ঠান যেমনঃ বুয়েট, কুয়েট ইত্যাদি দ্বারা পুনঃ পরিক্ষীত হয়েছিলো কি?

২২. বিল পরিশোধের সময় কাজের গুণগতমান যাচাই এ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কোনো প্রতিনিধি সরেজমিনে উপস্থিত থেকে কাজ তদারক করেন কি?

২৩. পূর্ত কাজের ব্যবহৃত মালপত্রের গুণগতমান কোন ল্যাবরেটরি কর্তৃক পরীক্ষা করা হয় কি না?

২৪. প্রকল্পের কাজের গুণগতমান সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?

২৫. প্রকল্পের কার্য সম্পাদনে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সময়মত সম্পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করছেন কি? তাদের নিয়মিত কার্য তদারকিতে আপনি সন্তষ্ট কি?

২৬. কাজের গুণগতমান সংরক্ষণে নিবিড় তদারকিতে আপনার আর কোনো চাহিদা বা মতামত আছে কি?

২৭. প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার পর এর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এ কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহন করা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন? এর জন্য অনুমোদিত বাজেটে কোনো অর্থ বরাদ্দ আছে কি?

২৮. প্রথম পর্যায়ে সম্পাদিত প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ কিভাবে করা হচ্ছে? এর দ্বারা সম্পাদিত প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ সুষ্ঠভাবে সম্পাদিত হচ্ছে কি?

২৯. এ ধরনের প্রকল্প থেকে বিআইডব্লিউটিএ / সরকার- এর কোনো আয় করা সম্ভব কি? কিভাবে উক্ত আয় করা যায়? উক্ত আয় দ্বারা প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ করা কি সম্ভব হবে?

৩০. প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রম সমুহের টেকসই করণের লক্ষে অনুমোদিত প্রকল্পের কোনো সু-নির্দিষ্ট এক্সিট প্লান আছে কি? যদি না থাকে তাহলে গৃহীত কার্যক্রম সমূহের টেকসই করণে কি পদক্ষেপ নিয়েছেন?

আপনার মূল্যবান সময়ের জন্য অনেক ধন্যবাদ ।

সংযুক্তি ৪: নিবিড় সাক্ষাৎকারের (IDI) চেকলিস্ট

তথ্যদাতার সম্মতি

আমাদের শুভেচ্ছা নিবেন। বাংলাদেশ সরকারের আইএমইডি কর্তৃক "বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীর রক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক চলমান প্রকল্পটির প্রকল্পের অর্জন, ফলাফল এবং প্রভাব জানার জন্য একটি মূল্যায়ন করা হচ্ছে। এই জরিপের অংশ হিসাবে আমরা আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। এই আলাপের জন্য আধা ঘন্টার মত সময় লাগতে পারে। আমরা আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, আপনার সঙ্গে আলাপের বিষয়সমূহ আমরা গোপন রাখব এবং আপনি যে তথ্য প্রদান করবেন তা শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে। আপনি ইচ্ছা করলে কোন প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারেন বা আপনি যে কোন সময় সাক্ষাৎকার ত্যাগ করতে পারেন। আপনার সম্মতি নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করতে চাই। আপনি কি সাক্ষাৎকার প্রদানে সম্মত?

১. হ্যাঁ ২. না

আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য রাজি হওয়ায় আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম:	
সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ:	
সাক্ষাৎকার শুরুর সময়:	শেষের সময়:

পরিচিতি মূলক তথ্য

উত্তরদাতার নাম:	পদবী:
কার্যালয়:	মোবাইল নম্বর:

১. বর্তমান দায়িত্ব পালনের মেয়াদ :

২. প্রকল্পের সাথে আপনার সম্পৃক্ততা (পদবী) :

৩. বর্তমানে প্রকল্পটি শতকরা কত ভাগ সম্পন্ন হয়েছে?

৪. বাকী কাজ কবে নাগাদ সম্পন্ন হবে বলে আশা করছেন?

৫. সম্পন্ন কাজের গুণগত মান কেমন বলে আপনার মূল্যায়ন?

৬. প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে, উদ্দেশ্য পূরণ হবে – আপনি কি মনে করেন?

৭. উদ্দেশ্য পূরণ না হলে, কি কারণে সেটি হবে না বলে আপনি মনে করেন?

৮. প্রকল্পটি কি টেকসই হবে - আপনার মূল্যায়ন জানান ।

৯. প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ কি কি?

১০. আপনার মতে এগুলো সমাধানের পথ কি কি?

১১. এই প্রকল্পের সবল দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ/ সম্ভাবনা এবং ঝুঁকিগুলো কি কি বলে আপনি মনে করেন?

ক. সবল দিক খ. দুর্বল দিক

গ. সুযোগ/ সম্ভাবনা ঘ. ঝুঁকি

১২. নদীর সীমানা নির্ধারনের পদ্ধতি কি টেকসই বলে মনে করেন? বিকল্প কোন পরামর্শ দিবেন কি?

১৩. নদীর সামিগ্রক পরিবেশ উন্নয়নে এই প্রকল্প কি কোন ভূমিকা রাখবে? হলে, কিভাবে?

১৪. নদী দখল রোধে এই প্রকল্প কি ভূমিকা রাখবে? হলে, কিভাবে?

১৫. নদী দূষণ রোধে এই প্রকল্প কি ভূমিকা রাখবে? ভূমিকা রাখলে, কিভাবে?

১৬. এই প্রকল্পের প্রাথমিক উপকারভোগী কারা? তাদের জন্য কি কি সুবিধা রয়েছে? তারা কি এসব বিষয়ে অবগত আছেন?

১৭. পরবর্তী বা সমাগ্রিক উপকারভোগী কারা? তাদের জন্য কি কি সুবিধা রয়েছে? তারা কি এসব বিষয়ে অবগত আছেন?

১৮. তারা প্রকল্প বাস্তবায়নে কি কোন ভূমিকা রাখছে? প্রকল্পর প্রনয়নে/নকশায় কি তাদের কোন ভূমিকা ছিল?

১৯. এ ধরনের প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য কি কোন ধরনের নীতি পরিকল্পনার পরিবর্তন/সংশোধন প্রয়োজন মনে করেন? হলে, কি কি?

২০. ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে কি সুপারিশ প্রদান করবেন?

আপনার মূল্যবান সময়ের জন্য অনেক ধন্যবাদ ।

সংযুক্তি ৫: ফোকাস গ্রুপ বা দলগত (FGD) আলোচনার গাইডলাইন

তথ্যদাতার সম্মতি

আমাদের শুভেচ্ছা নিবেন। বাংলাদেশ সরকারের আইএমইডি কর্তৃক "বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীর রক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক চলমান প্রকল্পটির প্রকল্পের অর্জন, ফলাফল এবং প্রভাব জানার জন্য একটি মূল্যায়ন করা হচ্ছে। এই জরিপের অংশ হিসাবে আমরা আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। এই আলাপের জন্য আধা ঘন্টার মত সময় লাগতে পারে। আমরা আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, আপনার সঙ্গে আলাপের বিষয়সমূহ আমরা গোপন রাখব এবং আপনি যে তথ্য প্রদান করবেন তা শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে। আপনি ইচ্ছা করলে কোন প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারেন বা আপনি যে কোন সময় সাক্ষাৎকার ত্যাগ করতে পারেন। আপনার সম্মতি নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করতে চাই। আপনি কি সাক্ষাৎকার প্রদানে সম্মত?

১. হ্যাঁ ২. না

আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য রাজি হওয়ায় আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

(স্থানীয় জনগণ, ব্যবসায়ী, পরিবহন শ্রমিক/ বন্দর/ নৌ শ্রমিক, সুবিধাভোগী)

তারিখ: সময়:

মহল্লার নাম: ওয়ার্ড নম্বর:

সিটি কর্পোরেশন/ ইউনিয়ন:

উপস্থিতির তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	বয়স	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পেশা	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১.						
২.						

সঞ্চালকের নাম: নোট গ্রহণকারীর নাম:

১. আপনারা কি প্রকল্পটি সর্ম্পকে অবগত?
২. বর্তমানে প্রকল্পটি শতকরা কত ভাগ সম্পন্ন হয়েছে বলে আপনি জানেন?
৩. বাকী কাজ কবে নাগাদ সম্পন্ন হবে বলে আশা করছেন?
৪. সম্পন্ন কাজের গুণগত মান কেমন বলে আপনার মূল্যায়ন?
৫. প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে, কি কি উদ্দেশ্য পূরণ হবে বলে আপনি কি মনে করেন?
৬. উদ্দেশ্য পূরণ না হলে, কি কারণে সেটি হবে না বলে আপনি মনে করেন?
৭. প্রকল্পটি কি টেকসই হবে - আপনার মূল্যায়ন জানান ।
৮. এই প্রকল্পের আপনাদের জন্য কি কি সুবিধা রয়েছে? আপনারা কি এসব সুবিধ পাচ্ছেন/ বিষয়ে অবগত?
৯. এই সুবিধা গ্রহনে/ বিষয়ে আপনাদের মূল্যায়ণ কি?
১০. এগুলোর উন্নয়নকল্পে কি আপনাদের কোন পরামর্শ আছে - সেগুলো কি কি?
১১. অন্যান্য উপকারভোগী কারা? তাদের জন্য কি কি সুবিধা রয়েছে? তারা কি এসব বিষয়ে অবগত?
১২. এই প্রকল্প বাস্তবায়নে কি আপনাদের কোন ভূমিকা রয়েছে? প্রকল্পর প্রনয়নে/ নকশায় কি কোন ভূমিকা ছিল?
১৩. ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আপনার সুপারিশ প্রদান করবেন?
১৪. প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিকসমূহ, এক, সুযোগ, ভয়/ শঙ্কা/ ঝুঁকি বিশ্লেষণ-

	অভ্যন্তরীণ	**বাহ্যিক**
ইতিবাচক	সবল দিকসমূহ:	সুযোগ:
নেতিবাচক	দুর্বল দিকসমূহ:	ভয়/ শঙ্কা/ ঝুঁকি

আপনাদের মূল্যবান সময়ের জন্য অনেক ধন্যবাদ ।

সংযুক্তি ৬: ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র

অর্থ বছর	মূল/ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপিতে সংস্থান		সংস্থার চাহিদা	ডিপিপিতে বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়	মন্তব্য
	মূল ডিপিপি অনুযায়ী	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

সংযুক্তি ৭: কর্ম পরিকল্পনা ও বাস্তব অবস্থার তুলনামূলক চিত্র

ক্রম	কাজের নাম এবং ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	মাঠ পর্যায়ের প্রাপ্ত তথ্য		মন্তব্য
		সম্পাদিত কাজের পরিমান/ তথ্য	অবশিষ্ট কাজের পরিমান এবং সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ	

সংযুক্তি ৮: বছর ভিত্তিক আর্থিক সংস্থান, ভৌত অগ্রগতি, প্রকৃত বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি

প্যাকেজ নং- (লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	মূল/সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপিতে সংস্থান		অগ্রগতি				ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
			আর্থিক			ভৌত	আর্থিক		ভৌত
	আর্থিক	ভৌত %	বরাদ্ধ	ব্যয় (টাকা) %	সমর্পণ (টাকা) %	অর্জিত %	বরাদ্ধ	ব্যয় (%)	ভৌত %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

সংযুক্তি ৯: ভৌত/ সরবরাহ কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন

প্যাকেজ নং	চুক্তিপত্র নং ও তারিখ চুক্তি মূল্য	কাজের বিবরণ	ঠিকাদারের নাম	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ শুরুর তারিখ	---------- মাস পর্যন্ত অগ্রগতি				মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা		বাস্তব		
						অগ্রগতি	ভৌত (%)	অগ্রগতি	ভৌত (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১

সংযুক্তি ১০: ক্রয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের চেকলিস্ট

প্রকল্পের নাম:

প্যাকেজ নং	দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্র প্রকাশিত পত্রিকার নাম				দরপত্রের ধরন	দরপত্র খোলার তারিখ	রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	পিপিআর সঠিক ভাবে প্রতিপালিত হয়েছে কি	চুক্তি অনুমোদনকারীর নাম ও ঠিকানা	চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য
		জাতীয়	স্থানীয়	বাংলা	ইংরেজি											

পর্যবেক্ষণের বিষয় (টিক √ দিন)	প্যাকেজ নং
e-GP সঠিকভাবে প্রতিপালিত হয়েছে কি	
দরপত্রের জামানত ব্যাংক হতে যাচাই	
দরপত্রের জামানত ফেরৎ প্রদানের আবেদন ও ফেরৎ প্রদান	
দরপত্র বাছাইয়ের মূল্যায়ন প্রতিবেদন	
কাজ সমাপ্তকরণের সনদ প্রদান	

সংযুক্তি ১১: দরপত্র পরিবীক্ষণ চেকলিস্ট

ক্রম	পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী প্রভিশন	দরপত্র প্রক্রিয়া/ চুড়ান্তকরণে প্রাপ্ত তথ্যাদি	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১.	সর্বজন গ্রাহ্য বহুল প্রচারিত জাতীয় সংবাদপত্রে (কমপক্ষে ১টি বাংলা ও ১টি ইংরেজী) দরপত্র প্রকাশ করতে হবে।		
২.	দরপত্র প্রকাশের তারিখ হতে কমপক্ষে ১৪/২১/২৮/ ৪২ (ক্ষেত্র বিশেষ) দিন সময় রেখে দরপত্র গ্রহণের তারিখ নির্ধারণ করতে হবে।		
৩.	দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটিতে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি ১ (এক) জন সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী হতে ২(দুই) জন সদস্যসহ কমিটি গঠন করতে হবে।		
৪.	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি ৫-৭ সদস্য বিশিষ্ট হতে হবে।		
৫.	মূল্যায়ন কমিটিতে ২(দুই) জন বহি: সদস্যসহ কমপক্ষে ৫(পাঁচ) জন সদস্যের উপস্থিতি এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদনে স্বাক্ষর করতে হবে।		
৬.	দরপত্র বিষয়ে কোন অভিযোগ ছিল কিনা থাকলে নিরসনের তথ্যাদি।		
৭.	দরপত্র খোলার দিনে হতে দরপত্র ও প্রস্থাবের বৈধতার মেয়াদ ৬০-১০০ দিন হতে হবে।		
৮.	এক কোটি টাকা এবং তদুর্ধ্ব মূল্যের পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা কার্য এবং ভৌত সেবা ক্রয়ের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি সিপিটিইউ'র ওয়েব সাইটে প্রকাশ করতে হবে।		
৯.	প্রাক্কলিত মূল্যের পরিমাণ কত?		
১০.	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ দরপত্র গ্রহণের অনুমোদন প্রাপ্তির ৭(সাত) কর্ম		
১১.	এক কোটি টাকা এবং তদুর্ধ্ব মূল্যের পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা কার্য এবং ভৌত সেবা ক্রয়ের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি সিপিটিইউ'র ওয়েব সাইটে চুক্তি সম্পাদন নোটিশ প্রকাশ করতে হবে।		
১২.	কৃতকার্য দরদাতা কর্তৃক চুক্তি সম্পাদন নোটিশ গ্রহণের লিখিত সম্মতিপত্র নোটিশ প্রাপ্তির ৭ (সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে প্রদান করতে হবে।		
১৩.	কৃতকার্য দরদাতা কৃতকার্য সম্পাদন জামানত চুক্তি সম্পাদন নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হতে ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে প্রদান করতে হবে।		
১৪.	কৃতকার্য দরদাতা কর্তৃক চুক্তি সম্পাদন নোটিশ জারীর তারিখ হতে ২৮ (আঠাশ) দিনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে।		
১৫.	এক কোটি টাকা এবং তদুর্ধ্ব মূল্যের পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা কার্য এবং ভৌত সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয় বিজ্ঞপ্তি সিপিটিইউ'র ওয়েব সাইটে প্রকাশ করতে হবে।		
১৬.	প্রতিটি সনদ ইস্যুর তারিখ হতে ২৮ (আঠাশ) দিনের মধ্যে ঠিকাদারকে মূল্য পরিশোধ করতে হবে।		
১৭.	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ জারীর ৭ (সাত) দিনের মধ্যে এবং কমপক্ষে ১ (এক) মাসের জন্য চুক্তি সম্পাদন নোটিশ সিপিটিইউ'র ওয়েব সাইটে করতে হবে।		

সংযুক্তি ১২: অডিট আপত্তি এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	অডিট পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান	সময়কাল	অডিটকৃত অর্থের পরিমাণ	অডিট আপত্তি (যদি থাকে)			মন্তব্য
				আপত্তির বর্ণনা	অর্থের পরিমাণ	নিষ্পত্তি হয়েছে কি না?	
১.							
২.							
৩.							
৪.							
৫.							
৬.							

সংযুক্তি ১৩: পিএসসি, পিআইসি ও এডিপি সভা সংক্রান্ত তথ্য

সভার নাম	আরডিপিপি অনুযায়ী সভার সংখ্যা	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	সিদ্ধান্তসমূহ	সিদ্ধানের বাস্তবায়ন/ প্রতিফলন
পিএসসি				
পিআইসি				
এডিপি				

অধুনা বাংলাদেশ লিমিটেড
ADHUNA BANGLADESH LIMITED
PROBLEM >>> PEOPLE >>> PROSPECT
২৪ তারকালোক কমপ্লেক্স, গ্রীন রোড, মিরপুর রোড, ঢাকা-১২০৫
adhunabangladeshltd@gmail.com

অধুনা বাংলাদেশ লিমিটেড

ADHUNA BANGLADESH LIMITED

PROLE >>> PEOPLE >>> PROSPECT